শ্রীনবদ্বীপ তত্ত্ব

বা

নব্য ভক্তবৃন্দের মিশ্রপাড়া

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবাসভূমি

মায়াপুর কি না

তৎসম্বন্ধে

সমালোচনা।

হুগলী,

সাবিত্রী যন্ত্রে শ্রীহরিদাস পাল দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩০১ সাল।

মূল্য ৵০ দুই আনা।
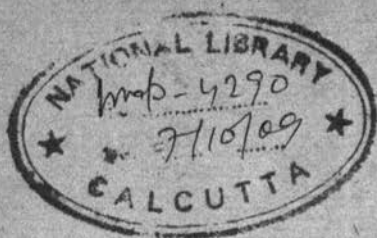
শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

শ্রীনবদ্বীপ তত্ত্ব।

নব্যভক্তবৃন্দ ও মিঞাপুরে নবাবিষ্কৃত শচীগৃহ।

নবদ্বীপ একটী প্রাচীন নগর। বহুদিন হইতে এই নগর সংস্কৃত বিদ্যা চর্চ্চার স্থান বলিয়া বিখ্যাত। এই নগর এককালে বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল। কিন্তু এখন নবদ্বীপের আর সে গৌরব নাই। নবদ্বীপ শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থল। প্রায় চারি শত বৎসর গত হইল শ্রীগৌরাঙ্গদেব এই নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন। তিনি শ্রীভগবানের পূর্ণাবতার বলিয়া, তাঁহার জন্মস্থল এই নবদ্বীপ তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার সময় হইতে বর্ষে বর্ষে গৌরাঙ্গ-ভক্তবৃন্দ ভক্তিসহকারে এই নবদ্বীপভূমিতে সমাগমন ও তদীয় শ্রীমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া পবিত্র ও জীবন সার্থক মনে করিয়া আসিতেছেন। আজ কাল এই নবদ্বীপের প্রতি অনেকেরই ভক্তি আকর্ষিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে এদেশীয় পণ্ডিতগণ ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিধারী ব্যক্তিগণ গৌরাঙ্গদেবকে শ্রীভগবানের অবতার বা নবদ্বীপকে তীর্থ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু আজ কাল ঐ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই গৌরাঙ্গদেব ও তদীয় ধর্ম্ম আদৃত হইয়া আসিতেছে। এই পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ভক্তি বিনোদ শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত বাবু শিশিরকুমার ঘোষ প্রধান। ইহাঁরা চৈতন্য চরিত্র সম্বন্ধে নানাবিধ পুস্তক ও প্রবন্ধাদি লিখিয়া এই সম্প্রদায়ের বিশেষ উপকার সাধন করিতেছেন। শুধু যে চৈতন্যদেবের সম্বন্ধে লিখিতেছেন এমন নহে তাঁহার জন্মস্থান নবদ্বীপ সম্বন্ধেও অনেক প্রবন্ধাদি লিখিতেছেন। ঐ নবদ্বীপ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ সকল যতই আলোচনা করা যায় ততই উহা ভ্রমসঙ্কুল ও স্বার্থপ্রণোদিত বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা বর্ত্তমান নবদ্বীপকে আর নবদ্বীপ বলিতে ইচ্ছুক নহেন। বর্ত্তমান নবদ্বীপের শ্রীমূর্ত্তি আর তাঁহাদের তৃপ্তিপ্রদ নহে। তাঁহারা এক্ষণে নবদ্বীপান্তর কল্পনা ও মূর্ত্ত্যন্তর প্রতিষ্ঠার দ্বারা "ব্যাসকাশীর"

ন্যায় "ব্যাসনবদ্বীপ" সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় যত্নবান হইয়াছেন। তাঁহাদের ঐ সমস্ত কার্য্যের ও প্রস্তাবের মধ্যে যেন এক গূঢ় অভিসন্ধি আছে তাহাও অনুমিত হইতেছে। আজ চারি শত বৎসর যে নবদ্বীপ গৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থান বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে, যে নবদ্বীপে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীমাতার প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌর মূর্ত্তি বিরাজিত রহিয়াছেন ও যে নবদ্বীপ গৌরাঙ্গদেবের সময় হইতে তদীয় ভক্তগণ বর্ষে বর্ষে আসিয়া নবদ্বীপ সন্দর্শন ও বাস করিয়া বৃন্দাবন বাসের ফললাভ সুখানুভব করিয়া আসিতেছেন আজ সেই চির বর্ত্তমান নবদ্বীপ নবীন ভক্তগণের চক্ষে আর গৌরাঙ্গের জন্মস্থান নহে। সেই নবদ্বীপ আর তীর্থস্থান বা নবদ্বীপই নহে। সেই নবদ্বীপ এখন কুলিয়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

লেখকগণ এদেশের অতি প্রধান এবং উচ্চ পদস্থ পণ্ডিত ও ভক্ত বলিয়া বিখ্যাত। সুতরাং তাঁহাদের বাক্যের উপর সাধারণ ব্যক্তিগণের বিশ্বাস করা অসম্ভব নয়। যদিও ঐ সকল বিষয়ে পরিজ্ঞাত ব্যক্তিগণ উহাতে কোন রূপ আস্থা প্রদর্শন করেন না সত্য, তথাপি বিদেশীয় ভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ভ্রমে নিপতিত রহিবেন, ইহা দেখিয়া শুনিয়া তাঁহাদিগকে ঐ ভ্রমবুদ্ধি হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে কেহই অগ্রসর নহেন। ঐ সকল প্রবন্ধ যে ভ্রমাত্মক ইহা অনেকেই অবগত আছেন, কিন্তু তাঁহারা সকলেই ঐ বিষয়ে উদাসীন রহিলেন। আবার ঐ সকল প্রবন্ধ ভ্রমাত্মক ও স্বার্থজনিত জানিয়া তৎসম্বন্ধে নির্ব্বাক থাকা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া আমার মত ক্ষুদ্র বুদ্ধি লোক নবদ্বীপ সম্বন্ধে যতদূর অবগত আছে ও হইয়াছে তাহাই লিখিতে অগ্রসর হইতেছে।

এই নব্য পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভক্তগণ বর্ত্তমান নবদ্বীপের উত্তর-পূর্ব্বদিকে ভাগিরথীর পূর্ব্ব পারে প্রায় ১ ক্রোশ দূরে মিঞাপাড়া নামে যে একটী ক্ষুদ্র বিশুদ্ধ মুসলমান পল্লী আছে, সেই পল্লীর দক্ষিণ দিকে একটী উচ্চ আসলী অর্থাৎ মূলভূমিকে গৌরাঙ্গের জন্মস্থান ও বাসগৃহ থাকা বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। ঐ স্থান যে প্রাচীন নবদ্বীপ তাহাও প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন, কিন্তু উহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক ; তথাপি ইহাতে ভক্তগণের কোন দোষ দেওয়া যায় না, কারণ তাঁহারা সকলেই বিদেশী নবদ্বীপের ভৌগোলিক তত্ত্ব তাঁহারা কিছুমাত্র অবগত নহেন। বর্ত্তমান সময়ের ভাগীরথীর অবস্থানই তাঁহাদিগকে ভ্রমে নিপাতিত করিয়াছে। চৈতন্ত

দেবের সময় ভাগিরথী নবদ্বীপের পশ্চিমে প্রবাহিত ছিলেন। এখন নবদ্বীপের পূর্ব্ব দিকে প্রবাহিত আছেন সুতরাং বর্ত্তমান নবদ্বীপ নবদ্বীপই নহে, আবার মিঞা পাড়ার পশ্চিম বহতা গঙ্গা রহিয়াছে তবে মিঞা পাড়াই প্রাচীন নবদ্বীপ ইত্যাদি অলীক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু হায়! ভক্ত মহাশয়গণ নবদ্বীপরূপ নির্ম্মল ক্ষীরোদ সমুদ্রের কূলে থাকিয়াও পিপাসা শান্তি জন্য মরুভূমিতে জলান্বেষণ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন দেখিয়া বাস্তবিক সন্তপ্ত হইতেছি কিন্তু ইহাতে দোষই বা কি দিব? নবদ্বীপতত্ত্ব জ্ঞান কয় জনের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে? সেই পরম দয়াল দীনবন্ধু নবদ্বীপচন্দ্রের কৃপা ব্যতীত সে ভাগ্য কাহারও সম্ভবে না।

ভক্তগণ কর্তৃক গৌরজন্মভূমি বলিয়া উক্ত ভূমিখণ্ড নির্দ্দিষ্ট হইয়া অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রবন্ধ বাহির হইলে তাহার কিছু দিন পরেই আমরা ঐ স্থান দর্শনে গমন করি। নবদ্বীপের উত্তর পূর্ব্ব ভাগীরথী পারে ঐ গ্রাম। নাম মিঞাপাড়া ডাক মিঞাপুর। গ্রামটীতে এক ঘরও হিন্দুর বাস নাই। শুনিলাম গোয়াড়ীর হাকিম বাবুরা ঐ গ্রামের দক্ষিণ দিকে একটী মুসলমানের পরিত্যক্ত ভিটাকে গৌর জন্মভূমি বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এবং উক্ত গ্রামের নাম মিঞাপুর নহে মায়াপুর বলিতে উপদেশ দিয়াছেন। পরে আমরা ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম স্থানটী উচ্চ আসলি জমি পূর্ব্ব দক্ষিণ ও পশ্চিম তিন দিকে নিম্ন চরভূমি। উত্তর এক ঘর মুসলমানের বহুকালের বাসভূমি। তিন দিকে চর থাকায় স্থানটী মন্দ নহে। শ্রীধাম নবদ্বীপের নিকট সুতরাং হাট বসাইবার উপযুক্ত স্থান বটে। অনুসন্ধানে জানিলাম স্থানটি একটি মুসলমানের পরিত্যক্ত ভিটা। প্রবন্ধে অমর তুলসী ক্ষেত্রের কথা শুনিয়াছিলাম অমর তুলসী ক্ষেত্র বলিলে পাঠকগণ কি বুঝিবেন বলিতে পারি না। কিন্তু আমাদের ত অল্পবুদ্ধি লোক বুঝিয়াছিল সেখানে তুলসী গাছ মরে না সুতরাং বড় বড় গুঁড়ি বিশিষ্ট তুলসী গাছ দেখিতে পাইব। কিন্তু ভাগ্যে তাহা হইল না। কয়েকটী ছোট ছোট গাছ মাত্র দেখিতে পাইলাম। অথবা

"অদ্যাপি সেই লীলা করে গৌর রায়,
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।"

ভাগ্যহীন আমরা আমাদের ভাগ্যে দর্শনলাভ হইল না। একটী তুলসী গাছ পুঁতিলে যে তাহার বীজ পড়িয়া অনেক গাছ হয় এবং কোনরূপে

তাহা নষ্ট না করিলেতুলসী বন হইয়া পড়ে তাহা পাঠকগণকে আর বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, মুসলমান পল্লীতে ও মুসলমানের বাটীতে কি প্রকারে তুলসী গাছ হইল? যে স্থানে ঐ তুলসী গাছ আছে তাহার তিন দিকে চর। প্রতি বৎসর বর্ষা কালে উহা ডুবিয়া যায়, উহার কিনারায় জল লাগে সেই সময় জলপ্লাবনে অন্য স্থান হইতে তুলসী বীজ ধৌত হইয়া ঐ স্থানে লাগিয়াছিল, তাহাতেই ঐ স্থানে তুলসী গাছের উৎপত্তি। বাস্তবিক ঐ স্থানের প্রান্তভাগেই ঐ গাছগুলি অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

ঐ স্থানের কিঞ্চিৎ উত্তরে খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা বলিয়া শ্রীবাস অঙ্গন নির্ণীত হইয়াছে এই স্থানটী ঠিক বল্লাল দীঘীর দক্ষিণ পার্শ্বে স্থিত। ঐ দিঘীর উত্তর ধারেই বামুন পুকুর নামে গ্রাম, এই গ্রামেই চাঁদ কাজির কবর রহিয়াছে। নবাবিষ্কৃত স্থানটী হইতে এই স্থান প্রায় দেড় পোয়া পথ হইবে। এই গ্রামের পশ্চিম পার্শ্বেই সুপ্রসিদ্ধ বল্লাল ঢিবী বর্ত্তমান রহিয়াছে। তদনন্তর আমরা ফিরিয়া আসিলাম।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভা ও বিবরণ পত্র।

ইংরাজী শিক্ষার বলে ইংরাজী চাল আমাদের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে। আহারে, ব্যবহারে আচরণে এবং ধর্ম্মে সকল বিষয়েই আমরা ইংরাজী অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই নব্য ভক্তগণ গৌরভক্ত হইলেও সেই ইংরাজী চা'লে প্রণোদিত হইয়া শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী নামে এক সভা (কোম্পানী) করিয়াছেন। ভক্তগণ সেই সভার দ্বারা পরিচালিত হইয়া বর্ত্তমান সভ্যতানুযায়ী চারি দিকে বিজ্ঞাপন দিয়া গত ৮ই চৈত্র তারিখে মিঞাপুরে শ্রীগৌরাঙ্গের যুগল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ঐ সভার কার্য্যাদি সম্বন্ধে এক বিবরণ পত্রও বাহির হইয়াছে।

ঐ বিবরণ পত্রে তাঁহাদের সভার আয়, ব্যয়, সভাপতি, সভ্য, কোষাধ্যক্ষ সেবাসমিতি ইত্যাদি সমস্তই বিবরিত হইয়াছে এবং ঐ স্থান যে গৌরাঙ্গদেবের গৃহ ছিল তৎসম্বন্ধে প্রমাণাদিও প্রদত্ত হইয়াছে। কেবল এক অংশে উহা অসম্পূর্ণ দেখিলাম, উহার মালিক কে কে? কাহার কত মূলধন?

কে শূন্য বকরাদার, কাহার কতদিন সেবার পালা ইত্যাদি অসল কথা লিখিতে ভুলিয়াছেন। উহা এই পুস্তকে বাহির না হওয়ায় ভবিষ্যতে প্রমাণের অভাব হইতে পারে। ভরসা করি দ্বিতীয় বার্ষিকী বিবরণে উহা প্রকাশিত হইবে।

ঐ বিবরণ পুস্তকে শচী গৃহ নির্ণয় সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণাদি দিয়াছেন তাহাই আলোচনা করা এই প্রস্তাবের প্রধান উদ্দেশ্য। ক্রমে ক্রমে ঐ সকল বিষয় আমরা ভক্ত ও পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

উক্ত পুস্তকে ৮ পৃষ্ঠা।

"কয়েক বৎসর হইতে কতিপয় শুদ্ধ ভক্তের হৃদয়ে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্ণয় করিবার একটী অহৈতুকী চেষ্টা উদয় হয়। পশ্চিমপার নবদ্বীপে তত্রত্য পুরাতন পুরাতন বৈষ্ণবদিগের নিকট অনুসন্ধান করিয়া এই মাত্র জানিতে পারিলেন যে, মহাপ্রভুর জন্মস্থান গঙ্গার পূর্ব্ব ভাগে মায়াপুর নামক গ্রামে। এই মাত্র অনুসন্ধান পাইয়া তাঁহারা পূর্ব্ব নবদ্বীপে বিশেষ অনুসন্ধান করিলেন। পূর্ব্বনবদ্বীপস্থ ব্রাহ্মণপুষ্করিণী, বিল্বপুষ্করিণী প্রভৃতি গ্রামবাসী প্রাচীন প্রাচীন লোক, পরম্পরা জনশ্রুতি ক্রমে, বল্লাল দিঘীর দক্ষিণ পশ্চিম পার্শ্বে শ্রীমায়াপুর বলিয়া গ্রাম দেখিয়াদিলেন। ভক্তগণ শ্রীমায়াপুরে প্রবেশ করিয়া তথায় কেবল মুসলমানদিগের একটী বসতি দেখিলেন। মুসলমানগণ স্পষ্টরূপে মায়া শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে না বলিয়া মায়াপুরকে মেয়াপুর বলিয়া বলিল। তথাপি তাহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষের নিকট তাহারা শ্রবণ করিয়া আসিতেছে যে শ্রীমায়াপুরের দক্ষিণ ভাগে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মভূমি।"

পাঠকগণ উপরিলিখিত উদ্ধৃত অংশ দ্বারা জানা যাইতেছে যে ভক্তগণের চেষ্টার পূর্ব্বে গৌরগৃহ কোনস্থানে ছিল তাহা কেহই অবগত ছিলেন না। পরে তাঁহারা নবদ্বীপের ও বিল্বপুষ্করিণী ও বামুনপুকুর গ্রামের প্রাচীন প্রাচীন বৈষ্ণবদিগের দ্বারা গৌর জন্মভূমি কোন স্থানে জানিতে পারিলেন না; কেবল জানিলেন যে গৌরাঙ্গের বাটী মায়াপুর নামক স্থানে ছিল। তাহার পর তাঁহারা মিঞাপুরে উপস্থিত। ভক্তগণ অমনি সিদ্ধান্ত করিলেন, যে মুসলমানেরা মায়া শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে

না। অতএব এই মিঞাপুরই মায়াপুর। মিঞাপুরবাসী মুসলমানেরা অমনি গৌর জন্মভূমি তাহাদিগকে দেখাইয়া দিল। ভক্তগণও অমনি সেই স্থান গৌর জন্মভূমি বলিয়া নির্ণয় করিয়া লইলেন। ধন্য ভক্তির প্রভাব। এই মূল ভিত্তির উপর ভক্ত মহাশয়গণ শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থান নির্ণয় করিয়াছেন। এবং নবদ্বীপ শব্দটীও অতি সাবধানে ব্যবহার করিয়াছেন যথা পুর্ব্বপার নবদ্বীপ ও পশ্চিমপার নবদ্বীপ ইত্যাদি অর্থাৎ নবদ্বীপকে শুধু নবদ্বীপ বলিতে ইচ্ছুক নহেন। ইহাই ভক্তগণের প্রথম "বিষমোল্লায় গলদ।"

ঐ পুস্তকের ৯ পৃষ্ঠায় ১১শ পংক্তিতে লিখিয়াছেন "শ্রীগৌর জন্মভূমি বলিয়া যে ভূমি খণ্ড পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তথায় উপস্থিত হইবা মাত্র তাঁহাদের মনে একটী অনির্ব্বচনীয় ভাব উদিত হইল অত্রস্থ অমর তুলসী ক্ষেত্র ও মধ্যে মধ্যে বিল্ব ও নিম্ববৃক্ষ দৃষ্ট করিয়া তাঁহারা এক বাক্যে ঐ স্থানটীকে শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মভূমি বলিয়া স্থির করিলেন।" ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে যে বিল্ব ও নিম্ব ও তুলসী বৃক্ষ আছে বলিয়াই ঐ স্থান শ্রীগৌরাঙ্গের জন্ম ও বাসগৃহ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। ঐরূপ তুলসী গাছ বেল গাছ ও নিম গাছ একত্র অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল সেই সেই স্থানে কয়েক জন বিশেষ ভক্তের অভাব দেখা যায়।

ঐ পুস্তকের ১২পৃঃ ৪ পংক্তি

> "শ্রীমায়াপুর মহাপ্রভুর প্রকট সময়ে শ্রীনবদ্বীপ মহানগরীর মধ্যস্থানে ছিলেন। তাহার প্রায় শত বৎসর পরে গঙ্গা ও খড়িয়া নদীর দ্বারা অনেক ভূমি লণ্ডভণ্ড হওয়ায় তত্রস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ধনীবৃন্দ শ্রীগঙ্গাদেবীর পশ্চিম পারে গিয়া প্রথমে বাবলা আড়ী গ্রামে ও পরে বর্ত্তমান নবদ্বীপ যেখানে আছে সেই তাৎকালিক কুলিয়া গ্রামে সমাজ ও দেবতাদি উঠাইয়া লইয়া যান।"

ইহার পর ঐ গ্রন্থের ২১ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন। "বর্ত্তমান নবদ্বীপ দেড় শত বৎসরের অধিক পুরাতন নয়, গঙ্গা দূরে পড়ায় তাঁহারা ৫০। ৬০ বৎসর পরেই চিনাডাঙ্গায় বাবলাড়ী নবদ্বীপ লইয়া গেলেন।" পাঠক এই উভয় অংশের সামঞ্জস্য দেখুন প্রথমোক্ত বিবরণে নবদ্বীপ গঙ্গার পশ্চিম পারে প্রায়

৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে উঠিয়া যাওয়া প্রকাশ পাইতেছে। আবার দ্বিতীয় বিবরণে ২০০ শত বৎসর উঠিয়া যাওয়া লিখিয়াছেন। এখন ভক্তগণকে জিজ্ঞাস্য এই যে আপনাদের কোন কথাটী সত্য? একটী অলীক স্থাপন করিতে হইলে দশটী অলীক কল্পনা করিতে হয়, তথাপি প্রথম অলীকটী সামলান যায় না। সেইরূপ বর্ত্তমান নবদ্বীপকে আধুনিক বলিতে গিয়া বেসামাল হইয়া পড়িয়াছেন।

বাস্তবিক ঐ সমস্ত কথাই অপ্রকৃত। উহা নিতান্ত অলীক অসঙ্গত ও প্রলাপ-বাক্য বলিতে হইবে। মিঞাপুর হইতে গঙ্গার পশ্চিম পারে হিন্দুসমাজ একেবারে উঠিয়া আইসে নাই। যেখানকার নবদ্বীপ সেই খানেই আছে কেবল গঙ্গার গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া পূর্ব্ব দিকে বাহিতা হওয়ার নবদ্বীপ গঙ্গার পশ্চিম দিকে পড়িয়াছে মাত্র।

ইহার পর ১২ পৃঃ ৯ম পংক্তি

"এ বৎসর ১৪০৭ শকাব্দার ন্যায় আবার প্রভুর প্রকট যোগ হওয়ায় সেই মায়াপুর ভূমিতে পুনরায় নগর পত্তন হইতেছে।"

পাঠকগণ। ১৪০৭ শকের ন্যায় গৌরাঙ্গ দেবের প্রকট যোগ ঐ সময় হয় নাই। ভক্তগণ স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য অনর্থক ভ্রমজনক এক বিজ্ঞাপন দিয়া বহুতর লোককে ভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। চৈতন্য দেবের জন্মদিন সম্বন্ধে চৈতন্যচরিতামৃতে ১৩শ অধ্যায়ে এইরূপ বর্ণনা আছে।

"ফাল্গুন পূর্ণিমা সন্ধ্যায় প্রভুর জন্মোদয়।
সেই কালে দৈবযোগে চন্দ্রের গ্রহণ হয়॥
চৌদ্দ শত সাত শকে মাস সে ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসী সন্ধ্যাকালে হইল শুভক্ষণ॥
সিংহরাশি সিংহলগ্ন উচ্চ গ্রহগণ।
ষড়্‌বর্গ অষ্টবর্গ সর্ব্ব শুভক্ষণ?"

উক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে যে ১৪০৭ শকের ফাল্গুন মাসে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় সিংহলগ্নে সন্ধ্যাকালে চন্দ্রগ্রহণের সময় চৈতন্য দেব জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু গত বৎসর ১৮১৫ শকাব্দে ৮ই চৈত্র রাত্রি ৮টার সময় চন্দ্রগ্রহণ হয়। অতএব চৈতন্যের জন্ম ফাল্গুন মাসে হয়; কিন্তু ঐ বৎসর গ্রহণ চৈত্র মাসে হইয়াছিল চৈতন্যের জন্ম সন্ধ্যাকালে সিংহ লগ্নে গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে হয়, ঐ দিন রাত্রি ৮টার সময় তুলা লগ্নের উদয় কালে

আবার—

"আসি কহে হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাই।
যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল কভু শুনি নাই॥
মঙ্গলচণ্ডী বিষহরি করি জাগরণ।
তাতে নৃত্য গীত বাদ্য যজ্ঞ আচরণ॥" চৈঃ চঃ ১৭শ অ।

অতএব ইহা দ্বারা চাঁদ সওদাগরের সময়, চৈতন্যের সময়ে বা তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই অনুমান করিতে পারি। চাঁদ সওদাগরের ঐ ঘটনার পরে গঙ্গাদেবী বিদ্যানগর ত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত পূর্ব্ব দিকে সরিয়া আসেন এবং বিদ্যানগরের নীচে একটী বিল পড়িয়া যায়। তদবধি ঐ বিল 'চাঁদের বিল' বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। তাহা হইলে চৈতন্যের সময়ে ঐ স্থানে গঙ্গা প্রবাহিত দেখা যাইতেছে।

(৪) সারঙ্গ দেব মুনি চৈতন্য দেবের সমসাময়িক লোক। জান্নগর তাঁহার আশ্রম ছিল, অদ্যাপি ঐ আশ্রম বর্ত্তমান আছে। সারঙ্গ মুনির আশ্রম গঙ্গাতীরে ছিল। কথিত আছে যে চৈতন্য দেব, সারঙ্গ দেবকে বৃদ্ধ দেখিয়া একজন শিষ্য গ্রহণ করিতে বলেন, কিন্তু সারঙ্গ, শিষ্যের উপযুক্ত ব্যক্তি পাওয়া যায় না বলিয়া প্রথমে তাহাতে অস্বীকৃত হন। অবশেষে চৈতন্যের অনুরোধে শিষ্য গ্রহণ করিতে স্বীকার করেন ও প্রতিজ্ঞা করেন যে, পরদিন প্রত্যুষে যাহার মুখ দেখিবেন তাহাকেই শিষ্যত্বে গ্রহণ করিবেন। তৎপরদিন প্রত্যুষে সারঙ্গ গঙ্গাস্নানে গমন করেন, স্নান সমাধা করিয়া যে সময়ে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া জপ করিতেছিলেন, সেই সময়ে একটী মৃতবৎ দেহ তাঁহার শরীর স্পর্শ করায় তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হয় ও তাহার মুখ দর্শন করেন, তিনি তাহাকেই শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন। এই ঘটনা দেখিবার জন্য চৈতন্যদেব নৌকাবিহার ছলে তথায় উপস্থিত হন। এতদ্বারা সারঙ্গ দেবের আশ্রমের অনতিদূরে অর্থাৎ জান্নগরের নীচে ভাগীরথী প্রবাহিত ছিলেন জানা যাইতেছে।

(৫) ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থকার নয়টী দ্বীপ লইয়া "নবদ্বীপ" ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং ঐ নয়টী দ্বীপের এইরূপ সংস্থান দেখাইয়াছেন। যথা—

"গঙ্গা পূর্ব্ব পশ্চিম তীরে দ্বীপ নয়।
পূর্ব্বে অন্তরদ্বীপ শ্রীসীমন্ত দ্বীপ হয়।
গোদ্রুম দ্বীপ শ্রীমধ্যদ্বীপ চতুষ্টয়॥

কোল দ্বীপ ঋতু, জহ্নু, মোদক্রম আর।
রুদ্র দ্বীপ এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার ॥" ভঃ রঃ ৭১০ পৃঃ

এই বর্ণনা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে কোল দ্বীপ (কুলিয়া) ঋতু দ্বীপ (রাতুপুর) জহ্নুদ্বীপ (জান্নগর) মোদক্রম দ্বীপ (মামগাছী) রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া) এই কয়েকটী গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত। ইতিপুর্ব্বে চৈতন্যদেবের সময়ে ভাগীরথীদেবীর যে স্থানে অবস্থান দেখান হইয়াছে, তাহাতে ঐ দ্বীপগুলি আদি ভগীরথ-খাতের ঠিক পশ্চিম তীরে আজও অবস্থিত আছে। ইহাতে ঐ খাতে ভাগীরথী প্রবাহিত থাকা জানা যায়।

চৈতন্য দেবের সময়ে বর্ত্তমান নবদ্বীপের পশ্চিমে যে ভাগিরথী ছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের ১৪০ বৎসর পূর্ব্বেও বর্ত্তমান নবদ্বীপের পশ্চিমে ভাগীরথীকে প্রবাহিত দেখিতে পাওয়া যায়।

(৬) মুসলমানদিগের সময়ে নদী দ্বারা জমিদারীর সীমা বিভক্ত হয়। ভাগীরথীর পশ্চিম পার বর্দ্ধমান ও পাটুলির জমিদারদিগের এবং পূর্ব্বপার কৃষ্ণনগরের রাজাদিগের জমিদারী দেখা যায়। ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিত পাঠে জানা যায় যে, ভবানন্দ মজুমদার ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে নদীয়ার জমিদারী প্রাপ্ত হন; তাহা হইলে ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে ভাগীরথী দেবীকে বর্ত্তমান নবদ্বীপের পশ্চিমে দেখিতে পাওয়া যায়। নবদ্বীপ ভাগীরথীর পশ্চিমে হইলে কখনও কৃষ্ণনগরের জমিদারদিগের জমিদারী ভুক্ত হইত না।

(৭) কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের গ্রন্থে আমরা নবদ্বীপের বর্ণন দেখিতে পাই। এই ভারতচন্দ্র ১৪০ বৎসরের লোক হইবেন। সুতরাং তিনি যে বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহা যে বর্ত্তমান নবদ্বীপের বর্ণনা; তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তৎকৃত মানসিংহে এইরূপ বর্ণিত আছে। যথা—

"মজুমদারে কহিলা করিব গঙ্গাস্নান।
উত্তরিলা পূর্ব্বস্থলী নদে সন্নিধান ॥
আনন্দে গঙ্গার জলে স্নান দান কৈলা।
কনক অঞ্জলি দিয়া গঙ্গা পার হৈলা ॥
পরম আনন্দে উত্তরিলা নবদ্বীপ।
ভারতীর রাজধানী ক্ষিতির প্রদীপ ॥" মানসিংহ ১পৃঃ

এই বর্ণনা দ্বারা বর্ত্তমান নবদ্বীপের পশ্চিমে যে ভাগীরথী প্রবাহিত

ছিলেন তাহা জানা যাইতেছে। কিন্তু কেহ বলিতে পারেন যে ইহা পূর্ব্ব সময় অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে; উহার দ্বারা বর্ত্তমান নবদ্বীপের পশ্চিমে ভাগিরথী প্রবাহিত থাকা স্বীকার্য্য নহে। কিন্তু আবার পরে গঙ্গা বর্ণনায় কি বলিয়াছেন দেখুন—

"গিরিয়া মোহানা দিয়া, অগ্রদ্বীপ নিরখিয়া,
নবদ্বীপে পশ্চিম-বাহিনী।" মাঃ সিঃ ৪৭পৃঃ

এই শ্লোক দ্বারাও নবদ্বীপের পশ্চিমে ভাগিরথী ছিল দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু এই বর্ণনা ভারতচন্দ্র রায় কোন সময় অবলম্বন করিয়া করেন নাই। উহা তাঁহার বর্ত্তমান সময় অবলম্বন করিয়াই লিখিয়াছিলেন বলিতে হইবে। কিন্তু যখন তিনি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের রাজ্যের সীমা বর্ণন করিতেছেন তৎকালে কি বলিয়াছেন দেখুন যথা—

"রাজ্যের উত্তর সীমা মুরশিদাবাদ।
পশ্চিমের সীমা গঙ্গা ভাগীরথী খাদ॥" অং মঃ ২৫পৃঃ

ভারতচন্দ্র রায়ের গ্রন্থ ১৬৭৪ শকে অর্থাৎ ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছে। তাহা হইলে আমরা ঐ সময়ে ও তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বর্ত্তমান নবদ্বীপের পশ্চিমে ভাগীরথী প্রবাহিত থাকিতে দেখিতে পাই।

(৮) ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে পলাসীর যুদ্ধের পর ইংরাজদিগের কর্ত্তৃক পলাসী হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে ভাগীরথীর এক মানচিত্র প্রস্তুত হয় ঐ মানচিত্রে নবদ্বীপের উভয় দিকে গঙ্গা পরিচিহ্নিত হইয়াছে কিন্তু তাহার পূর্ব্ব দিকে স্রোতঃস্বতী থাকার চিহ্ন দেওয়া দেখা যায়। ইংরেজদিগের সময়ে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে জেলা বিভাগ হয়। ভাগীরথীর পূর্ব্ব ভাগ নদীয়া জেলার সীমা ভুক্ত হয়। তৎকালে নবদ্বীপের পূর্ব্ব দিকে ভাগীরথী প্রবাহিতা ছিল, তথাপি নবদ্বীপ নদীয়া জেলা ভুক্ত হওয়ায় নবদ্বীপের পশ্চিমদিকের ধারাও তৎকালে স্রোতস্বতী থাকা অনুভূত হয়।

অতএব পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন চিহ্ন, কিম্বদন্তী ও প্রাচীন পুস্তকাদির উল্লিখিত প্রমাণ দ্বারা প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান সময়ের ১৫০ দেড় শত বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বর্ত্তমান নবদ্বীপের পশ্চিম দিকে, ভাগীরথীর ধারা প্রবাহিত ছিল তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। তাহা হইলে গৌরাঙ্গদেবের বাটী আমরা ভাগীরথীর অদূরে অর্থাৎ বর্ত্তমান নবদ্বীপের পশ্চিম ভাগে দেখিতে পাই। ভক্তগণ কর্ত্তৃক যে স্থান শচীগৃহ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে

তাহা নবদ্বীপের পূর্ব্ব দিকে। সুতরাং নবাবিষ্কৃত শচীগৃহ হইতে তৎকালে ভাগীরথী প্রায় ৩ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত ছিলেন। তাহা হইলে মিঞাপাড়ার ঐ নির্ণীত শচীগৃহ আদৌ শচীগৃহ হয় না।

চৈতন্য ভাগবতের বর্ণনা দ্বারা নবাবিষ্কৃত শচীগৃহ প্রমাণিত হয় না।

ভাগীরথী কোন স্থানে প্রবাহিত ছিলেন ও তদ্দ্বারা নবাবিষ্কৃত শচীগৃহ, প্রকৃত শচীগৃহ নহে তাহা দেখান হইল। এখন চৈতন্য ভাগবতের যে অংশ উদ্ধৃত করিয়া ঐ স্থানকে শচীগৃহ থাকা নির্ণয় করিয়াছেন তাহাই আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে উহা কতদূর সঙ্গত।

"এই মতে মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে।
সবার সহিত আইসেন গঙ্গাপথে॥
বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর নাচে সর্ব্ব নদীয়ায়।
চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ পুণ্যকীর্ত্তি গায়॥
গঙ্গাতীরে তীরে পথ আছে নদীয়ায়।
আগে সেই পথে নাচি যায় গৌর রায়॥
আপনার ঘাটে আগে বহু নৃত্য করি।
তবে মাধায়ের ঘাটে গেলা গৌরহরি॥
বারকোণা ঘাটে নাগরিয়া ঘাটে গিয়া।"
গঙ্গার নগর দিয়া গেলাসিমুলিয়া॥ বিবরণ পুস্তক ১৫ পৃঃ

উপরিউক্ত অংশে গৌরচন্দ্র প্রথমে আপনার ঘাটে পরে মাধাইর ঘাটে তদনন্তর নগরিয়া বারকোণার ঘাটে তথা হইতে গঙ্গানগর ও পরে সিমুলিয়ায় গমন করা বর্ণিত হইয়াছে। বারকোণার ঘাট হইতেই তাঁহাকে গঙ্গাতীর পরিত্যাগ করিতে হয়। যথা—ভক্তি রত্নাকর ৯২৮ পৃঃ

"এই বারকোণা ঘাট দেখ শ্রীনিবাস।
হেথা নৃত্য গীতে কৈল অদ্ভুত বিলাস॥
এই নগরিয়া ঘাটে রহি কতক্ষণ।
গঙ্গাতীর হৈতে করে এ পথে গমন॥"

উপরিলিখিত বর্ণনায় ভাগীরথীতে আমরা তিনটী ঘাটের উল্লেখ দেখিতে পাইতেছি। যথা প্রভুর নিজের ঘাট মাধাইয়ের ঘাট ও বারকোণার ঘাট, বর্ত্তমান ভাগীরথীতে ঐ তিনটীর কোন একটী ঘাটও নাই এবং কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকার কিম্বদন্তী নাই। পরন্তু বেলেপাড়ার ঘাট পুরাণগঞ্জের ঘাট এবং নিশিন্দাতলার ঘাট, বহুকাল বিলুপ্ত হইলেও এই সকল ঘাটের কিম্বদন্তী আছে। ইহাতে জানা যাইতেছে যে পূর্ব্বোক্ত ঘাটত্রয় বর্ত্তমান ভাগীরথীতে ছিল না। বিশেষত বর্ত্তমান ভাগীরথী নূতন গঙ্গা বলিয়া বিখ্যাত। অতএব ঐ ঘাটত্রয় পশ্চিমদিকের ভাগীরথীতে ছিল।

এক্ষণে ঐ বারকোণার ঘাট কোথা ছিল নির্ণয় করা আবশ্যক। জনশ্রুতি এই যে, বর্ত্তমান নবদ্বীপের উত্তর পশ্চিমে পশ্চিমের গঙ্গায় বারকোণার ঘাট ছিল। উপরের ঐ উভয় বর্ণনায় বারকোণার ঘাট, নাগরিয়া ঘাট বলিয়া উক্ত হইয়াছে। নাগরিয়া ঘাট বলিয়া বর্ণিত হওয়ায়, ঐ ঘাট নগরের সদর ঘাট অর্থাৎ নগরের পারঘাট বলিয়া জানা যাইতেছে। বারকোণার ঘাট যে পার ঘাট, তাহার প্রমাণও পাওয়া যায়। গৌরচন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণের পর যখন কুলিয়া গ্রামে আসেন তখন মাতার অনুরোধে তিনি ঐ কুলিয়া গ্রাম হইতে নবদ্বীপ আসিয়াছিলেন; সেই সময়ে তিনি বারকোণার ঘাট পার হইয়া নবদ্বীপ প্রবেশ করেন। যথা চৈতন্য-মঙ্গলে

"মায়ের বচনে পুনঃ গেলা নবদ্বীপ।
বারকোণা ঘাট নিজ বাটীর সমীপ॥
শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী ঘরে ভিক্ষা কৈলা।
যারে নমস্করি প্রভু প্রভাতে চলিলা॥"

উপরোক্ত বর্ণনায় প্রকাশ পাইতেছে গৌরাঙ্গ দেব বারকোণার ঘাটে পার হইয়া নবদ্বীপ আসিয়াছিলেন ও শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে এক রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন। ইহাতে এমন তর্ক উঠিতে পারে যে বারকোণার ঘাট প্রভুর বাটীর নিকট বলিয়া তথায় পার হইয়াছিলেন, উহা পারঘাট নহে। কিন্তু; প্রভুর একটী নিজের ঘাট ছিল তাহা চৈতন্য ভাগবতের পূর্ব্বোক্ত বর্ণনায় প্রকাশ আছে। তাহা হইলে যদি বাটীর নিকটের ঘাটেই পার হওয়া উদ্দেশ্য হইত, তবে ঐ নিজের ঘাটেই পার হইতেন। অতএব বারকোণার ঘাটকে নাগরিয়া ঘাট বলায় এবং প্রভুর ঐ স্থানে পার হওয়ায় ঐ স্থান যে, তৎকালে পার ঘাট বা খেয়াঘাট ছিল তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে।

গৌরচন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণ জন্য কাটোয়া যাইবার সময় যে ঘাটে পার হইয়াছিলেন সেইটী পারঘাটা এবং সেই ঘাটকে নদীয়াবাসীরা নিদয়ার ঘাট বলেন।

"তবে সবে পারঘাটে দৌড়িয়া যাইল।
নেয়েরে ডাকিয়া তথা কহিতে লাগিল॥
ওহে নেয়ে পার হ'য়ে গেছে কি নিমাই?
নেয়ে কহে ভোরে ভোরে যাইল গোঁসাই॥
তবে সবে কপালেতে করি করাঘাত।
জাহ্নবীরে ডাক দিয়া কহে এক বাত॥
ওরে দেবী নিরদয়া হইয়ে যেমন।
নিমাএরে করিলি পার সন্ন্যাস কারণ॥
তেঁই আজ হৈতে তোর নিরদয়া নাম।
অবনী ভরিয়া লোক করিবেক গান॥
আর তোর এ ঘাটের নাম আজ হৈতে।
নিরদয়া ঘাট হৈল জানিহ নিশ্চিতে॥" বংশীশিক্ষা ৪র্থ উল্লাস।

এই নিরদয়া ঘাট (নিদয়া ঘাট) ও ঐ ঘাটের উপর নিদয়া নামে একটী ক্ষুদ্র পল্লী আজও বর্ত্তমান আছে ঐ গ্রন্থে যখন নিদয়ার ঘাট পার ঘাট কথিত হইয়াছে, তখন ঐ ঘাটই যে বারকোণার ঘাট তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। এবং চৈতন্যমঙ্গলের বর্ণনার সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য দেখা যায়।

বারকোণার ঘাট যে ঐ স্থানে ছিল তাহার আর একটী প্রমাণ দিতেছি। যৎকালে ভাগীরথীদেবী পশ্চিমের ধারা পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান নবদ্বীপের উত্তর দিকে পূর্ব্বাস্যে প্রবাহিত হন, তৎকালে পশ্চিমের ভাগীরথী খাল পড়িয়া যায় ঐ খালের উত্তরাংশ যেখানে মাধায়ের ঘাট ছিল, সেই স্থানে মাধায়ের খাল বলিয়া বিখ্যাত থাকে। ঐ মাধায়ের খাল নবদ্বীপ নিবাসী বর্ত্তমান প্রাচীন লোকও দুই এক জন দেখিয়াছেন তাঁহারা বলেন যে ঐ খাত বর্ত্তমান নিদয়া গ্রামের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল। গঙ্গার উপর্য্যুপরি ভাঙ্গনে ঐ খাত বিলুপ্ত হইয়াছে। তাহা হইলে চৈতন্য ভাগবতের বর্ণনানুসারে যখন মাধায়ের ঘাটের পরেই বারকোণার ঘাটের উল্লেখ আছে তখন নিদয়ার দক্ষিণে যে বারকোণার ঘাট ছিল তাহা বেশ

বুঝা যাইতেছে। পাঠক! ইতিপূর্ব্বে দেখান গিয়াছে যে নিদয়া ও নবদ্বীপ গ্রামের পশ্চিম দিকে ভাগীরথী উত্তর দক্ষিণে প্রবাহিত ছিলেন। তাহা হইলে প্রথমে প্রভুর ঘাট তাহার উত্তরে মাধাইয়ের ঘাট এবং তদুত্তরে বারকোণার ঘাট দেখা যাইতেছে। এতদ্দ্বারা নিদয়া গ্রামের পশ্চিমে বারকোণার ঘাট থাকা প্রতিপন্ন হইল।

এখন চৈতন্য ভাগবতের উদ্ধৃত অংশের কিরূপ সামঞ্জস্য হয় দেখুন মিঞাপুরের নবাবিষ্কৃত শচীগৃহের এক পোয়া দক্ষিণপশ্চিমে গঙ্গানগর; গঙ্গানগরের প্রায় এক মাইল পশ্চিমে ভারুইডাঙ্গা ও ঐ গ্রামের প্রায় এক পোয়া পশ্চিম দক্ষিণে নিদয়া হইতেছে। এই সমস্ত গ্রামগুলি ভাগীরথীর উত্তর ধারে কিয়দংশে বর্ত্তমান আছে। তাহা হইলে নবাবিষ্কৃত শচীগৃহ হইতে নিদয়া নামক বারকোণা ঘাট তিন মাইল দূরবর্ত্তী হয় গঙ্গানগর যাইতে হইলে আর বারকোণার ঘাট যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। এবং বারকোণার ঘাটে যাইতে হইলে গঙ্গানগরকে অগ্রে অতিক্রম না করিয়া যাইবার উপায় নাই। সুতরাং চৈতন্য ভাগবতের উদ্ধৃতাংশ দ্বারা গমনাগমনের বিপর্য্যয় ঘটিয়া পড়ে অতএব নবাবিষ্কৃত শচীগৃহ তাঁহাদের কল্পিত বলিয়া জানা যায়।

ঐ অংশের দ্বারা ইহাও জানা যাইতেছে যে ভাগীরথী এখন যেথানে প্রবাহিত আছেন চৈতন্যের সময়ে সে স্থানে প্রবাহিত ছিলেন না। কারণ ভাগীরথী এখন গঙ্গানগরকে প্রায় গ্রাস করিয়া ঠিক তাহার দক্ষিণে প্রবাহিত আছেন। উক্তোদ্ধৃতাংশদ্বয় দ্বারা দেখান গিয়াছে যে গঙ্গানগর গঙ্গার তীরবর্ত্তী নহে। তৎকালে ভাগীরথী গঙ্গা নগর হইতে অনেক দূরে ছিলেন। তাহা হইলে নবাবিষ্কৃত শচীগৃহ হইতে ভাগীরথী অনেক দূরে গিয়া পড়ে। সুতরাং নবাবিষ্কৃত শচীগৃহ শচীগৃহ নহে।

"নদীয়া একান্তে নগর সিমুলিয়া।
নাচিতে নাচিতে প্রভু উত্তরিল গিয়া॥
কাজীর বাড়ীর পথ ধরিলা ঠাকুর।
বাদ্য কোলাহল কাজি শুনয়ে প্রচুর॥
সর্ব্ব লোক চূড়ামণি প্রভু বিশ্বম্ভর।
আইলা নাচিয়া যথা কাজির নগর॥

আসিয়া কাজির দ্বারে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রোধাবেশে হুঙ্কার করে বহুতর॥

*　　*　　*

আইল ঠাকুর তন্তুবায়ের নগরে॥
জলপানে শ্রীধরেরে অনুগ্রহ করি।
আইলা নগরে পুনঃ গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥

গঙ্গা নগর হইতে গৌরাঙ্গ সিমলায় গমন করিয়াছিলেন; এই সিমলা গঙ্গা নগরের উত্তরে। সিমলাই নবদ্বীপের এক সীমা। তৎপরে কাজী বাড়ী যাওয়ার বর্ণনা দেখা যাইতেছে। যখন সিমলাকে নবদ্বীপের সীমা বর্ণনা করিয়া তাহার পর কাজীপাড়া গমন বর্ণিত হইয়াছে, তখন কাজীপাড়া যে নবদ্বীপের সামিল ছিল না ইহা উত্তম বুঝা যায়। উক্ত বর্ণনায় প্রকাশিত আছে যে, গৌরাঙ্গ যখন কাজীবাড়ীর পথ ধরিলেন, তখন কাজী মহাশয় বাদ্য কোলাহলাদি শুনিতে পাইলেন। তাহা হইলে, কাজীবাটী হইতে গৌরাঙ্গদেবের বাটী বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের বাদ্যাদি ও সংকীর্ত্তন কোলাহল শুনিতে পাওয়া যাইত না, জানা যাইতেছে। কিন্তু ভক্তগণের নির্ণীত শচীগৃহ, কাজীবাটীর এত নিকটে যে, ঐ শচীগৃহে ঐরূপ কোলাহল হইলে কাজীবাটী হইতে অনায়াসেই শুনা যায়। অতএব কাজী-বাটী যে চৈতন্যদেবের বাটী হইতে বহুদূরবর্ত্তী ছিল তাহা জানা যাইতেছে। কিন্তু ভক্তগণ দ্বারা নির্ণীত শচীগৃহ ঐ কাজীপাড়ার অতি নিকটবর্ত্তী। ঐ কাজীবাটী নির্দ্দিষ্ট আছে সুতরাং যেখানে শচীগৃহ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা ভক্তগণের যথেচ্ছ নির্দ্দিষ্ট বলিতে হইবে।

এই যাত্রায় তাঁহার কাজীকে দমন করাই উদ্দেশ্য ছিল। তাহা হইলে নবাবিষ্কৃত শচীগৃহ ইতে ঐ ভ্রমণ এই ক্রমে হইয়াছিল বুঝা যায়; যে গৌরাঙ্গদেব কাজীকে দমন করিতে গিয়া প্রথমত পশ্চিমাভিমুখে গঙ্গা নগর পর্য্যন্ত এক পোয়া, ঐ এক পোয়ার মধ্যে তিনটী ঘাট ও তথা হইতে সিমলা পর্য্যন্ত উত্তরমুখে প্রায় এক মাইল এবং সিমলা হইতে পূর্ব্ব মুখীন হইয়া প্রায় অর্দ্ধ মাইল আগমন পূর্ব্বক কাজী বাটী উপস্থিত হন। এবং কাজী বাটী হইতে প্রায় এক পোয়া দক্ষিণে ঐ নবাবিষ্কৃত শচীগৃহ দেখা যায়। তাহা হইলে তিনি এই সহজ পথে না গিয়া শিরবেষ্টনে নাসিকা স্পর্শের ন্যায় কাজী বাটী গিয়াছিলেন প্রকাশ পায়। কিন্তু ইহা-

অসম্ভব। গৌরাঙ্গদেবের বাটী হইতে চাঁদ কাজীর বাটী যে অনেক দূরে ছিল; তাহার আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। এখন যেখানে শচীগৃহ নির্ণীত হইয়াছে ঐ স্থানের প্রায় এক পোয়া উত্তরে চাঁদ কাজীর বাটী দেখা যায়। এবং যেখানে শ্রীবাসের গৃহ থাকা নির্ণয় করিয়াছেন তাহা আরও নিকটবর্ত্তী কিন্তু চৈতন্য ভাগবতে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে উক্ত কাজীপাড়া বা কাজী বাড়ী চৈতন্যদেবের বাটী হইতে অনেক দূরবর্ত্তী। যথা—

"চারি ভাই শ্রীবাস মিলিয়া নিজ ঘরে।
নিশা হৈলে হরিনাম করে উচ্চৈঃস্বরে॥
শুনিয়া পাষণ্ডী বলে হইল প্রমাদ।
এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উৎসাদ॥
মহাতীব্র নরপতি যবন ইহার।
এ আখ্যান শুনিলে প্রমাদ নদীয়ার। চৈঃ ভাঃ ২৭ পৃঃ

* * *

"কেহ বলে আরে ভাই পড়িল প্রমাদ।
শ্রীবাসের লাগি হৈল দেশের উচ্ছাদ॥
আজি মুঁই দেয়ানে শুনিল সব কথা।
রাজার আজ্ঞায় দুই নৌ আইসে এথা॥
শুনিলেন নদীয়ার কীর্ত্তন বিশেষ।
ধরিয়া আনিবারে হৈল রাজার আদেশ॥" চৈঃ ভাঃ ৩৩২ পৃঃ

* * *

"মৃদঙ্গ মন্দিরা বায় শঙ্খ করতাল।
সংকীর্ত্তন সঙ্গে সব হইলা মিশাল॥
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল ধ্বনি পূরিয়া আকাশ।
চৌদিগের অমঙ্গল যায় সব নাশ॥ চৈঃ ভাঃ ৪২৩ পৃঃ

* * *

"কেহ বলে কালি হ'ক যাইব দেয়ানে।
কাঁকালে বাঁধিয়া সব নিব জনে জনে॥" ৪২৮ পৃঃ

উপরোক্ত বর্ণনায় যেরূপ উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্ত্তনের উল্লেখ হইয়াছে কাজী বাটীর এরূপ সন্নিকটে হিন্দুগণের তৎকালে এত উচ্চৈঃস্বরে ও স্বাধীনভাবে সংকীর্ত্তন করাই অসম্ভব। ইহাতে গৌরাঙ্গদেবের বাটী ও

শ্রীবাস অঙ্গন, কাজী বাটী হইতে বহুদূরবর্ত্তী ছিল; ইহা প্রকাশ পাইতেছে। অতএব চৈতন্য ভাগবতের ঐ বর্ণনা দ্বারা নবাবিষ্কৃত স্থান শচীগৃহ বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই।

তাহার পর লেখক চৈতন্য চরিতামৃতাদি গ্রন্থ হইতে একটু একটু তুলিয়া মধ্যে মধ্যে যে বুকনি দিয়াছেন ও তাহার যে অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করিয়া স্বমত সমর্থন করিয়াছেন তাহা দেখাইতেছি। বিবরণ পুস্তকের ১৬ পৃঃ ৯ পং

"গৌড়দেশে পূর্ব্বশৈলে হইল উদয়।"

চৈতন্যচরিতামৃতের ১ম পরিচ্ছেদোক্ত এই অশুদ্ধ শ্লোকার্দ্ধ তুলিয়া তখনকার নবদ্বীপ গঙ্গার পূর্ব্ব পারে থাকা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এখন যদি পূর্ব্বশৈল, অর্থ গঙ্গার পূর্ব পার হয়, তাহা হইলেও ঐ বাক্যের দ্বারা তৎকালে বর্ত্তমান নবদ্বীপ গঙ্গার পূর্ব্ব পারে অবস্থানের কোন ব্যাঘাত হয় না। কারণ দেখান হইয়াছে, যে বর্ত্তমান নবদ্বীপের পশ্চিমে গৌরাঙ্গদেবের সময়ে ভাগীরথী প্রবাহিত ছিলেন। কিন্তু পূর্ব্বশৈল অর্থ গঙ্গার পূর্ব্ব পার নহে। তাহা ঐস্থান উদ্ধৃত করিলেই পাঠকমহাশয়গণ অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। এবং উক্ত উদ্ধৃত শ্লোকাংশ যে অশুদ্ধ পাঠ তাহাও জানা যাইবে। যথা—কালনার মুদ্রিত পুস্তক ১৭ পৃষ্ঠা

"ব্রজে যে বিহরে পূর্ব্বে কৃষ্ণ বলরাম।
কোটী সূর্য্য চন্দ্র জিনি দোঁহার নিজ ধাম॥
সেই দুই জগতেরে হইয়া সদয়।
গৌড় দেশ পূর্ব্ব শৈলে করিল উদয়॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
যাহার প্রকাশে সর্ব্ব জগত আনন্দ॥
সূর্য্য চন্দ্র হরে যৈছে সর্ব্ব অন্ধকার।
বস্তু প্রকাশিয়া করে ধর্ম্মের প্রচার॥"

এখন এই কয়েক পংক্তির অর্থ করিলেই পূর্ব্ব শৈলের অর্থ যে গঙ্গার পূর্ব্ব ধার নহে তাহা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

"পূর্ব্বে বৃন্দাবনে যে কৃষ্ণ বলরাম বিহার করেন ও যাঁহাদের প্রভা কোটী সূর্য্য অপেক্ষা উজ্জ্বল, সেই দুই জন জগতের প্রতি সদয় হইয়া গৌড় দেশরূপ পূর্ব্ব শৈলে অর্থাৎ পূর্ব্বাচলে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ও নিত্যানন্দ নামে চন্দ্র

সূর্য্যরূপে উদিত হইলেন। যাঁহাদের প্রকাশে সমস্ত জগত আনন্দিত হইল। চন্দ্র সূর্য্য যেমন উদয়াচলে (পূর্ব্বাচলে) উদিত হইয়া জগতের অন্ধকার নষ্ট করেন; সেইরূপ গৌড়দেশরূপ উদয়াচলে চৈতন্য ও নিতাই আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা পাপীর পাপরূপ অন্ধকার নাশ করিলেন।

এখানে গ্রন্থকার চৈতন্য ও নিতাইকে, চন্দ্র সূর্য্যরূপে বর্ণনা করিয়াছেন সুতরাং তাঁহাদের উভয়ের জন্মস্থান গৌড়দেশকে পূর্ব্বশৈল অর্থাৎ উদয়াচল বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন নতুবা অলঙ্কারের দোষ হয়। অতএব পূর্ব্বশৈল গঙ্গার পূর্ব্বদিক নহে উহাতে গৌড়দেশ বুঝিতে হইবে। নতুবা নিত্যানন্দর জন্ম সম্বন্ধে উক্ত বাক্যের স্বার্থকতা থাকে না। কারণ তাঁহার জন্মস্থান ভাগীরথীর সুদূর পশ্চিমে বীরভূম জেলার অন্তর্গত একচক্রা (একচাকা) গ্রামে ছিল তাহা সকলেই অবগত আছেন। এখন ভক্তমহাশয়গণ বিবেচনা করিয়া বলুন দেখি, আপনারা চৈতন্য চরিতামৃতের দোহাই দিয়া যে অদ্ভুত বিদ্যা প্রকাশ করিয়াছেন যদি কেহ সেই অদ্ভুত ও অশ্রুতপূর্ব্ব বিদ্যা প্রকাশকে চাতুরী অথবা প্রতারণা শব্দে নির্দ্দেশ করে তাহাতে কি আপনারা রাগ করিতে পারেন? ইহা কি আপনাদের জ্ঞানকৃত ভুল নয়?

এই স্থলে আমার একটী গল্প মনে পড়িল। প্রেমদাস বাবাজী নামে একজন পরম ভক্ত ও পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত বৈরাগী ছিলেন। বাবাজীর খুব পসার ও অনেক শিষ্য ছিল। একদিন বাবাজি শিষ্য মণ্ডলে পরিবেষ্টিত হইয়া গৌরকথায় নিমগ্ন আছেন। এমন সময়ে হরিদাস বৈরাগী নামে একজন শিষ্য নিকটে আসিয়া কহিল "প্রভু" শ্রীগ্রন্থের এই পাঠের আমি সদর্থ সংগ্রহ করিতে পারিতেছি না। প্রভু কহিলেন "হরিদাস কি পাঠ বল এখনই সদর্থ করিয়া দিতেছি।" তখন হরিদাস কহিলেন "অসংখ্য ভকত গোরা নাম নির কত।" (এখানে নির কত স্থানে 'নিব কত' এই শুদ্ধ পাঠ কিন্তু পুস্তক লেখকের অসাবধানতায় 'ব'এর নীচে এক বিন্দু কালী পড়িয়া যাওয়ায় 'র'এর ন্যায় দৃষ্ট হইয়াছিল) প্রভু এই পাঠ শুনিয়াই কাঁদিয়া একেবারে আকুল হইয়া কহিলেন "হরিদাস কি পাঠই আজ বাহির করিয়াছ। তোমার প্রশ্ন কি না "অসংখ্য ভকত গোরা নামনি রকত" এই বলিয়া পাঠ পুনরাবৃত্তি করিলেন। উপস্থিত শিষ্যমণ্ডলী গুরুদেবের ভাব দেখিয়া অবাক্। তদনন্তর প্রভু গদগদ ভাবে উহার ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন—একদিন গৌরচন্দ্র প্রাতে সংকীর্ত্তনে বাহির হইয়া রৌদ্রে রৌদ্রে

সমস্ত গ্রাম প্রদক্ষিণ করত বেলা আড়াই প্রহরের সময়ে বাটী আসিয়া উপস্থিত। দেখিলেন আহারীয় বস্তু সমুদয়ই শীতল হইয়া গিয়াছে, তাহাতে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে পুনরায় রাঁধিতে বলিয়া গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন। এদিকে বিষ্ণুপ্রিয়া অনেক বেলা হইয়াছে দেখিয়া ঘরে দুধ ছিল তাই এক পাকে অমনি পায়স চড়াইয়া দিলেন। গৌরাঙ্গ শীঘ্রই স্নান করিয়া আসিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সেই গরম গরম পায়স ঢালিয়া পায়স করিয়া দিলেন। ঠাকুরও ক্ষিধের সময় ভোজন করিতে বসিলেন। তাই কি অল্প খেলেন "অসংখ্য ভকৃত" অর্থাৎ অনেক ভোজন করিয়া ফেলিলেন গৌরচন্দ্র একে রৌদ্রে রৌদ্রে চীৎকার করিয়া বেড়াইয়া আসিয়াছিলেন পিত্ত পড়িয়াছিল। তাহার উপর আবার গরম গরম পায়স ভোজন করায় "নামনি" অর্থাৎ নামিতে লাগিল। তাই কি একবার "অসংখ্য নামনি" (ইতি পূর্ব্বপদেন অন্বয়নির্ব্বাহাৎ) বারম্বার ভেদ। অবশেষে "রকত" অর্থাৎ শেষ কেবল রক্ত ভেদ হ'তে লাগিল। হরিদাস এ লীলার কথা সকলেত জানে না। বলিব কি সে দিন অনেক কষ্টে প্রভুর প্রাণ রক্ষা হয়। প্রভুর বিষ্ণুপ্রিয়া হেন স্ত্রীকে পরিত্যাগের এই একটী কারণ জানিও। এই বলিয়া প্রভু ও শিষ্যগণে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পাঠক! ভক্তগণ পূর্ব্ব শৈল অর্থ যে গঙ্গার পূর্ব্ব পার নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাও ঐ প্রকারই জানিবেন।

তাহার পর ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের দ্বাদশ তরঙ্গ হইতে নিম্নের কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ঐ স্থানে শচীগৃহ থাকা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

"ওহে! শ্রীনিবাস! অন্তর্দ্বীপ শোভাময়।
এস্থান দর্শনে অভিলাষ সিদ্ধি হয়॥
সুবর্ণবিহার ঐ দেখ শ্রীনিবাস।
কহিব পশ্চাৎ এই গ্রামে যে বিলাস॥" ভঃ রঃ

উপরি উক্ত বর্ণনায়, ঈশান ঠাকুর যখন শ্রীনিবাসকে নবদ্বীপ পরিদর্শন করাইতেছেন, সে সময়ে তিনি মায়াপুর হইতে বাহির হইয়া, অন্তর্দ্বীপে গেলেন এবং তথা হইতে শ্রীনিবাসকে সুবর্ণবিহার দেখাইলেন। যদি মায়াপুর হইতে সুবর্ণবিহার দেখা যাইত, তাহা হইলে অবশ্য তিনি তথা হইতেই সুবর্ণবিহার দেখাইতেন। তাহা না দেখানয়, মায়াপুর হইতে সুবর্ণবিহার দেখা যাইত না জানা যাইতেছে। কিন্তু নবাবিষ্কৃত মায়াপুর

অর্থাৎ মিঞাপুর হইতে সুবর্ণবিহার দেখা যায়, তাহা ভক্তগণও স্বীকার করিয়াছেন। যথা—

"এখনও মায়াপুরের উত্তর পূর্ব্বভাগ হইতে সুবর্ণবিহার দেখা যায়।" কেবল যে উত্তর পূর্ব্বভাগ হইতে দেখা যায় এমন নহে, ঐ গ্রামের দক্ষিণ ভাগ হইতেও দেখা যায়। সুবর্ণবিহার যেখানকার সেই খানেই আছে। সুতরাং মিঞাপুর মায়াপুর নহে।

উক্ত পুস্তকের আর এক স্থান উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি যে, ঐ স্থানটী কোন ক্রমে মায়াপুর হইতে পারে না।

"এত কহি সিমলা গ্রাম হইতে চলে।
প্রভু লীলা শঙরী ভাসয়ে নেত্র জলে॥
কহিতে কহিতে প্রভু ভক্তের চরিত।
গাদি গাছা গ্রামেতে হইল উপনীত॥

উপরি লিখিত বর্ণনায় জানা যাইতেছে যে, শ্রীনিবাস মায়াপুর হইতে বাহির হইলা অন্তর্দ্বীপ, সিমুলিয়া পরে তথা হইতে গাদিগাছা গিয়াছিলেন, নবাবিষ্কৃত মিঞাপুরের উত্তর-পশ্চিমে সিমলা; ও পূর্ব্ব দক্ষিণে গাদিগাছা। তাহা হইলে ঐ সিমলা হইতে গাদিগাছায় আসিতে হইলে মিঞাপুর দিয়া আসাই সহজ পথ। অতএব নবাবিষ্কৃত মায়াপুর হইতে সিমলা গিয়া তথা হইতে গাদিগাছায় আসিতে হইলে ঐ মায়াপুর অতিক্রম করিয়া আসিতে হয়, তাহাতে পরিক্রমার নিয়মভঙ্গ হয়। অতএব ঐ স্থান মায়াপুর নহে। বিবরণ পুস্তকের ১৭পৃঃ

"যে স্থানকে যোগপীঠ বলিয়া জানা যাইতেছে তাহা যে জগন্নাথ মিশ্রের বাটী তাহা কি প্রকারে জানা যায়? উত্তর এই যে, গ্রন্থ সকল যেরূপ প্রমাণ পুরাতন জনশ্রুতি ও তদ্রূপ প্রমাণ।"

এই বলিয়া ঐ স্থানের জনশ্রুতি থাকা ও তুলসী কানন ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া ঐ স্থানের যোগপীঠত্ব অবধারণ করিয়াছেন। প্রাচীন গ্রন্থের দ্বারা ঐ স্থান যোগপীঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হয় নাই, তাহা দেখাইয়াছি। ঐ স্থানের জনশ্রুতি থাকা সম্বন্ধে ভক্তগণ যে প্রমাণ দিয়াছেন তাহাও এই পুস্তকের ৫ পৃষ্ঠায় তুলিয়াছি। তাহাতেই ঐ স্থানের কোন জনশ্রুতি যে ছিল না, তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে, তথাপি জনশ্রুতি থাকা সম্বন্ধে আর

দুই একটী কথা বলিতেছি। যে স্থানে এখন শচীগৃহ নির্ণীত হইয়াছে, উহা মূলভূমি, গঙ্গা বা খড়িয়ার ভাঙ্গনে কখন লুপ্ত হয় নাই। চৈতন্য দেবের সময় হইতে প্রতি বৎসরই ভক্তগণ নবদ্বীপ দর্শনে আগমন করেন ও তাঁহার লীলাস্থলগুলি দেখিয়া যান। উক্ত পুস্তকে বর্ণিত আছে যে, "বহুকাল হইতে ভক্তবৃন্দ ঐ সমাধি দর্শন করিতে গিয়া থাকেন।" নবদ্বীপ হইতে কাজীর সমাধি দেখিতে যাইতে হইলে এখন যেখানে শচীগৃহ নির্ণীত হইয়াছে, তাহার ঠিক পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া যাইতে হয়। যদি ঐ স্থানে চৈতন্যের জন্মস্থান হইত, অবশ্যই তাহার জনশ্রুতি থাকিত, ভক্তগণও অবশ্য তাহা পরিদর্শন করিতে যাইতেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ কখনও ঐ স্থানে যান নাই, ও কেহই ঐ স্থান চৈতন্যের জন্মস্থান বলিয়া পরিজ্ঞাত নহেন। অতএব ঐ স্থানে চৈতন্যদেবের গৃহ থাকার জনশ্রুতি আদৌ ছিল না এবং নাই। পাঠক! একটী সামান্যব্যক্তি ভিটাচ্যুত হইলেও বহুকাল সেই ভিটার কিম্বদন্তী থাকিয়া যায়, আর শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ভিটা বর্ত্তমান রহিয়াছে, তথাপি তাহার কোনরূপ কিম্বদন্তী, নাই ইহা কি প্রকারে বিশ্বাস করা যাইতে পারে?

তাহার পর ঐ স্থানে কতকগুলি তুলসী গাছ আছে দেখিয়া বলিয়াছেন যে "তুলসী কাননং যত্র তত্র, সন্নিহিতো হরি।" এই বাক্যের দ্বারা ঐ স্থানে জন্মস্থান বুঝায় না। উহার অর্থ আর পাঠকগণকে বুঝাইয়া দিবার আবশ্যক নাই।

তাহার পর চৈতন্য চরিতামৃতের "হরি মায়াপুরে" এই পাঠ তুলিয়া ঐ মিঞাপুরকে মায়াপুর করিয়া তুলিয়াছেন। এ ব্যাখ্যাও যে পূর্ব্বোক্ত প্রেম দাস বাবাজীর ন্যায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য।

"এক কৃষ্ণ লোক হয় ত্রিবিধ প্রকার।
গোকুল মথুরাখ্য দ্বারকাখ্য আর ॥
মথুরাতে কেশবের নিত্য সন্নিধান।
নীলাচলে পুরুষোত্তম জগন্নাথ নাম ॥
প্রয়াগে মাধব মন্দারে শ্রীমধুসূদন।
আনন্দারণ্যে বাসুদেব পদ্মনাভ জনার্দ্দন ॥
বিষ্ণু কাঞ্চিতে বিষ্ণু রহে হরি মায়াপুরে।
ঐছে আর নানা মূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে ॥" চৈঃ চঃ ২০শ পুঃ

এখন দেখুন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত, সনাতনকে উপদেশ দিতেছেন তাহাতে নবদ্বীপকে মায়াপুর বুঝায় না। উহাতে মোক্ষদায়িকা যে সপ্তপুরী আছে তাহারই অন্যতম "মায়া" অর্থাৎ হরিদ্বার বুঝায়। আরও উপরোক্ত বর্ণনায় যে দেবের যে স্থানে অবস্থানের কথা উল্লেখ হইয়াছে সেই সেই স্থানেই তাঁহাদের জন্মস্থান নহে। সুতরাং হরি মায়াপুরে এই বর্ণনা দ্বারা গৌরাঙ্গ দেবের জন্মস্থান মায়াপুরে তাহা বুঝায় না।

"কুতার্কিক, কর্কশহৃদয়, কনক কামিনী লুব্ধ ব্যক্তিগণ শ্রীযোগ-পীঠেরপ্রভাব দেখিতে পান না।"

অতি সত্য কথা। ভক্তগণ যখন সরল হৃদয় হইয়া, এবং কনক কামিনী আদি সকল প্রকারে নির্লোভ হইয়াও যোগপীঠের মহিমা দর্শনে বঞ্চিত তখন অন্য পরে কা কথা? তবে কি না কুতার্কিক কর্কশহৃদয় লোকেরা ভক্তদিগকে সম্পূর্ণ নির্লোভ দেখিতে পান না। তাঁহারা বলেন যে, যদি ভক্তগণ নির্লোভই হইবেন, তবে বর্ত্তমান সভ্যতানুযায়ী কোম্পানি করিয়া বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া নবদ্বীপ বড় বাজারের নিকট মিঞাপাড়ার নবদ্বীপ নাম দিয়া ঐ হাট বসাইতেন না। এই হাটটীতে তাঁহাদের প্রথমেই ১৭১॥/১৭॥ টাকা আয় দাঁড়াইয়াছে দেখা যায়। ভরসা আছে ভবিষ্যতে বড়বাজারের ন্যায় চলিবে।

"চিরস্মরণীয় দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মহাশয় ঐ স্থানকে প্রভু জন্মস্থান স্থির করিয়া ইত্যাদি। ১৭ পৃঃ বি

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মহাশয় একজন পরম বৈষ্ণব ও ভক্ত ছিলেন। গৌরাঙ্গের জন্মস্থান বলিয়া তিনি শেষ বয়সে নবদ্বীপে বাস করেন। তিনি যে স্থানে বাস করেন, তাহা বর্ত্তমান মালঞ্চপাড়ার উত্তর ও শঙ্করপুরের দক্ষিণে চরের উপর ছিল। নবদ্বীপ বাসই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। যদি মিঞা-পাড়া চৈতন্তের জন্মস্থান বা প্রাচীন নবদ্বীপ বলিয়া তাঁহার জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে তিনি ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া ভক্তগণের কথিত কুলিয়ার চরে (বর্ত্তমান নবদ্বীপে) আসিয়া বাস করিতেন না। সুতরাং উক্ত দেওয়ান মহাশয় যে মিঞাপাড়ায় গৌরাঙ্গের জন্মস্থান নির্ণয় করিয়াছিলেন বলিয়াছেন একথা নিতান্ত অমূলক। পরে দেখুন

"আজ কাল অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ, ঐ স্থানকে মিঞাপুর বলিয়া থাকেন, মায়াপুর যে মূর্খ লোকের মুখে মিঞাপুর হইয়া পড়ে তাহাতে

সন্দেহ নাই। ভক্তগণ "মায়াপুর" "মিঞাপুর" হয় না মূর্খেরাই যেন মায়াপুরকে মিঞাপুর বলে, কিন্তু পণ্ডিত ও ভদ্রলোকের দ্বারা কখনও নামের ব্যত্যয় হওয়া সম্ভব নয়। নবদ্বীপের নিকট মায়াকোল নামে একটী স্থান আছে ঐ স্থানটীকে কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই মায়াকোলই বলিয়া থাকে, কৈ কেহ কখনত উহাকে মিঞাকোল বলে না। তাই বলিতেছি যে নাম পরিবর্ত্তন হয় না। ঐ স্থানের নাম মিক্রাপাড়া, ঐ স্থানের নাম কখনও মায়াপুর নহে।

"শ্রীশ্রীমায়াপুরধাম জগতের একটী মোক্ষদায়িকা পুরী। যথা—

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চিস্ত্ববন্তিকা।

পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতে মোক্ষদায়িকা॥" বি, পঃ ১৮ পৃঃ

এই বলিয়া নবদ্বীপকে মায়া ও মোক্ষদায়িকা পুরী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু নবদ্বীপ মায়া বা মোক্ষদায়িকা পুরী নহে। মোক্ষদায়িকা পুরী অপেক্ষা নবদ্বীপ অতি শ্রেষ্ঠতর স্থান। জানি না ভক্তগণ কি কারণে নবদ্বীপকে মোক্ষদায়িকা পুরী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। নবদ্বীপ ও বৃন্দাবন উভয়ই তুল্যধাম। বৃন্দাবন যেমন মোক্ষধাম নহে, নবদ্বীপও তেমনি মোক্ষদায়িকা পুরী নহে। বৈষ্ণবদিগের মতে মোক্ষ নাই এবং তাঁহারা মোক্ষাভিলাষী নহেন সুতরাং তাঁহাদের অভিলষিত স্থান মোক্ষ পুরী হইতে পারে না। তাহা চৈতন্য চরিতামৃতে সুস্পষ্ট ব্যক্ত আছে। যথা—

"অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব।

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ আদি এই সব॥

তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।

যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান॥" আঃ প্রঃ পঃ

খোল ভাঙ্গার ডাঙ্গা শ্রীবাস অঙ্গন নহে।

"শ্রীবাস অঙ্গনকে নিকটবাসীগণ বহুকাল হইতে খোল ভাঙ্গার ডাঙ্গা বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, যে বাটীর দ্বার রুদ্ধ করিয়া মহাপ্রভু এক বৎসর সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন সেই দ্বারে প্রবল প্রতাপ চাঁদ কাজী মহাশয় আসিয়া কীর্ত্তনের খোল ভাঙ্গিয়া দেন। সেই অবধি ঐ স্থানের নাম খোল ভাঙ্গার ডাঙ্গা।" ১৯ পৃঃ

অর্থাৎ কাজী মহাশয় যে বাটীতে প্রবেশ করিয়া খোল ভাঙ্গিয়া দেন তাহাই শ্রীবাস অঙ্গন। এ কথা নিকটবাসীরা বলিতে পারেন, কিন্তু ভক্ত মহাশয়েরা জানিয়া শুনিয়া কিরূপে তাহা বিশ্বাস করিলেন ? ও কিরূপেই বা তাহা লিপিবদ্ধ করিলেন ? এখানে ইহাই আশ্চর্য্য! মানুষ যখন স্বার্থে অন্ধ হইয়া পড়ে, তখন সর্ব্বপ্রকারেই দৃষ্টিবিহীন হয়, নতুবা ভক্তগণ কর্ত্তৃক এরূপ কেনই লিখিত হইবে ?

কাজী মহাশয়, যে বাটীতে খোল ভাঙ্গিয়াছিলেন তাহা শ্রীবাস অঙ্গন নহে। শ্রীবাস অঙ্গনে গৌরাঙ্গদেব সর্ব্বদাই থাকিতেন, কাজী মহাশয় তথায় গিয়া খোল ভাঙ্গিতে পারেন তাহার এত শক্তি ছিল না। তাই বলিতেছি খোল ভাঙ্গার ডাঙ্গা শ্রীবাস অঙ্গন নহে। উহা গ্রামবাসী কোন লোকের বাটী মাত্র। চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্য চরিতামৃত হইতে যে অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল তাহা পাঠ করিলে উহা অনায়াসেই বুঝা যাইবে। যথা—

"এই মত পাষণ্ডীরা বলগায় সদায়।
প্রতিদিন নগরিয়া গণে কৃষ্ণ গায়॥
এক দিন দৈবে কাজী সেই পথে যায়।
মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ শুনিবারে পায়॥
হরিনাম কোলাহল চতুর্দ্দিগে মাত্র।
শুনিয়া সঙরে কাজী আপনার শাস্ত্র॥
কাজী বলে ধর ধর আজ করোঁ কার্য্য।
আজ বা কি করে তোর নিমাই আচার্য্য॥
যাহারে পাইল কাজী মারিল তাহারে।
ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ, অনাচার কৈল দ্বারে॥" চৈঃ ভাঃ ৬৫৩ পৃঃ

উপরোক্ত বর্ণনায় প্রকাশ পাইতেছে যে, কাজী দৈবাৎ একদিন ঐ পথে গিয়া ছিলেন এবং নগরের সমস্ত লোককে হরি সংকীর্ত্তন করিতে দেখিয়া তাহারই এক জনের বাটীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন শ্রীবাস অঙ্গন হইলে গ্রন্থকার অবশ্যই তাহা উল্লেখ করিতেন। উক্ত অধ্যায় পাঠ করিলে তাহা যে শ্রীবাস অঙ্গন নয় তাহা উত্তম উপলব্ধি হয়। এবং দৈবাৎ কাজী মহাশয়ের গমনের দ্বারা হিন্দু পল্লী যে, কাজী বাটী হইতে অনেক দূরে ছিল তাহাও জানা যায়।

"নাগরিয়া লোকে প্রভু পরে আজ্ঞা দিল।
ঘরে ঘরে সংকীর্ত্তন করিতে লাগিল॥
শুনিয়া যে ক্রুদ্ধ হইল সকল যবন।
কাজীপাশে আমি সব কৈল নিবেদন॥
ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজী এক ঘরে আইল।
মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকে কহিতে লাগিল॥ চৈঃ ৰঃ ১৭ পৃঃ

ইহাতে শ্রীবাস অঙ্গনে খোল ভাঙ্গার কোন কথার উল্লেখ নাই। পরন্তু গ্রামবাসী কোন লোকের বাটী বুঝায় মাত্র অতএব খোল ভাঙ্গার ডাঙ্গা শ্রীবাস অঙ্গন নহে। পরে দেখুন—

"সম্রাট লক্ষ্মণ সেনের দুর্গ, সম্রাট বল্লাল সেনের দীর্ঘিকা ও কাজী নগর, এই সমস্তই প্রাচীন নবদ্বীপে ছিল, প্রাচীন নবদ্বীপকে গঙ্গার পশ্চিম পারে কল্পনা করিবার আবশ্যক নাই।" বিঃ পঃ ২০ পৃঃ

কাজিনগর প্রাচীন নবদ্বীপের অন্তর্গত ছিল না, তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। প্রাচীন নবদ্বীপ অর্থাৎ বর্ত্তমান নবদ্বীপও যে গঙ্গার পূর্ব্ব পারে ছিল, তাহা দেখান হইয়াছে এখন বল্লাল সেনের দুর্গাদি যে স্থানে আছে সেই স্থান আদৌ নবদ্বীপের অন্তর্গত নহে তাহা দেখাইতেছি। তজ্জন্য একটু নবদ্বীপের ঐতিহাসিক বিবরণ বলা আবশ্যক।

নবদ্বীপ পাল রাজাদিগের রাজধানী ছিল। পাল রাজাদিগের পর সেন বংশীয় রাজারা বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঐ সেন বংশীয় অধস্তন ৪র্থ রাজা মহারাজ সামন্ত সেন গঙ্গাতীরে আসিয়া প্রথম বাস করেন। মহারাজ বল্লাল সেন এই সামন্ত সেনের প্রপৌত্র। এখন যখন বল্লাস সেন ঐ স্থানে প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার ঊর্দ্ধতন পুরুষ সামন্তসেন যে ঐ স্থানেই আসিয়া বাস করেন, তাহা সহজেই বুঝা যায়। বল্লাল সেন যেখানে বাস করেন, ঐ স্থান যে সিমুলিয়া বা সীমন্ত দ্বীপ, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। ঐ সামন্তসেনের নামানুসারেই ঐ স্থানের নাম যে সামন্ত দ্বীপ হয় তাহা বুঝা যায়। ঐ সামন্তদ্বীপই পরে সীমন্তদ্বীপ হইয়াছে। বল্লাল সেনেরবাটী ও মিঞাপাড়া আদি যে সীমন্ত দ্বীপের অন্তর্গত, তাহার আরও প্রমাণ আছে। বর্ত্তমান নবদ্বীপের ধনী উপাধিধারী গন্ধ-বণিকদিগের গৃহে 'সিমুলিয়া বা সিমন্তিনী দেবী' নামে এক মনসা দেবীর পূজা হইয়া থাকে। কথিত আছে, উহাদের কোন পূর্ব্ব

যদিও করে, তাহা হইলে হয় সেই স্থান হইতে বহুদূরে অথবা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে গিয়া বাস করে। অতি নিকট, এক রাজার অধীন, ও নিম্নভূমি পর পারে বাস করা অসম্ভব। সুতরাং লেখক গঙ্গার পূর্ব্ব শৈল (পূর্ব্ব পার নহে তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি) ত্যাগ করিয়া পশ্চিম পারে যান যাহা লিখিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ মনঃকল্পিত ও স্বার্থ সিদ্ধির পরিচায়ক মাত্র।

"বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের ইঙ্গিত বাক্য আলোচনা করুনঃ—

"শ্বেত দ্বীপ নাম, নবদ্বীপ গ্রাম,
বেদে প্রকাশিব পাছে।" বিঃ পঃ ২০ পৃঃ

ভক্তগণ উহার যে বিচিত্র অর্থ করিয়াছেন তাহা পরে দেখাইব। উহার প্রকৃত অর্থ এই, 'নবদ্বীপ গ্রাম যে পরম-ধাম শ্বেত দ্বীপের তুল্য মাহাত্ম্যবিশিষ্ট ; তাহাই 'বেদ' নামক কোন পুস্তকে পরে প্রকাশ করিবেন।' ইহাই উহার তাৎপর্য্য। বৃন্দাবন দাস এ সম্প্রদায়ের বেদব্যাস। তৎকৃত চৈতন্য চরিত 'ভাগবত' বলিয়া প্রসিদ্ধ। সুতরাং ঐরূপ বেদে প্রকাশ করিব বলা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নয়। এই অর্থকে ভক্তগণ, অতিভক্তি প্রভাবে মহা অনর্থ করিয়া তুলিয়াছেন। যথা—

"অতএব বেদ শব্দে বেদশাস্ত্র বুঝাইবে না। বেদ শব্দে চারি অঙ্ক বুঝিতে হইবে। কিছু দিনের মধ্যে শ্রীপ্রাচীন নবদ্বীপের গৌরব গুপ্ত হইবে এবং ৪ অঙ্ক লক্ষিত সময়ে পুনঃ প্রকাশিত হইবে ইহাই তাহার তাৎপর্য্য। চারি অঙ্কের তিনটী অর্থ। প্রভুর জন্ম হইতে ৪ শতাব্দীর পর, এই এক অর্থ। এবং সেই চারি শতাব্দীতে ৪ যোগ করিলে ৪০৪ অব্দ হয়। ৪০৪ অব্দেই শ্রীমায়াপুর ভক্তগণের নিকট প্রকাশ হইলে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য গ্রন্থখানি প্রচার হইয়াছে। পুনরায় তাহাতে চারি অঙ্ক যোগ করিলে ৪০৮ হয় এই অব্দে শ্রীমহাপ্রভু পুনরায় শচীগৃহে প্রকট হইলেন।" ঐ ২০ পৃঃ

এই ত গেল বেদের অর্থ এখন "বেদে প্রকাশিব" এই ক্রিয়ার কর্ত্তা বৃন্দাবন দাস ঠাকুর। তিনি ও নবদ্বীপের মাহাত্ম্য সূচক কোন পুস্তক লিখিয়া যাইতে পারেন নাই। তবে ভক্তিবিনোদ শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ দত্ত মহাশয় ৪০৪ গৌরাব্দে "শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম মাহাত্ম্য" পুস্তক বাহির করিয়াছেন। অতএব বেদব্যাস বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কেদারনাথ দত্তরূপে অবতীর্ণ হইয়া, তাঁহার নিজ ভবিষ্যত বাক্য সফল

করিতেছেন। উক্তাংশ পাঠে ইহা বেশ জানা যায়। এবং দত্ত মহাশয়ই যে বেদব্যাস বৃন্দাবন দাসের অবতার, ছলে সে পরিচয়ও পাওয়া যাইতেছে। অতএব দত্ত মহাশয়কে নমস্কার। এখন বৃন্দাবন দাসকে ত চিনিলাম অন্ত অন্ত প্রভুর পরিচয় পাইব কি?

দুঃখের বিষয় এই দত্ত মহাশয়ের ঐ গ্রন্থ খানির কিছু মাত্র নবীনত্ব নাই। উহা নবদ্বীপধামপরিক্রমা পদ্ধতি অবলম্বনে ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের দ্বাদশ তরঙ্গের চর্ব্বিত চর্ব্বণ মাত্র। ঐ পুস্তক প্রকাশ হইবার কোন প্রয়োজন ছিল না। পাঠক ও ভক্তগণ ও ঐ পুস্তক খানি ও ঐ দ্বাদশ তরঙ্গটী একত্র একবার পড়িয়া দেখিবেন। নবদ্বীপ ধামের কোন অংশই ঐ পুস্তকের দ্বারা নূতন প্রকাশিত হয় নাই। যাহা হউক এখানে ভক্তগণ, বেদের যে অলৌকিক অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বেদে, কোরাণে নাই। পূর্ব্বে চৈতন্য চরিতামৃতের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন এখানে তদপেক্ষাও অর্থের উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে। ইহারই নাম ক্রম বিকাশ। শুনিয়াছি ঐ নীতি অবলম্বন করিয়া ইউরোপের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত বলিয়াছেন যে মানুষ নাকি বানর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

পাঠকগণ এখানে আর একটী গল্প না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। পণ্ডিত বাবাজী নামে একজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পণ্ডিত ছিলেন। নানা শাস্ত্রে তাঁহার দখল ছিল। একারণ তাঁহার নিকট কি ভাগবত, কি ব্যাকরণ, কি অভিধান সকল বিষয়েরই ছাত্রগণ অধ্যয়ন করিত। এক দিন কোন ছাত্র অমরকোষ অভিধানের "ষড়মী, ঋতবঃ, পুংসি, মার্গাদীনাং যুগৈঃ ক্রমাৎ" এই পদের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন। গুরু কহিলেন বাপু, এটা আর বুঝিতে পারিলে না? ষড়মী কি না ছয় দিন ধরিয়া, ঋতবঃ কি না ঋতু, পুংসি কি না পুরুষের, জানিবা। অর্থাৎ পুরুষের ছয় দিন ধরিয়া ঋতু জানিবা। ছাত্র—পুরুষের কি প্রকারে ঋতু হইবে? গুরু কেন? মার্গাদীনাং অর্থাৎ মার্গের দ্বারা। ছাত্র—বুঝিলাম পুরুষের মার্গের দ্বারা ঋতু হইবে সত্য কিন্তু একথা কখন শুনিও নাই কখন জানিও না স্ত্রীলোকেরই ত ঋতু হইয়া থাকে পুরুষের আবার ঋতু কি? গুরু—কেন? যুগৈঃ ক্রমাৎ অর্থাৎ যুগ মহিমায়, কাল মাহাত্ম্যে পুরুষেরও ছয় দিন ধরিয়া ঋতু হইবে।

সেই স্থানে একজন টুলো পণ্ডিত বসিয়াছিলেন। তিনি পণ্ডিত

বাবাজীর অর্থ শুনিয়াই অবাক। তিনি কহিলেন বাবাজী এই বুঝি তোমার বিদ্যে? ঐ বুঝি উহার অর্থ? এই বলিয়া উহার অর্থ করিয়া দিলেন "যে মার্গাদীনাং যুগৈঃ মার্গশির্ষাদীনাং দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং মাসাভ্যাং ষট্* ঋতবঃ ক্রমাৎ ভবন্তি। ঐ ঋতু শব্দটী পুংসি অর্থাৎ পুংলিঙ্গে।" অর্থাৎ মার্গ শির্ষাদি করিয়া দুই দুই মাস গণনা করিয়া ছয় ঋতু হয়, ঐ ঋতু শব্দ পুংলিঙ্গ। বাবাজী এই হলো প্রকৃত অর্থ। এই বলিয়া ভট্টাচার্য্য চলিয়া গেলেন। তখন বাবাজী ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। বাপু হে ও অর্থ টিকীকাটা ভট্টাচার্য্যির কাজ নয়। ভক্তি শাস্ত্রে বিশেষ অধিকার না থাকিলে ও ভক্ত না হইলে উহার অর্থ করিবার অধিকার নাই। এই বলিয়া পণ্ডিত বাবাজী আবার উহার অর্থ করিলেন—ছাত্রগণ তোমরা সখীভাবে উপাসনার কথা শুনিয়াছ? সখী ভাবে উপাসনা করিতে হইলে পুরুষকে স্ত্রীধর্ম্মী হইতে হয়। তাঁহারা পুরুষ হইয়াও স্ত্রী। অতএব তাঁহাদেরই ঋতু, যুগ ধর্ম্মে অর্থাৎ কাল মাহাত্ম্যে মার্গাদির দ্বারা হইবে ইহাই উহার সূক্ষ্মার্থ। উপস্থিত ছাত্রগণ গুরুর এই অর্থ শুনিয়া ভট্টাচার্য্যের মূর্খতা ও পণ্ডিত বাবাজীর অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখিয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পাঠকগণ উপরে ভক্তগণ কর্ত্তৃক বেদের যে অর্থ করা হইয়াছে তাহাও উপরিলিখিত বাবাজীর অর্থের ন্যায় যুগ ধর্ম্ম অর্থাৎ কাল মাহাত্ম্যের ফল জানিবেন। বাঁচিয়া থাকিলে আরও কত দেখিবেন।

"যে সকল লোক শ্রীমহাপ্রভুর মন্দিরে এরূপ খুটী নাটী বিতর্ক তুলিবেন, তাহাদিগকে অপরাধী মধ্যে গণ্য করা অবশ্যক।" বিঃ পঃ ২১ পৃ

বুঝিলাম যাহারা খুটী নাটী করিবে তাহারা অপরাধী গণ্য হইবে কিন্তু যাহারা প্রকৃত তত্ত্ব উড়াইয়া দিয়া মিথ্যা স্থাপন পূর্ব্বক লোকদিগকে ঠকাইবে তাহাদের পক্ষে ব্যবস্থা কি?

বর্ত্তমান নবদ্বীপ কুলিয়া নহে।

ভক্তগণ ঐ বিবরণ পুস্তকে বর্ত্তমান নবদ্বীপকে কুলিয়া বলিয়া তৎসম্বন্ধে এক বিতর্ক তুলিয়াছেন ঐ বিতর্ক এইঃ—

"বর্ত্তমান কালে যে স্থানকে নবদ্বীপ বলিয়া জানা যায় সেই স্থানকে প্রাচীন নবদ্বীপ বলিয়া কেন বিশ্বাস করা না যায়?" বিঃ পঃ ১৪ পৃঃ

উক্ত তৃতীয় বিতর্কের মীমাংসায় বলিয়াছেন ;

"তৃতীয় বিতর্কের উত্তরে স্বার্থপর ব্যক্তিগণ সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। তখনকার কুলিয়া গ্রামের চীনাডাঙ্গায় বর্ত্তমান নবদ্বীপ বসিয়াছে।" বিঃ পঃ ২১ পৃঃ

এই বলিয়া চৈতন্য ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকার্দ্ধ তুলিয়াছেন। যথা—

"সবে মাত্র গঙ্গা নবদ্বীপ কুলিয়ায়।
কভু পার হইয়া যায়েন কুলিয়ায়॥"

পাঠকগণ উপরের এক মাত্র শ্লোকের দ্বারা এই চির প্রসিদ্ধ নবদ্বীপ ভূমিকে কুলিয়া বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু ঐ বর্ণনা দ্বারা নবদ্বীপ, কুলিয়া তাহা কি প্রকার জানা যায় ? উহাতে নবদ্বীপ যে কুলিয়া তাহার কোন আভাসও পাওয়া যায় না। কেবল এই মাত্র বুঝা যায় যে, নবদ্বীপ ভাগীরথীর যে পারে, কুলিয়া তাহার অপর পারে। নবদ্বীপ বর্ত্তমান রহিয়াছে; কুলিয়া বলিয়া নিকটে কোন পল্লী দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। তথাপি নবদ্বীপকে কুলিয়া বলা হইল কেন ? ইহার উত্তরে নিঃস্বার্থ ভক্তগণ বোধ হয় সন্তুষ্ট হইবেন না। কারণ নবদ্বীপ কুলিয়া না হইলে তাঁহাদের মিঞাপাড়া নবদ্বীপ হইয়া উঠে না। এই স্বার্থ রক্ষা করিতে গিয়া তাঁহারা কি ভয়ানক কথাই না বলিয়াছেন। যে নবদ্বীপ সহস্র বৎসরের অধিক কাল হইতে বর্ত্তমান থাকিয়া তাহার শ্বেত মস্তক সমুন্নত রাখিয়াছে; আজ, কাল মাহাত্ম্যে সেই নবদ্বীপ, নিঃস্বার্থ নব্য ভক্তগণের চক্ষে কুলিয়া হইয়া দাঁড়াইল। আর যে ভূমিখণ্ড প্রায় ৬০০ বৎসর যাবৎ মুসলমান পল্লী মিঞাপাড়া বলিয়া অভিহিত হইয়া আসিতেছে সেই ভূমি আজ ভক্তগণের কৃপায় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেবের জন্মস্থান 'নবদ্বীপ ধাম' হইয়া উঠিল। ধন্য ভক্তগণ! ধন্য তোমাদের বৈষ্ণবত্ব! ধন্য তোমাদের নিঃস্বার্থ ভাব! ধন্য কলিকাল! ধন্য কলির জীব!

বর্ত্তমান নবদ্বীপ ত কুলিয়া নয়, কিন্তু কুলিয়া কোথায় ছিল তাহা একবার আলোচনা করা কর্ত্তব্য। চৈতন্য ভাগবতে কুলিয়া, কেবল নবদ্বীপের অপর পারে জানিতে পারা যায়। কিন্তু নরহরি দাসের 'পরিক্রমা পদ্ধতি' ও 'ভক্তিরত্নাকরে' ঐ স্থানের যেরূপ নির্দ্দেশ আছে তাহাতে ঐ স্থান কোথায় ছিল তাহা স্পষ্ট জানা যায়।

"শ্রীমাজিদা গ্রাম নাম এবে।
পূর্ব্বে মধ্যদ্বীপ নাম কহে ঋষি সবে॥
বামুন পুখুরে পুন গ্রাম।
ব্রাহ্মণ পুষ্কর এ বিদিত পূর্ব্বনাম॥
কুলিয়াপাহাড়পুর গ্রাম।
পূর্ব্বে কোলদ্বীপ পর্ব্বতাখ্যানন্দ ধাম॥" পরিক্রমা পদ্ধতি।
"এত কহি নেত্রজলে ভাসিয়া ঈশান।
বামণ পোখেরা হইতে করিল পয়াণ॥
হাটডাঙ্গা গ্রামের নিকট দাঁড়াইয়া।
শ্রীনিবাস প্রতি কহে হাতসানি দিয়া॥
কতক্ষণে স্থির হইয়া লৈয়া শ্রীনিবাসে।
কুলিয়া পাহাড়পুর গ্রামেতে প্রবেশে॥
সমুদ্র গড়িগ্রামের নিকটে গিয়া কয়।
দেখ শ্রীনিবাস এই সমুদ্র গড়ি হয়॥ ভক্তি-রত্নাকর ৭৩০পৃ

এই উভয় পুস্তকের বর্ণনা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, মাজিদার পর, বামন পুকুর, পরে হাটডাঙ্গা, তদনন্তর কুলিয়াপাহাড়পুর ও পরে সমুদ্রগড়ি যাইবার ক্রম বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে আমরা কুলিয়াপাহাড়পুর গ্রামকে হাটডাঙ্গা ও সমুদ্র গড়ি এই দুই স্থানের মধ্যে কোন স্থানে অবস্থিত জানিতে পারি। কিন্তু ভক্তগণ তাঁহাদের বিবরণ পত্রের ২১ পৃষ্ঠায় 'কুলিয়ার সপ্তপল্লী' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা হাটডাঙ্গার দক্ষিণে ও সমুদ্র গড়ির পূর্ব্বদক্ষিণাংশে সাতকুলিয়া বলিয়া একটী পল্লী বর্ত্তমান দেখিতে পাই। ইহাতে ঐ সাতকুলিয়াই যে কুলিয়ার সপ্তপল্লী তাহা উত্তম বুঝা যাইতেছে। উক্ত উভয় পুস্তকে কুলিয়ার যে অবস্থিতি নির্দ্দেশ আছে, ঐ সাতকুলিয়ার সহিত তাহার বিশেষ ঐক্য দেখা যায়। অতএব সাতকুলিয়াকেই কুলিয়া বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু সাতকুলিয়া বর্ত্তমান ভাগীরথীর পূর্ব্বদিকে আছে। ভাগীরথীর গতি পরিবর্ত্তনেই ঐ গ্রাম এখন গঙ্গার পূর্ব্ব দিকে পড়িয়াছে বলিতে হইবে। অতএব ব্যগ্রভাবে নবদ্বীপকে কুলিয়া কল্পনা করিবার আবশ্যকতা কি?

উক্ত পরিক্রমা পদ্ধতির অন্যস্থলে লিখিত হইয়াছে, যে নবদ্বীপ পরিক্রম করিয়া পুনর্ব্বার মায়াপুরে প্রবেশ করার পর কি বলিতেছেন দেখুন—

"অন্তর্দ্বীপ হইয়া মায়াপুরে।
প্রবেশহ জগন্নাথ মিশ্রের মন্দিরে॥
মায়াপুর মহিমা অপার।
বিবিধ প্রকারে প্রচারিল গ্রন্থকার॥
নবদ্বীপ মধ্যে স্থান যত।
এক মুখে তাহা বা কহিবে কেবা কত॥
তার মধ্যে কহি যে প্রধান।
চিনাডাঙ্গা, পাটডাঙ্গা আদি রম্য স্থান॥"

গ্রন্থকার নরহরি দাস ক্রমে ক্রমে নবদ্বীপের সমস্ত দ্বীপগুলি পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়া মায়াপুরে প্রবেশ হওনানন্তর উপরোক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন। উহাতে চিনাডাঙ্গা ও পাটডাঙ্গা এই দুই স্থান মায়াপুরান্তর্গত নবদ্বীপের মধ্যে বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতে ঐ স্থান যে কুলিয়া নহে তাহা স্পষ্ট জানা যাইতেছে। কুলিয়ার অন্তর্গত হইলে গ্রন্থকার যে স্থলে কুলিয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, সেই স্থানেই উহারও উল্লেখ করিতেন। অতএব বর্ত্তমান নবদ্বীপ কুলিয়া নহে।

পরে উক্ত পুস্তকের ২১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে "বর্ত্তমান নবদ্বীপ দেড় শত বৎসরের অধিক পুরাতন নয়, গঙ্গা দূরে পড়ায় তাহারা ৫০।৬০ বৎসর পরেই চিনাডাঙ্গায় বাবালাড়ী নবদ্বীপ লইয়া গেলেন।" প্রথমে মায়াপুর (মিঞাপাড়া) হইতে সমস্ত লোক উঠিয়া বাবলাড়ীতে ও তথায় ৫০।৬০ বৎসর বাস করিয়া গ্রামশুদ্ধ লোক গঙ্গা দূরে পড়া হেতু বেদে জাতির ন্যায় গৃহের সমস্ত সামগ্রী ঘর, বাটী, কৃষক লাঙ্গলাদি এবং ৺বুড়াশিব, ৺পোড়ামাতা আদি যায় গ্রামাদেবতা সহিত উঠিয়া আসিয়া চিনাডাঙ্গায় নবদ্বীপ বসাইলেন। ধন্য উদ্ভাবনী শক্তি! বিকৃতমনা ব্যতীত এরূপ লিখিতে আর কেহ সাহসী হয় না।

বর্ত্তমান নবদ্বীপ যে প্রাচীন নবদ্বীপ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রাচীন নবদ্বীপে তন্তুবায় পল্লী, শঙ্খবণিক পল্লী, ও চিনাডাঙ্গা, পাটডাঙ্গা আদির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান নবদ্বীপের মালঞ্চপাড়ার উত্তরে প্রাচীন তন্তুবায় পল্লী, তাহার পূর্ব্বোত্তরে শঙ্খবণিক পল্লী ছিল। এবং বর্ত্তমান পোড়ামাতলাই চিনাডাঙ্গা ও দেয়াড়াপাড়াই পাটডাঙ্গা আদি এই প্রাচীন স্থানগুলি আজও বর্ত্তমান রহিয়াছে; শুধু প্রাচীন স্থান নয়,

প্রাচীন বংশাবলীও বর্ত্তমান রহিয়াছে। সনাতন মিশ্রের বংশ, আগমবাগীশের বংশ, জগাই মাধাইয়ের বংশ প্রভৃতি বংশের বংশধরগণ পুরুষানুক্রমে ক্রমান্বয়ে বাস করিয়া আসিতেছেন। সুপ্রসিদ্ধ আগমবাগীশের ভিটা অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। অতএব ভক্তগণের নবদ্বীপকে কুলিয়া বা আধুনিক নবদ্বীপ বলা ঈর্ষাবৃত্তির পরিচায়ক মাত্র।

পরে উক্ত পুস্তকের ২২ পৃষ্ঠায় "সেই অপরাধ ভঞ্জনরূপ বর্ত্তমান নবদ্বীপের মহিমা কে বর্ণন করিতে পারে?"

পাঠকগণ! বর্ত্তমান নবদ্বীপকে ভক্তগণ অপরাধ ভঞ্জনের পাঠ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, কিন্তু বোধ হয় আপনারা সকলেই জানেন যে বর্ত্তমান কাঁচড়াপাড়ার দুই ক্রোশ পূর্ব্বদিকে 'কুলিয়া' নামে একটী সামান্য পল্লী আছে তাহাই দেবানন্দ পণ্ডিতের অপরাধ ভঞ্জনের পাঠ বলিয়া বিখ্যাত, এবং প্রতিবর্ষে অগ্রহায়ণ মাসীয় কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে সহস্র সহস্র যাত্রী তথায় উপনীত হইয়া মহোৎসব ও কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকেন। তৎসম্বন্ধে চৈতন্য চরিতামৃত হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।

"প্রাতে কুমারহট্টে যাঁহা শ্রীনিবাস॥
তাঁহা হৈতে আগে গেলা শিবানন্দ ঘর।
বাসুদেব গৃহে পাছে আইলা ঈশ্বর॥
বাচস্পতি-গৃহে প্রভু যেমতে রহিলা।
লোকভিড় ভয়ে যৈছে কুলিয়া আইলা॥
মাধবদাস গৃহে তথা শচীর নন্দন।
লক্ষ কোটী লোক তথা পাইল দর্শন॥
সাত দিন রহি তথা লোক নিস্তারিলা।
সব অপরাধীগণ প্রকারে তারিলা।
শান্তিপুরাচার্য্য-গৃহে ঐছে আইলা॥" চৈঃ চঃ মঃ ১৬শ অঃ।

এই অধ্যায়ে শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচল হইতে প্রথমে পানিহাটী, তদনন্তর কুমারহট্ট, তার পর কাঁচড়াপাড়া, তার পরে কুলিয়া, ও তাহার পর শান্তিপুর গমন প্রকাশ পাইতেছে। ইহাতে ভৌগোলিক তত্ত্বে দক্ষিণ হইতে উত্তর মুখে যাইতে হইলে নগরগুলির যেরূপ ক্রম বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে ঐ সকল গ্রামের বর্ত্তমান অবস্থান দেখিয়া ঐ বর্ণনা কোন্ ব্যক্তি না প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করিবেন? অতএব ঐ কাঁচড়াপাড়ার নিকটস্থ কুলিয়াই যে

অপরাধ ভঞ্জনের পাঠ, তাহা নিঃসংশয়ে অবধারণ করিতে পারা যায়। হা গৌরাঙ্গদেব! তোমার এ কিরূপ দয়া! যে ভক্তগণ তোমার নিমিত্ত 'গৌর গৌর' বলিয়া ক্রন্দন করিয়া বেড়াইতেছেন, এবং তোমার যুগলমূর্ত্তি স্থাপন জন্য প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া লোকসমাজে ভক্ত বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে এত দূরে দাঁড়াইয়া আছ, যে তাঁহারা এখনও তোমার জন্মস্থান নবদ্বীপকে কুলিয়া বলিয়া ভ্রমে পতিত রহিয়াছেন। অমৃতে বিষ ভ্রম, তোমার দয়া থাকিলে হয়; এ আজ নূতন দেখিলাম।

অবশেষে নব্য ভক্তগণের নিকট, আমার সানুনয় নিবেদন এই যে যদি তাঁহারা নবদ্বীপ সন্দর্শন করিতে চান, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রকার ঈর্ষাভাব ও স্বার্থাদি পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কিঞ্চণভাবে সেই দয়াময় শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে আত্ম সমর্পণ করুন। অনায়াসেই নবদ্বীপ সন্দর্শন হইবে। নতুবা হা নবদ্বীপ যো নবদ্বীপ করিয়া এদিক ওদিক খুঁজিয়া বেড়াইলে কোন ফল হইবে না।

নবদ্বীপ—মায়াপুর।

উপসংহারে আমরা নবদ্বীপ ও মায়াপুর সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিত বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

চৈতন্য ভাগবত সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থ। নবদ্বীপ-নিবাসী ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব বৃন্দাবন দাস ঠাকুর এই গ্রন্থপ্রণেতা। তিনি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক লোক ছিলেন। এই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখা যায়, যে তিনি যে স্থানে চৈতন্যের জন্মস্থান সম্বন্ধে বলিয়াছেন, সেই সেই স্থানেই নবদ্বীপ তাঁহার জন্মস্থান উল্লেখ করিয়াছেন।

ঐ গ্রন্থের কোন স্থানে মায়াপুর শব্দ বা মায়াপুর বলিয়া কোন স্থানের উল্লেখ নাই। বৃন্দাবন দাস নবদ্বীপের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন; নবদ্বীপান্তর্গত পাটডাঙ্গা আদি অনেক স্থানের বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু মায়াপুর বলিয়া কোন স্থানের উল্লেখ করেন নাই। গৌরলীলা লেখাই তাঁহার উদ্দেশ্য; যখন গৌরাঙ্গের সামান্য লীলাস্থলগুলির উল্লেখ করিয়াছেন, তখন মায়াপুর তাঁহার জন্মস্থান হইলে অবশ্যই তাহার উল্লেখ থাকিত। ঐরূপ কোন উল্লেখ না থাকায়, তাঁহার সময়ে মায়াপুর নামক কোন স্থান ছিল না ইহাই প্রতীয়মান হয়।

চৈতন্যমঙ্গল ও চৈতন্যচরিতামৃত তৎপরবর্ত্তী গ্রন্থ। ঐ গ্রন্থ দ্বয়েও চৈতন্যদেব মায়াপুরে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া কোন উল্লেখ নাই। সকল স্থলেই নবদ্বীপে জন্মিয়াছিলেন উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা হইলে মায়াপুর বলিয়া কোন ভৌগোলিক স্থান বর্ত্তমান ছিল না ইহাই উপলব্ধি হয়। যদি কোন স্থান থাকিত, এবং সেই স্থান গৌরাঙ্গের জন্মস্থান হইত, তবে তাহা না লিখিবার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না। অতএব মায়াপুর বলিয়া নবদ্বীপে কোন ভৌগলিক স্থান ছিল না তাহা উত্তমরূপ জানা যাইতেছে।

ভক্তি রত্নাকর নামক গ্রন্থে আমরা সর্ব্বপ্রথমে এই মায়াপুর শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাই। নরহরি চক্রবর্ত্তী বা ঘনশ্যাম দাস এই গ্রন্থ রচয়িতা। যেরূপ প্রামণ পাওয়া যায়, তাহাতে এই গ্রন্থ চৈতন্যদেবের অন্তর্দ্ধানের প্রায় দেড় শত বৎসর পরবর্ত্তী কালের গ্রন্থ। ঐ গ্রন্থে নবদ্বীপ ও মায়াপুরের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা নিম্নে লিখিত হইল। যথা

"যে দ্বাপরে কৃষ্ণ বিহরয় ব্রজপুরে।
সেই কলিযুগে প্রভু নদীয়া ভিতরে॥
নদীয়া বসতি অষ্ট ক্রোশ কেহ কয়।
অচিন্ত্য ধামের শক্তি সব সত্য হয়॥
নবদ্বীপধাম পদ্ম পুষ্প প্রায় রীত।
ক্ষণেকে সঙ্কোচ, ক্ষণেকে হয় বিস্তারিত॥" ৭১৩
"নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান॥
যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর।
তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর॥" ৭১৩

উপরি উক্ত বর্ণনায়, নবদ্বীপকে কখন পদ্মপুষ্প ও কখন বৃন্দাবন তুল্য ব্যাখ্যা করাতেই উহাকে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ঐ বর্ণনা দ্বারা মায়াপুর বলিয়া কোন স্বতন্ত্র স্থান থাকা প্রতিপন্ন হয় না পরন্তু, মায়াপুর যে কেবল গৌরাঙ্গের গৃহ তাহা উত্তমরূপ প্রকাশ পায়। বৃন্দাবনের মধ্যে যেমন শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান যোগপীঠ বলিয়া উল্লিখিত হয় তেমনি নবদ্বীপের মধ্যে চৈতন্য গৃহ ও মায়াপুর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

তাহার পর উক্ত গ্রন্থে নবদ্বীপ সম্বন্ধে কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা দেখাইতেছি। যথা—

"নবদ্বীপ নাম যৈছে বিখ্যাত জগতে।
শ্রবণাদি নববিধ ভক্তি দীপ্ত যাতে॥" ১০৯

অর্থাৎ যেখানে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নববিধ ভক্তি উদ্দীপ্ত হয়, তাহার নাম নবদ্বীপ। অন্যস্থলে

"অথবা শ্রীনবদ্বীপে নবদ্বীপ নাম।
পৃথক পৃথক কিন্তু হয় এক গ্রাম॥" ১১০

এই গ্রন্থে যে নয়টী গ্রামের নাম উল্লিখিত হইয়াছে তাহা এই—আৎপুর, (অন্তর্দ্বীপ) সিমুলিয়া, (সিমন্ত দ্বীপ) গাদিগাছা, (গোদ্রুমদ্বীপ) মাজিদা, (মধ্যদ্বীপ) কুলিয়াপাহাড়পুর, (কোলদ্বীপ) রাতুপুর, (ঋতুদ্বীপ) জান্নগর, (জহ্নুদ্বীপ) মাউগাছি, (মোদদ্রুম দ্বীপ) ও রুদ্রপাড়া, (রুদ্রদ্বীপ) ঐ ঐ দ্বীপের ঐ ঐ নাম কি কারণে হইয়াছে, তদ্বিষয়ে প্রত্যেকের এক এক রূপক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঐ সকল যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা উক্ত গ্রন্থ পাঠে তাহা সুস্পষ্ট অনুভূত হয়। অতএব ঐ গ্রন্থের দ্বারা কোন ভৌগোলিক বৃত্তান্ত অবধারিত হইতে পারে না।

ঐ সকল দ্বীপের মধ্যে কোন একটী দ্বীপের নাম নবদ্বীপ দেখিতে পাওয়া গেল না। কিন্তু নবদ্বীপ বলিয়া যে একটী বিশেষ গ্রাম ছিল চৈতন্য ভাগবতাদি গ্রন্থে তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। চৈতন্য ভাগবতকার যখন কুলিয়া, সিমলা, গাদিগাছা আদি গ্রামকে নবদ্বীপ হইতে পৃথকরূপে বর্ণনা করিয়াছেন তখন নবদ্বীপ নামক গ্রামের স্বাতন্ত্র্যই রক্ষা হইতেছে বলিতে হইবে।

আবার ভক্তিরত্নাকরে নবদ্বীপ বলিয়া কোন একটী বিশেষ গ্রাম বর্ণিত হয় নাই। পরন্তু উক্ত নয়টী দ্বীপের মধ্যস্থলে মায়াপুর বলিয়া একটী স্থান ও সেই স্থানে গৌরাঙ্গের জন্মভূমি কথিতহইয়াছে। তাহা হইলে ভাগবতাদি গ্রন্থোক্ত স্বতন্ত্র নবদ্বীপই যে ভক্তিরত্নাকরের লিখিত মায়াপুর তাহা উত্তম বুঝা যাইতেছে। এবং সেই স্বতন্ত্র নবদ্বীপ আজ পর্য্যন্ত ঐ নয়টী দ্বীপের মধ্যস্থলে বর্ত্তমান রহিয়াছে। অতএব সেই নবদ্বীপই যে মায়াপুর তাহাতে সন্দেহ নাই। ভক্তগণের নির্ণীত মায়াপুর ঐ নয়টী দ্বীপের মধ্যস্থ নহে, পার্শ্ববর্ত্তী, সুতরাং উহা মায়াপুর নহে—মিঞাপুর।

নবদ্বীপকে মায়াপুর বলিয়া উল্লেখ করিবার একটী কারণ আছে; চৈতন্য দেবের সময়ে সেই কারণ ছিল না, তজ্জন্য তৎসাময়িক গ্রন্থে ঐ শব্দ পাওয়া যায় না। চৈতন্যের অন্তর্দ্ধানের পর তাঁহার অবতারত্ব সম্বন্ধে

হিন্দু সমাজে একটা গোল পড়িয়া গেল, সুতরাং তাঁহার ভক্তগণকে তাঁহার অবতারত্ব প্রতিপাদন জন্য বিশেষ চেষ্টিত হইতে হইল। শাস্ত্রীয় বচন না থাকিলে কেহই অবতার বলিয়া স্বীকার করেন না। এ জন্য ভক্তগণ শাস্ত্রীয় প্রমাণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, এবং কোন গ্রন্থে মায়াপুরে ভগবান জন্ম গ্রহণ করিবেন এইরূপ প্রমাণ পাইয়া নবদ্বীপকেই পরে মায়াপুর বলিয়া কল্পনা করিয়াছিলেন। অতএব বর্ত্তমান নবদ্বীপই মায়াপুর, মায়াপুর বলিয়া আর কোন স্বতন্ত্র স্থান নাই।

নব্য ভক্তবৃন্দের 'নবদ্বীপধাম প্রচারিণী' সভার বিবরণ পত্রের সমস্ত অংশের সমালোচনা করিতে হইলে এক প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া পড়ে। আমার তত বিদ্যেও নাই, পয়সার যোগাড়ও নাই যে মুদ্রিত করি। তজ্জন্য স্থূল স্থূল বিষয়ের, এই মূর্খ ও পাষণ্ডের দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ সমালোচনা হইল। ইহাতে যে খরচ হইল তাহাই আমার অবস্থার অতিরিক্ত। পক্ষান্তরে ঐ সভার সভ্যগণ সকলেই বড়লোক, ধনশালী, তাঁহাদের সভা আছে, চাঁদা আছে, প্রেম আছে, সুতরাং যদি তাঁহারা ভক্তিরসপানে উন্মত্ত হইয়া এই পাষণ্ডদলনে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে যে কোন উপায়ে হউক ষণ্ড অবশ্যই শিং নাড়িতে ছাড়িবে না।

এই খানেই এই প্রস্তাবের শেষ হইল। যদি শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কৃপা হয়, তবে নবদ্বীপ ও কোন স্থলে প্রভুর গৃহ ছিল তৎ সম্বন্ধে আবার আসরে নামিবার বাসনা রহিল।

নব্যভক্ত গুণ গাই, কি সাধ্য আমার।
ইহাতে বর্ণিত হ'ল কিঞ্চিৎ তাহার॥
মরি নব্যভক্ত গুণ লইয়া বালাই।
পালা হইল সায়, সবে হরি বল ভাই॥

হরিবোল! হরিবোল!! হরিবোল!

১৩০৮ সালের বঙ্গবাসীর দ্বিতীয় উপহারের অন্তর্গত।

হিন্দুর তীর্থ

ভারতবর্ষের নানা তীর্থাদির বিবরণ

এ গ্রন্থে সঙ্কলিত।

কলিকাতা,

৮।২নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী ষ্টীম-মেসিন-প্রেসে

শ্রীঅরুণোদয় রায় দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩০৮ সাল।

মূল্য ।৶০ ছয় আনা, ডাঃ মাঃ এক আনা।

সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা
অঙ্গুরীয়ক চণ্ডী	১
অপরাজিতা দেবী	১
অবন্তিকা	১
অমরকণ্টক	২
অমরনাথ	২
অমরেশ্বর	৩
অযোধ্যা	৩
অরুণাচল তীর্থ	৪
অর্ব্বুদাচল তীর্থ	৪
অহল্যাপাষাণী	৫
আদিনাথ তীর্থ	৫
ইলোরা	৫
উগ্রতারা	৬
উজ্জয়ন্ত	৬
উজ্জানক	৬
উৎকল	৬
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম	৬
ঋষ্যমুখপর্ব্বত	৭
একাম্রকানন	৭
ওঙ্কারেশ্বর	৮
কটাক্ষরাজ	৯
কঠোরগিরি	৯
কণ্বাশ্রম	৯
কনখল	৯
কপাল তীর্থ	৯
কপালমোচন তীর্থ	১০
কপিলাশ্রম	১০
কপিলমুনি	১০
কপিলাসঙ্গম	১০
করঞ্জতীর্থ	১০
করতোয়া	১০
করুণাবাস	১০
কর্ণগড়	১০
কর্ণপ্রয়াগ	১১
কর্ণফুলী	১১
ক্ষীরভবানী	১১
কাশীপুর	১১
কাবেরী	১২
কামরূপ	১২
কালহস্তী	১২
কালীঘাট	১৩
কাশী	১৩
কুমারক্ষেত্র	১৭
কুম্ভকোণম্	১৭
কুমারীকুণ্ড	১৮
কুরুক্ষেত্র	১৮
কেদারনাথ	১৮
কৈলাসপর্ব্বত	১৯
খাণ্ডববন	১৯
গঙ্গা	১৯
গজেন্দ্রগড়	১৯
গণ্ডকী	১৯
গয়া	১৯
গাড়বাল	৪১
গোদাবরী	৪১
গোপ্রতার	৪২
গোমতী	৪২
গোলা গোকর্ণনাথ	৪২
গোবর্দ্ধণ	৪২
গোবর্দ্ধনগিরি	৪৩
গোষ্পদ	৪৩
গোকর্ণ মহাবলেশ্বর	৪৩
ঘণ্টেশ্বর	৪৩
চিদম্বরম্	৪৩

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
চামুণ্ডাবেটা	৪৪	নর্ম্মদা	৫১
চণ্ডীর পাহাড় তীর্থ	৪৪	নগরকোট তীর্থ	৫১
চন্দ্রশেখর তীর্থ	৪৪	নাগপত্তন	৫১
চন্দ্রনাথ	৪৪	নাভিগয়া	৫২
চম্পকারণ্য	৪৪	নারায়ণ বন	৫২
চম্পা	৪৪	নাসিক	৫২
চিন্তাপূর্ণী	৪৫	নৈমিষারণ্য	৫২
জগন্নাথ	৪৫	পঞ্চবটী	৫২
জনকপুর	৪৬	পাণ্ডবগুহা	৫২
জনকেশ্বর তীর্থ	৪৬	পশুপতিনাথ	৫২
জমদগ্নির আশ্রম	৪৬	পার্ব্বতীশৈল	৫৩
জয়ন্তিয়া	৪৬	পাদগয়া	৫৩
জম্বুকেশ্বর	৪৬	পাণ্ডুকেশ্বর	৫৩
জম্বুসর	৪৭	পৃথূদক	৫৩
জল্পেশ্বর	৪৭	প্রভাসতীর্থ	৫৩
জলন্ধর	৪৭	প্রয়াগ	৫৩
জ্বালামুখী	৪৭	বদরিকাশ্রম	৫৫
ঢাকা দক্ষিণ	৪৮	বিন্ধ্যবাসিনী	৫৫
তঞ্জাবুর	৪৮	বরাহচ্ছত্র	৫৫
তরুবা	৪৮	বাল্মীকির আশ্রম	৫৫
তলকাবেরী	৪৮	বিশ্বামিত্রের আশ্রম	৫৬
তাপী	৪৮	বৈদ্যনাথ	৫৬
তারকেশ্বর	৪৮	বারাগ্রাম	৫৬
তারাদেবী	৪৯	বৈদ্যেশ্বর	৫৬
তারাপুর	৪৯	বক্রেশ্বর তীর্থ	৫৬
ত্রিবেণী	৪৯	বৃন্দাবন	৫৬
তিরুপতি	৪৯	বিরিঞ্চিপুর	৫৮
দণ্ডকারণ্য	৪৯	বাণেশ্বর	৫৮
দৃষদ্বতী	৪৯	বালজী তীর্থ	৫৮
দ্বৈপায়নহ্রদ	৫০	ব্যাস সরোবর	৫৮
দিব্যকুণ্ড	৫০	ব্রাহ্মণী	৩৮
দুর্জ্জয়লিঙ্গ	৫০	বৈতরণী	৫৮
দেবলবাড়া	৫০	ব্রহ্মপুত্র	৫৯
দেবহ্রদ	৫০	ভৃগুক্ষেত্র	৫৯
দ্বারকাপুরী	৫০	মহাবলীপুর	৫৯
দ্রাক্ষারামা	৫১	মথুরা	৫৯
ধারবার	৫১	মহাবন	৫৯

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
মহালক্ষ্মী তীর্থ	৫৯	শূকরক্ষেত্র	৬৪
মহীশূর	৬০	শোলিঙ্গম	৬৪
মন্দারপর্ব্বত	৬০	শ্রীপঙ্কা তীর্থ	৬৫
মঙ্কেশ্বর	৬০	শ্রীরঙ্গপত্তন	৬৫
মঙ্গলাদ্রি	৬০	শ্রীরঙ্গম	৬৫
মথুরাপুরী	৬১	সর্পবরম্‌	৬৫
মায়াবরম্‌	৬১	সাক্ষিগোপাল বা সত্যবাদী গোপাল	৬৬
মানসসরোবর	৬১	সিংহাচল	৬৬
মুম্বাদেবী	৬১	সীতাকুণ্ড	৬৬
মেলচিদাম্বর	৬১	সূর্য্যকুণ্ড	৬৬
মেহার কালীবাড়ী	৬২	সূর্য্যদেবের জন্মস্থান	৬৬
মঙ্গলচণ্ডী	৬২	সেতুবন্ধরামেশ্বর	৬৭
যাজপুর	৬২	সোমনাথ	৬৭
রামগয়া	৬৩	স্বয়ম্ভুনাথ গয়া	৬৭
রামগিরি	৬৩	হরিহরছত্র	৬৭
রামতীর্থ	৬৩	হরিনাথ	৬৭
রামশর তীর্থ	৬৩	হরিদ্বার	৬৭
রেণুকাতীর্থ	৬৩	একান্নপীঠ	৬৮
লক্ষ্মণঝোলা	৬৪	তীর্থযাত্রা-পদ্ধতি	৭০
বোয়ালসর	৬৪	তীর্থযাত্রায় কর্ত্তব্য	৭১
শিববাড়ী তীর্থ	৬৪	অন্যান্য দেব-দেবী	৭২
শিবালি	৬৪		

সূচীপত্র সমাপ্ত।

হিন্দুর তীর্থ।

অঙ্গুরীয়ক চণ্ডী।

মোগ্রামে। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়া হইতে সাড়ে ছয় মাইল উত্তর। কলিকাতা হইতে হোরমিলার কোম্পানীর ষ্টীমারযোগে কাটোয়া; তথা হইতে নলিয়াপুর; নলিয়াপুর হইতে পদব্রজে, গো-শকটে বা নৌকাযোগে মোগ্রামে যাওয়া যায়। এই স্থানে সতীর অঙ্গুরীয়ক বা আংটী পতিত হইয়াছিল। ইহা একটী উপপীঠ।

অপরাজিতা দেবী।

কনকপুর গ্রামে। ই, আই, রেলের লুপলাইনের মুরারই ষ্টেশন হইতে দেড় ক্রোশ পশ্চিম। হাবড়া হইতে ১৫৫ মাইল; তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ২।৫।

এই স্থানে পাষাণময়ী কালিকা-মূর্ত্তি আছেন। অনেক মহাপুরুষ এই স্থানে সাধনা করিয়া, সিদ্ধ হইয়াছেন।

অবন্তিকা।

ইহার বর্ত্তমান নাম উজ্জয়িনী বা উজৈন। এই নগরী এক্ষণে সিন্ধিয়ার অধিকার-ভুক্ত। কলিকাতা হইতে রেলপথে ১০৯৪ মাইল; তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ১৭৷৴০। ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান রেলপথে জব্বলপুর ষ্টেশন; তথা হইতে গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলের খাণ্ডোয়া জংসন ষ্টেশন; তথা হইতে রাজপুতানা মালওয়া রেলের ফতেহাবাদ ষ্টেশন; ফতেহাবাদ হইতে উজ্জয়িনী শাখা-রেল-পথের শেষ ষ্টেশন,—উজ্জয়িনী।

ইহা মালব রাজ্যের রাজধানী। মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে এই নগর অবন্তী নগর বলিয়া উল্লিখিত। ইহার আরও কয়েকটী নাম,—অবন্তি, অবন্তিকা, বিশাখা ও পুষ্পকরন্তিনী।

উজ্জয়িনী—হিন্দু, বৌদ্ধ এবং জৈনদিগেরও তীর্থস্থান। এখানে মহাকাল নামক শিবলিঙ্গ আছেন। কেদারেশ্বর নামক ক্ষুদ্র একটী শিব-মন্দির এবং এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বিস্তর শিব-মন্দির আছে। শিপ্রা নদীর দক্ষিণে ভৈরবগড় বা ভৈরোগড়। এই স্থানে অনেক ভৈরব-মন্দির ও বিখ্যাত কাল-ভৈরবের মন্দির অবস্থিত। এতদ্ব্যতীত মঙ্গলেশ্বর, সহস্র-ধনু-কেশ্বর, দত্তাত্রেয়, চামুণ্ডা, সরস্বতী, প্রভৃতি অনেক দেব-মন্দির প্রসিদ্ধ।

উজ্জয়িনী সহরের বাহিরে দশাশ্বমেধ ঘাটের নিকট "অঙ্কপাত" নামক তীর্থে বিষ্ণুর বিশ্বরূপ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। ইহা বৈষ্ণবদিগের একটী প্রধান তীর্থ। প্রবাদ,—কৃষ্ণ ও বলদেব এই স্থানে সান্দীপনি মুনির নিকট পাঠাভ্যাস করিতে আসিতেন। বলরাম এই স্থানে প্রথম অঙ্কপাত করিয়াছিলেন বলিয়া, ইহার নাম "অঙ্কপাত" হইয়াছে। অঙ্কপাতে রাম সীতা ও লক্ষ্মণের বিগ্রহ আছে।

উজ্জয়িনী নগরের পার্শ্বে শিপ্রা-নদীতটে, রাজা ভর্তৃহরির গুহা। এই স্থানে ধ্যানস্থ ভর্তৃহরি ও, তাঁহার গুরু গোরখনাথের পাষাণ-মূর্ত্তি অবস্থিত। স্থানে স্থানে কয়েকটী শিব-লিঙ্গমূর্ত্তি রহিয়াছে; তন্মধ্যে কেবল কেদারে-শ্বরেরই যথারীতি পূজা হইয়া থাকে।

উজ্জয়িনীর কালিয়দী বা কালীয়দহ নামক দেবস্থল দর্শনযোগ্য। এখানে পূর্ব্বে বিষ্ণু-মন্দির ছিল।

বর্ত্তমান উজ্জয়িনীর কিয়দ্দূর দক্ষিণে বিক্রমাদিত্যের প্রাচীন উজ্জয়িনী; এক্ষণে ভূগর্ভে নিহিত; ১০।১২ হাত নিম্নে ভূগর্ভে প্রাচীন নগরের চিহ্ন দৃষ্ট হয়।

অমরকণ্টক।

মধ্য ভারতে পার্ব্বত্য-প্রদেশে রতনপুরের অন্তর্গত পর্ব্বত-বিশেষ। হাবড়া হইতে ই, আই রেলে এসেনসোল; তথা হইতে বেঙ্গল নাগপুর রেলে বিলাসপুর; বিলাসপুর হইতে কাট্নি ব্রাঞ্চ-লাইনে পেণ্ড্রারোড ষ্টেশন; এই ষ্টেশনে নামিয়া পূর্ব্ব দিকে সাড়ে তিন ক্রোশ যাইতে হয়। কলিকাতা হইতে পেণ্ড্রারোড ষ্টেশনের তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ৬৷১০ আনা।

এই পর্ব্বতস্থ পাঁচকুণ্ড হ্রদ নর্ম্মদা নদীর উৎপত্তি-স্থান। এই স্থানে বহুতর দেবালয় বিরাজমান। এই স্থানে ভগবান ত্রিপুরারি ত্রিপুর ধ্বংস করেন। অমরকণ্টক হইতে নর্ম্মদার সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত দশ কোটী তীর্থ অবস্থিত। অনুমান, অমরকণ্টকই কবি কালিদাস রচিত "মেঘদূতে"র আম্রকূট। ইহার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরী ৩৫৯০ ফিট উচ্চ।

অমরনাথ।

অমরনাথ কাশ্মীরের প্রধান তীর্থ। হাবড়া হইতে গাজিয়াবাদ হইয়া নর্থওয়েষ্ট রেলের রাওলপিণ্ডি; তথা হইতে কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর যাইতে হয়; শ্রীনগর হইতে অমরনাথ চলা পথ। অথবা এন, ডবলিউ রেলের এবটা-বাদ ষ্টেশন হইয়া মুরী; মুরী হইতে শ্রীনগর টোঙ্গা বা ঘোড়ায় যাইতে হয়। পথ অতি দুর্গম। কলিকাতা হইতে রাওলপিণ্ডি ১৪৪৩ মাইল, তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ১৭৸৹। অমরনাথ প্রসিদ্ধ তীর্থ। রাখীপূর্ণিমার সময় নানা দেশ হইতে, সন্ন্যাসী মহান্ত প্রভৃতি এখানে তুষারময় শিবলিঙ্গ দর্শন করিবার জন্য আগমন করিয়া থাকেন।

রাখী পূর্ণিমার পনর দিন পূর্ব্বে শ্রীনগরের নিকট রামবাণ নামক স্থানে রাজ ঝাণ্ডা বা পতাকা উড়াইয়া দেওয়া হয়। তাহা দেখিয়া, যাত্রিগণ ঐ স্থানে সমবেত হয়। পূর্ণিমার এক সপ্তাহ পূর্ব্বে যাত্রিগণ এই স্থান হইতে যাত্রা করিয়া, অনন্তনাগ নামক স্থানে গমন করে। অনন্তনাগ হইতে অমরনাথ আটাশ ক্রোশ। এই স্থানে যাত্রিগণ তাহাদের আপন-আপন পাথেয় দ্রব্য সামগ্রী খরিদ করিয়া লয়; কারণ, ইহার পর বহুদূর পর্য্যন্ত জনপ্রাণী বা লোকালয় নাই। শ্রীনগর হইতে অমরনাথ,—ইহার মধ্যে কুড়িটী তীর্থস্থান আছে। ১ম, শ্রীস্নান.— বিতস্তা নদী পার হইয়া, যাত্রীরা কশ্যপ মুনির শ্রীস্নানে স্নান করে। ২য়, পান্থতন,—এই স্থানের শিবকুণ্ডে যাত্রীরা স্নান করে। ৩য়, পদিনাপুর বা পাম্পুর,—এখানে অনেক ভগ্ন দেবালয় আছে। ৪র্থ, যক্ররু নামক স্থানে যাত্রীরা স্নান ও মহাদেব দর্শন করে। ৫ম, অবন্তিপুর। ৬ষ্ঠ, বাগহনু উৎস। ৭ম, হস্তীকি নরকনির্গম। ৮ম, চক্রধর। ৯ম, দেবকী স্থান। ১০ম, বিজয়েশ্বর। ১১শ, হরিশ্চন্দ্র রাজ। ১২শ, তেজোবর। ১৩শ, সৌর গহ্বর। ১৪শ, সুকর গাঁ। ১৫শ, বদ্রুরু। ১৬শ, সলর। ১৭শ, গণেশ বুল। ১৮শ, নীলগঙ্গা। ১৯শ, স্থানেশ্বর। ২০শ, অমরেশ্বরের গুহা।

পূর্ণিমার দিন শিবের তুষারময় লিঙ্গ পূর্ণ-মূর্ত্তিতে দেখা দেন; পূর্ণিমার প্রতিপদ হইতে

দিন দিন এক কলা করিয়া কমিতে থাকেন; অমাবস্যার দিন শিব-লিঙ্গের চিহ্নমাত্রও থাকে না; আবার শুক্লপক্ষের প্রতিপদ হইতে এক এক কলা করিয়া বৃদ্ধি পাইয়া, ইনি পূর্ণিমায় পূর্ণ মূর্ত্তিতে দর্শন দেন। কেহ কেহ বলেন,—মহাদেব এই স্থানে কপোতরূপে ভক্তগণকে দেখা দিয়া থাকেন। পাণ্ডারা ঐ সকল পায়রা উড়াইয়া দেয়।

অমরেশ্বর।

নর্ম্মদা নদী-তীরে মহাদেবের পার্থিব লিঙ্গ। রাজপুতানা মালওয়া রেলের মরটাবংকা ষ্টেশনের সাড়ে তিন ক্রোশ দূরে।

অযোধ্যা।

অযোধ্যা,—ভগবান রামচন্দ্রের রাজধানী,—প্রাচীন হিন্দুতীর্থ।

ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান রেলে হাবড়া হইতে মোগলসরাই; তথা হইতে আউদ-রোহিল খণ্ড রেলে ফৈজাবাদ; ফৈজাবাদ হইতে শাখা-রেলে অযোধ্যা ঘাট। হাবড়া হইতে মোগলসরাই তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ৬৵১৫; তথা হইতে অযোধ্যা-ঘাট ১৸০ আনা,—মোট ৭৸৵১৫ টাকা।

কালপ্রভাবে অযোধ্যার অনেক প্রাচীন কীর্ত্তিই লোপ পায়, বিক্রমাজিত নামক জনৈক হিন্দুরাজা এই জঙ্গল কাটাইয়া, অনেক লুপ্ত কীর্ত্তির উদ্ধার করেন। তাঁহার রাজত্ব-কালে ৩৬০টী দেবালয় নির্ম্মিত হয়; এখনও প্রায় ত্রিশটী বিদ্যমান।

অযোধ্যার রামকোট, শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমি, স্বর্গদ্বার, অশ্বমেধস্থান, মণিপর্ব্বত, সুগ্রীব-পর্ব্বত, কুবের পর্ব্বত, হনুমানকোট এবং সরযূ নদীতীরে রাম লক্ষ্মণাদির ঘাট ইত্যাদি অবশ্য দর্শনীয়।

অযোধ্যা-মাহাত্ম্যে লিখিত আছে,—

"নৃলোকে দেবলোকে চ তীর্থংত্রৈলোক্যবিশ্রুতং।
অযোধ্যা নাম বিখ্যাতং সর্ব্বদেবনমস্কৃতং॥"

অর্থাৎ "নরলোক,—দেবলোক,—এমন কি ত্রিলোক-বিখ্যাত অযোধ্যা,—সর্ব্ব দেবের নমস্য।"

"দশকোটি সহস্রাণি দশকোটিশতানি চ।
এতানি সর্ব্বতীর্থানি ত্রিসন্ধ্যং নিবসন্তি চ॥"

অর্থাৎ,—"অযোধ্যায় ত্রিসন্ধ্যা দশ সহস্র দশ শত কোটি তীর্থ বিরাজ করে।"

"অন্যদেশে স্থিতো যস্তু অযোধ্যাং মনসা স্মরেৎ।
নশ্যন্তি সর্ব্বপাপানি নাকপৃষ্ঠে চ পূজ্যতে॥"

অর্থাৎ,—"দেশান্তরে থাকিয়াও যে ব্যক্তি কেবল মনে মনে অযোধ্যা স্মরণ করে, সে ব্যক্তিরও সমস্ত পাপ নষ্ট হয়; সে স্বর্গ-ধামে পূজা পায়।"

"জন্মপ্রভৃতি যৎপাপং স্ত্রিয় বা পুরুষস্য বা।
অযোধ্যা স্নানমাত্রেণ সর্ব্বমেব প্রণশ্যতি॥"

অর্থাৎ,—"স্ত্রীই হউক আর পুরুষই হউক; আজন্ম যে যত পাপ করুক না কেন, অযোধ্যায় স্নান মাত্রেই তাহার সকল পাপ নষ্ট হয়।"

"প্রাপ্য দ্বাদশরাত্রাণি অযোধ্যাং নিয়তঃ শুচিঃ।
ক্রতূন সর্ব্বানবাপ্নোতি স্বর্গলোকং স গচ্ছতি॥"

অর্থাৎ—"যে ব্যক্তি নিয়ত ও শুচি হইয়া অযোধ্যায় দ্বাদশ রাত্রি অবস্থান করে, সে যাবতীয় যজ্ঞ ফল প্রাপ্ত হয় এবং স্বর্গে গমন করে।"

অযোধ্যা-পদ্ধতি।—অযোধ্যায় গমন করিয়া, প্রথমে সরযূতীর্থে সামান্যতীর্থ পদ্ধতি অনুসারে যাবতীয় কর্ম্ম সম্পাদন করিবে; পরে গ্রাম মধ্যে হনুমানের নিকটে গিয়া নিম্ন-লিখিত সপ্রণব মন্ত্রে ধ্যান করিবে;—

"মহাশৈলং সমুৎপাট্য ধাবন্তং রাবণং প্রতি।
তিষ্ঠ তিষ্ঠ রণে দুষ্ট ঘোররাবং সমুৎসৃজন্॥
লাক্ষারক্তারুণং রৌদ্রং কালান্তক যমোপমম্।
জলদগ্নি সমনেত্রং সূর্য্যকোটি সমপ্রভং॥
অঙ্গদাদ্যৈর্মহাবীরৈর্ব্বেষ্টিতং রুদ্ররূপিণং॥"

ধ্যানানন্তর সপ্রণব "হনুমতে নমঃ" বলিয়া

হনুমানের পূজা করিবে; পরে শ্রীরাম সন্নিধানে গমন করিয়া, কৃতাঞ্জলি পুটে প্রার্থনা করিবে,—

"রাম রাম হরে রাম শ্রীরাম কমলাপতি !
অধমানাং কৃপানাথ ত্বমেব শরণং গতিঃ ॥"

তাহার পর,—এই বলিয়া শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যান করিবে ;—

"কলাম্ভোধরকান্তি কান্তমনিশং
বীরাসনাধ্যাসিনং।
মুদ্রাং জ্ঞানময়ীং দধানমপরং
হস্তাম্বুজং জানুনি ॥
সীতাং পার্শ্বগতাং সরোরুহকরাং
বিদ্যুন্নিভাং রাঘবং।
পশ্যন্তং মুকুটাঙ্গদাদি
বিবিধা কল্পোজ্জ্বলাঙ্গং ভজে ॥"

ধ্যান করিয়া সপ্রণব 'রামায় নমঃ' বলিয়া পূজা করিবে; পরে এই বলিয়া নমস্কার করিবে ;—

'রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ ॥"

পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে রামজননী কৌশল্যার প্রার্থনা করিবে,—

"রামস্য জননী চাসি রামময়মিদং জগৎ ;
অতস্ত্বাং পূজয়িষ্যামি লোকমাতর্নমোঽস্তুতে ॥"

প্রার্থনার পর পূজা করিবে। অনন্তর দশরথের অর্চ্চনা করিবে। পরে সীতা, সুগ্রীব, ভরত, বিভীষণ প্রভৃতির এবং লোকপালগণের দর্শন ও পূজা করিবে। পুত্রেষ্টি যজ্ঞ ও অশ্বমেধ যজ্ঞের স্থান দর্শন করিবে। কৃত্তিবাস শিবের দর্শন ও পূজা করিবে। পুনর্জ্জন্মনিবৃত্তিকামনায় জনক মহর্ষির কূপে স্নান তর্পণ ও সেই জলপান করিবে। অন্যান্য কার্য্য,—সামান্য তীর্থ-পদ্ধতির ন্যায়।

যে ব্যক্তি অযোধ্যায় বাস করিয়া, মৃত্যু করতলগত হয়, সে আর পুনর্জ্জন্মের জ্বালা ভোগ করে না; শ্রীরাম-নবমীতে যে ব্যক্তি শ্রীরামচন্দ্রের উদ্দেশে কর্ম্ম করে, সে কোটি সূর্য্যগ্রহণ কালীন ফল পাইয়া থাকে। শ্রীরামনবমীতে যে ব্যক্তি উপবাস, জাগরণ ও পিতৃতর্পণ করে, সে ব্রহ্মলোকে গমন করে। রামনবমী পুনর্ব্বসু নক্ষত্রযুক্ত হইলে, সর্ব্বকামদায়িনী এবং মধ্যাহ্নব্যাপিনী হইলে, মহাপুণ্যপ্রদায়িনী হইয়া থাকে।

অরুণাচল তীর্থ।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে। বর্ত্তমান নাম তিরুবন্নমলয়। ইহা ভিনাপুরম-ঘণ্টাকুল ষ্টেট রেলের একটী ষ্টেশন। পণ্ডীচারী হইতে ভাড়া তৃতীয় শ্রেণীর বারো আনা। এই ষ্টেশন হইতে অরুণাচল অৰ্দ্ধ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এই পাহাড় সাগর-তল হইতে ২৬৬৪ ফিট উচ্চ। ইহার উপর মহাদেবের পাঞ্চভৌতিক মূর্ত্তির তেজোমূর্ত্তি বিরাজমান। ইহা ছাড়া পার্ব্বতীদেবী, সুব্রহ্মণ্যদেব, চণ্ডীকেশ্বর প্রভৃতি অনেক দেব-দেবী রহিয়াছেন।

অর্ব্বুদাচল তীর্থ।

আজ কাল আবু-পাহাড় নামে খ্যাত। ইহা রাজপুতানার শিরোহি রাজ্যের মধ্যস্থ আরাবল্লী পর্ব্বতের একটী শৃঙ্গ। দেখিতে একটী আবের ন্যায় বলিয়া, ইহার নাম অর্ব্বুদ। ই, আই, রেলে এলাহাবাদ হইয়া আগ্রা; আগ্রা হইতে রাজপুতানা মালোয়া রেলের আবুরোড ষ্টেশনে নামিয়া, সাড়ে সাত ক্রোশ যাইতে হয়। বরাবর পাকা রাস্তা।

অর্ব্বুদাচল অতি প্রাচীন তীর্থ। এই স্থানে ভগবান রামচন্দ্রের পুরোহিত বসিষ্ঠ দেবের আশ্রম ছিল। এই স্থানেই বসিষ্ঠদেব বেদধ্বংসকারী দৈত্যগণকে বিনাশ করিবার জন্য একটী যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞকুণ্ড হইতে প্রমার বংশের আদিপুরুষ উত্থিত হইয়াছিলেন। এই স্থানে বসিষ্ঠদেবের একটী মন্দির বিরাজিত। ঐ মন্দিরের প্রস্তর-গাত্রে ক্ষোদিত আছে যে, বসিষ্ঠদেব হিমালয়ে

তপস্যাপূর্ব্বক, সিদ্ধি লাভ করিয়া, প্রস্থান-কালে ব্রহ্মার অনুমতি লইয়া, হিমালয়ের একটী শৃঙ্গ উত্তোলন করেন এবং এই স্থানে রক্ষা করেন।

এইখানে অনেকগুলি অতিশয় পুরাতন শিবমন্দির আছে। কয়েকটী জৈন মন্দিরও বর্ত্তমান। এখানকার জল-হাওয়া ভাল; তাই অনেক ইংরেজ এই স্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া, বাস করিতেছেন।

অহল্যা-পাষাণী।

ডুমরাওন হইতে সাড়ে চারি ক্রোশ উত্তরে। ই, আই রেলের বক্সার ষ্টেশন হইতে আড়াই ক্রোশ দূরে ডুমরাওন। হাবড়া হইতে ৪১১ মাইল; ভাড়া ৫৷৴১৫।

এই স্থানে ত্রেতাযুগে ভগবান রামচন্দ্র গৌতম-অভিশপ্তা পাষাণময়ী অহল্যার উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের ও অহল্যার পাষাণময়ী মূর্ত্তি বিরাজিত।

আদিনাথ তীর্থ।

চট্টগ্রামের পশ্চিম ভাগে মহেশখালি দ্বীপে পাহাড়ের উপর আদিনাথ দেবের মন্দির। চট্টগ্রাম হইতে নৌকাযোগে যাইতে হয়।

ইলোরা।

কলিকাতা হইতে ই, আই রেলে এসোন-সোল; তথা হইতে বেঙ্গল নাগপুর রেলে নাগপুর; নাগপুর হইতে গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলের নন্দগাঁ বা নাদগাঁ ষ্টেশন; এই নন্দগাঁ হইতে ৪৪ মাইল দূরে ইলোরা। ভাড়া হাবড়া হইতে ১১৸০ টাকা। এই স্থান বোম্বাইয়ের পূর্ব্বে,—দৌলতাবাদ নামক স্থানের সন্নিকট। দৌলতাবাদ নিজামস্ গ্যারাণ্টিড ষ্টেট রেলওয়ের একটী ষ্টেশন।

ইলোরা বা ভিরুল হিন্দুদিগের গ্রীঘ্নেশ্বর নামক প্রাচীন শিবতীর্থ। বর্ত্তমান নগরের এক মাইল দূরে বিখ্যাত গুহা। গুহাগুলি অতি প্রাচীন। কতকাল পূর্ব্বে যে প্রকাণ্ড পাহাড়ে এই সকল গুহা খোদিত হইয়াছে, তাহা ঠিক নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। দূর হইতে দেখিলে মনে হয়, এই সকল গুহা একটী অর্দ্ধ চন্দ্রাকার পাহাড়ের উপরে রহিয়াছে। নিকটে যাইলে মনে হয়, সেগুলি এক একটী প্রকাণ্ড দরজা।

সর্ব্বসমেত প্রায় বত্রিশটী গুহা আছে। উত্তর দিকের ৬টী জৈনদিগের; দক্ষিণ দিকের ১০টী বৌদ্ধদিগের; বাকী সমস্ত গুহাই হিন্দু-দিগের। এ গুলি ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। যাঁহাদের অর্থ ও কৌতূহল আছে, তাঁহারা যেন, জগতের এই অতি বিস্ময়কর ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়া আইসেন। আমরা নিম্নে কয়েকটী মাত্র গুহার বিবরণ দিলাম। ১ম, জগন্নাথ-গুহা।—ইহার প্রবেশমুখে ধ্যান-নিমগ্ন প্রায় তিন হাত দীর্ঘ জগন্নাথের মূর্ত্তি; পার্শ্বে জয় ও বিজয়ের মূর্ত্তি। গুহার মধ্যে ২টী গৃহ আছে; ভিতরের গৃহটীতে ১২টী স্তম্ভ ও নানা প্রকার মূর্ত্তি। এই গুহার প্রবেশ দ্বার ৩৫ ফিট বিস্তৃত। ২য়, আদিনাথ গুহা।—উপরে লক্ষ্মী-নারায়ণ মূর্ত্তি, অভ্যন্তরে প্রায় তিন হাত উচ্চ আদিনাথ মূর্ত্তি। ৩য়, ইন্দ্রসভা গুহা।—ইহার অভ্যন্তরে আরও কয়েকটী গুহা আছে। ইন্দ্রসভা গুহাটী দেখিতে বড় সুন্দর। পাহাড় কাটিয়া মন্দিরাকারে এই গুহা খোদিত হইয়াছে। মধ্যস্থলে সিংহাসনের উপর ধ্যান-নিরত মুনিমূর্ত্তি; দক্ষিণে একটী হস্তি-মূর্ত্তি এবং আরও কয়েকটী তপস্বীর মূর্ত্তি বিরাজিত। কিছু দূরেই প্রকাণ্ড ঐরাবত হস্তীর উপর ইন্দ্রমূর্ত্তি; পরেই চারি জন সখী-বেষ্টিতা সিংহোপরি-উপবিষ্টা ইন্দ্রাণী। ইন্দ্রাণীর কোলে একটী শিশু। ইহা ছাড়া আরও অনেক

মূর্ত্তি রহিয়াছে। গৃহে বারোটি স্তম্ভ। ৪র্থ, পরশুরামগুহা।—এই গুহাটীও চমৎকার। ৫ম, কৈলাস বা নীলকণ্ঠ মহাদেব গুহা।—প্রবেশ-পথে একটী ষণ্ডের মূর্ত্তি। অভ্যন্তরে উৎকৃষ্ট প্রস্তর-নির্ম্মিত শিবলিঙ্গ। ইহা ছাড়া কার্ত্তিক, গণেশ, সরস্বতী প্রভৃতির মূর্ত্তিও রহিয়াছে। প্রবেশের দ্বার-পার্শ্বে লক্ষ্মী। ৬ষ্ঠ, রামেশ্বর গুহা।—ইহারও প্রবেশ-দ্বারে একটী শয়ান ষণ্ডের মূর্ত্তি; তৎপার্শ্বে জলপূর্ণ কুণ্ড। অভ্যন্তরে শিবলিঙ্গ। এই গুহার ভিতর আরও অনেকগুলি কৌতুক-জনক খোদিত মূর্ত্তি। ৭ম, জনবাস গুহা।—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, বরাহদেব, ও কুম্ভকর্ণ প্রভৃতির বিস্ময়কর মূর্ত্তি এই গুহায় বিরাজিত। ৮ম, দশ অবতার গুহা। এই গুহার মধ্যে দশ অবতারের লীলা-মূর্ত্তি এবং গণপতি, পার্ব্বতী, সূর্য্য প্রভৃতি অনেক মূর্ত্তি রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন ডুমারলেনা, কুমারবর, ভরত-শত্রুঘ্ন-গুহা, বিশ্বকর্ম্মা গুহা প্রভৃতি গুহাসকল একান্ত দ্রষ্টব্য।

উগ্রতারা।

ত্রিহুতের অন্তর্গত বনগাঁ মহিষী গ্রামে। ই, আই রেলে মুঙ্গের; তথা হইতে ষ্টীমার-যোগে গোগরী। গোগরী হইতে পনর ক্রোশ দূরে বনগাঁ-মহিষী গ্রাম। ইহা উগ্রতারা দেবীর পীঠস্থান।

উজ্জয়ন্ত।

কাটিবার প্রদেশের অন্তর্গত একটী পাহাড়। বর্ত্তমান নাম গিবর্ণার। ইহা হিন্দুদিগের প্রাচীন তীর্থ। যথা;—

"পুণ্যো গিরৌ সুরাষ্ট্রেষু মৃগপক্ষিনিষেবিতে।
উজ্জয়ন্তে স্ম তপ্তাঙ্গো নাকপৃষ্ঠে মহীয়তে॥"

স্কন্দপুরাণে প্রভাস-খণ্ডে,—

"সোমনাথস্য সান্নিধ্যে উজ্জয়ন্তো গিরির্মহান।"

উজ্জানক।

বর্ত্তমান নাম স্বাৎ বা সুয়াৎ। কাশ্মীর দেশে অবস্থিত। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বাধ্যায়ে ও বনপর্ব্বে ইহার উল্লেখ আছে। যথা,—

"উজ্জানক উপস্পৃশ্য আষ্টিসেনস্য চাশ্রমে।
পিঙ্গায়াশ্চাশ্রমে স্নাত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥"

এক্ষণে বৌদ্ধগণ এই স্থানে তীর্থ করিতে আসেন।

উৎকল।

বর্ত্তমান উড়িষ্যা। অন্যতম মহাতীর্থ। কপিল-সংহিতার মতে ইহার ন্যায় পুণ্যভূমি জগতে আর নাই। যথা,—

"বর্ষাণাং ভারতঃ শ্রেষ্ঠো দেশানামুৎকলঃ শ্রুতঃ।
উৎকলস্য সমো দেশো দেশো নাস্তি মহীতলে॥"

স্কন্দপুরাণে,—

"সাগরস্যোত্তরতীরে মহানদ্যাস্তু দক্ষিণে।
স প্রদেশ পৃথিব্যাং হি সর্ব্বতীর্থ-ফলপ্রদঃ॥"

উৎকলের মধ্যে ৪টী পুণ্যক্ষেত্র আছে। যথা, বিরজাক্ষেত্র, শাম্ভবক্ষেত্র, পদ্মক্ষেত্র, ও পুরুষোত্তম ক্ষেত্র।

উৎকলে অনেকগুলি তীর্থ আছে। যথা,—বৈতরণী, রোহিণ-কুণ্ড, যমেশ্বর, শঙ্খাকার, কপালমোচন, শবরাগার, বিরজমণ্ডল, বিন্দু-তীর্থ, কপোতেশস্থলী, বিল্বেশ, মহাবেদী, বটসাগর-সঙ্গম, শ্বেতগঙ্গা, ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবর, কপিল, সোমতীর্থ, সিদ্ধেশ্বর, কেদারেশস্থলী, গন্ধবতী, মেঘেশ্বর, নীলাচল, স্বর্ণকূট, সুবর্ণ-রেখা, ঋষিকুল্যা, মহানদী, চিত্রোৎপলা, ব্রাহ্মী, ভার্গবী, পুষ্পভদ্রা ইত্যাদি।

ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম।

ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত। সিংহেশ্বর নামক স্থানে। কলিকাতা হইতে মোকামা ঘাট

পার হইয়া, বি এন, ডবলিউ রেলে সিমুরিয়া-ঘাট। তথা হইতে রঘুনাথপুর ষ্টেশন। রঘুনাথপুর কলিকাতা হইতে ৪২৬ মাইল; ভাড়া ৮৶০ আনা। রঘুনাথপুর হইতে সিংহেশ্বর ১২ ক্রোশ। গোশকটেও যাওয়া যায়। এই স্থানে ঋষ্যশৃঙ্গেশ্বর নামে শিব আছেন। শিবরাত্রির সময় এখানে এক পক্ষ কাল মেলা হয়।

ঋষ্যমুখ পর্ব্বত।

সাদার্ণ (দক্ষিণ) মাহরাটা রেলের গুণ্টাকল জংশন হইতে "হসপেট" ষ্টেশন। তথা হইতে সাত মাইল দূরে হাম্পি। হাম্পির নিকট তুঙ্গভদ্রা নদীর বামভাগে ঋষ্যমুখ পর্ব্বত-শৃঙ্গ।

ত্রেতায় ভগবান রামচন্দ্র সুগ্রীবের সহিত মিলিত হইয়া, তুঙ্গভদ্রায় স্নান সমাপনপূর্ব্বক যে স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন, সেই স্থানে রামস্বামীর মন্দির ও বিগ্রহ রহিয়াছে। ইহা বৈষ্ণবদিগের পুণ্যতীর্থ। ইহার অপর পারে ঋষ্যমুখ পর্ব্বত। এই পর্ব্বতের উপর বায়ু-বনিতা অঞ্জনা যে স্থলে হনুমানকে প্রসব করিয়াছিলেন, সেই স্থানে একটী মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ মন্দিরে আঞ্জনেয় স্বামীর বিগ্রহ আছে। এই স্থান হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে বিখ্যাত পম্পা সরোবর। ইহার কিছু দূরে তারাগড়, বালিকূট, অঙ্গদকূট প্রভৃতি শৃঙ্গ। সন্নিকটেই বিরূপাক্ষ দেবের মন্দির, পম্পাবতীশ্বরের মন্দির, বিদ্যারণ্য স্বামীর সমাধি প্রভৃতি অবস্থিত।

একাম্রকানন।

উড়িষ্যায়। কাশীতুল্য পুণ্যক্ষেত্র। কটক হইতে বিশ মাইল দূর। ইহাকে লোকে সচরাচর ভুবনেশ্বর বলিয়া থাকে।

হাবড়ায় বেঙ্গল-নাগপুর রেলে উড়িষ্যা ভুবনেশ্বর ষ্টেশনে নামিতে হয়। ভাড়া ৩৸৹ টাকা।

পুরাণে এই স্থান কাশীতুল্য পুণ্যভূমি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যথা ব্রহ্মপুরাণে,—

"সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং ক্ষেত্রং পরমদুর্লভং।
লিঙ্গকোটীসমাযুক্তং বারাণসীসমপ্রভং।
একাম্রকেতি বিখ্যাতং তীর্থাষ্টকসমন্বিতং॥"

অর্থাৎ "অষ্টতীর্থ-সমন্বিত একাম্রক নামে খ্যাত তীর্থ সর্ব্বপাপহর, পরমদুর্লভ, কোটী-লিঙ্গসমন্বিত এবং কাশীতুল্য।"

অপিচ শিবপুরাণে,—

"শ্রীমদুৎকলকে ক্ষেত্রে দক্ষিণার্ণব সন্নিধৌ।
বিন্ধ্যপাদোদ্ভবাদিত্যা নদ্যাস্তে পূর্ব্বগামিনী
সরিত্তদুদ্ভবা হ্যেকা নাম্না গন্ধবতী শ্রুতা।
সাক্ষাদিবস্থ সা গঙ্গা কাশ্যামুত্তরবাহিনী॥
সর্ব্বপাপহরং দিব্যং তত্তীরে সদনং মম।
একাম্রকমিতি খ্যাতং বরতে কিল সুন্দরি॥"

অর্থাৎ "হে পার্ব্বতি! উড়িষ্যা দেশে দক্ষিণ সাগরের তীরে বিন্ধ্যপর্ব্বতোদ্ভূতা পূর্ব্ব-গামিনী একটী নদী আছে। সেই নদীর নাম গন্ধবতী। ইহা সাক্ষাৎ কাশীর উত্তর-বাহিনী গঙ্গার ন্যায়। এই নদীতীরে আমার সর্ব্বপাপ-নাশক একাম্র নামে খ্যাত নগর আছে।"

এই স্থানে বহুতর প্রাচীন দেবালয় আছে। ভুবনেশ্বরের মন্দির সর্ব্বপ্রধান। ভুবনেশ্বরের প্রকৃত নাম ত্রিভুবনেশ্বর বা লিঙ্গরাজ। বিন্দু-হ্রদের নিকট হইতে এই মন্দিরের দৃশ্য বড়ই মনোহর। এই বিন্দুসরোবরে স্নান করিলে, সকল পাপ নষ্ট হয়। যথা ব্রহ্মপুরাণে,—

"তত্র বিন্দুসরস্তীর্থং তীর্থবিন্দুভিপূরিতম্।
তস্য মজ্জনমাত্রেণ সর্ব্বতীর্থাবগাহনম্॥"

অর্থাৎ "বিন্দু সরোবর, যাবতীয় তীর্থের অংশ দ্বারা পরিপূরিত। সুতরাং এখানে স্নান করিলে, সকল তীর্থে অবগাহনের ফল হয়।"

ভুবনেশ্বরের মন্দির প্রায় দেড় শত ফিট উচ্চ। আরও অনেক উচ্চ ও বৃহৎ দেবালয়

রহিয়াছে। যথা—রামেশ্বর, যমেশ্বর, রাজরাণী, ব্রহ্মেশ্বর, ভাস্করেশ্বর, অনন্তবাসুদেব বা রামকৃষ্ণ, মুক্তীশ্বর, কেদারেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, পরমহংসেশ্বর, অলাবুকেশ্বর, কপিলেশ্বর, গৌরীকুণ্ড, কোটি-তীর্থেশ্বর প্রভৃতি। প্রত্যেক বড় বড় দেবালয়ের সম্মুখে একটী করিয়া সরোবর আছে। তন্মধ্যে বিন্দুসাগর, পাপনাশিনী, ব্রহ্মকুণ্ড, কপিলহ্রদ, কোটীতীর্থ, অলাবুকুণ্ড, গঙ্গাযমুনা পাপনাশিনী, রামকুণ্ড, প্রভৃতি প্রধান।

কাশীতে যেমন দেবালয় দেখিবার যাত্রাবিধি আছে, ভুবনেশ্বরেও সেইরূপ যথা,—

১ম যাত্রায় সন্দর্শন ;—

(১) অনন্তবাসুদেব, (২) গোপালিনী, (৩) চন্দ্ররুদ্র, (৪) কার্ত্তিকেয়, (৫) গণেশ, (৬) বৃষভ, (৭) কল্পবৃক্ষ, (৮) সাবিত্রী, (৯) লিঙ্গরাজ, (১০) একাম্রেশ্বর, (১১) উগ্রেশ্বর, (১২) বিশ্বেশ্বর, (১৩) চিত্রগুপ্তেশ্বর, (১৪) শাবরেশ্বর, (১৫) লড্ডুকেশ্বর, (১৬) শক্রেশ্বর, (১৭) ঈশানেশ্বর, (১৮) ভারভূতীশ্বর, (১৯) শ্রীকান্তেশ্বর, (২০) লাঙ্গুলীশ্বর, (২১) সোমেশ্বর, (২২) শিখণ্ডীশ্বর, (২৩) দর্দ্দূরেশ্বর, (২৪) অনন্তেশ্বর, (২৫) সোমসূত্রেশ্বর।

২য় যাত্রায় পরিক্রমণ দর্শন ;—

(১) কপিলকুণ্ড, (২) মুক্তীশ্বর, (৩) বরুণেশ্বর, (৪) যোগমাতা রাধা, (৫) ঈশানেশ্বর, (৬) দ্বিতীয় ঈশানেশ্বর, (৭) যমেশ্বর।

৩য় যাত্রায়,—

(১) গঙ্গাযমুনা, (২) লক্ষ্মীশ্বর, (৩) স্থূলোকেশ্বর, (৪) রুদ্রেশ্বর।

৪র্থ যাত্রায়,—

(১) কোটীতীর্থেশ্বর, (২) স্বর্ণজলেশ্বর, (৩) সর্ব্বেশ্বর, (৪) সুরেশ্বর, (৫) সিদ্ধেশ্বর, (৬) মুক্তীশ্বর, (৭) শক্রেশ্বর, (৮) কেদারেশ্বর, (৯) কেদারকুণ্ড, (১০) মরুতেশ্বর, (১১) হাটকেশ্বর, (১২) দৈত্যেশ্বর, (১৩) চন্দ্রেশ্বর।

৫ম যাত্রায়,—

(১) ব্রহ্মেশ্বর, (২) ব্রহ্মকুণ্ড, (৩) গোকর্ণেশ্বর, (৪) উৎপলেশ্বর।

৬ষ্ঠ যাত্রায়,—

(১) ভাস্করেশ্বর, (২) কপালমোচকেশ্বর।

৭ম যাত্রায়,—

(১) পরশুরামেশ্বর, (২) অলাবুকেশ্বর (৩) উত্তরেশ্বর, (৪) ভীমেশ্বর, (৫) যজ্ঞভক্ষেশ্বর, (৬) বশিষ্ঠ ও বামদেব।

৮ম যাত্রায়,—

(১) রামরামেশ্বর, (২) সীতা ও মারুতীশ্বর, (৩) গোসহস্রেশ্বর, (৪) পরদারেশ্বর, (৫) ঈশানেশ্বর, (৬) ভদ্রেশ্বর, (৭) কুক্কুটেশ্বর, (৮) কপালিনী, (৯) শিশিরেশ্বর।

৯ম যাত্রায়,—

(১) পূর্ব্বেশ্বর, (২) বৈদ্যনাথ, (৩) অষ্টশম্ভেশ্বর, (৪) অম্রাতকেশ্বর, (৫) মধ্যমেশ্বর, (৬) ভীমেশ্বর, (৭) ভৈরবেশ্বর, (৮) সুন্দরেশ্বর, (৯) স্বপ্নেশ্বর, (১০) বহিরঙ্গেশ্বর।

এই সমস্ত পর্য্যায়ক্রমে দর্শন করা সময়সাপেক্ষ ; সুতরাং সচরাচর যাত্রিগণ বিন্দুসরোবরে স্নান করিয়া, ভুবনেশ্বর, অনন্তবাসুদেব প্রভৃতি দেখিয়া ফিরিয়া আইসেন।

এই স্থানে যাত্রীদিগের থাকিবার বেশ সুবিধা আছে।

ওঙ্কারেশ্বর।

মধ্য প্রদেশের নিমার জেলার অন্তর্গত। নর্ম্মদানদীর মধ্যস্থ একটী দ্বীপে ওঙ্কারেশ্বর দেবের মন্দির। এই স্থানটীর নাম “মান্ধাতা।

হাবড়া হইতে এসানসোল দিয়া বেঙ্গল নাগপুর রেলে নাগপুর ; তৎপর গ্রেট ইণ্ডিয়ান রেলে নাগপুর হইতে ভুসাওয়াল হইয়া খাণ্ডোয়া জংসন ; খাণ্ডোয়া হইতে রাজপুতানা মালওয়া রেলে মরটাক্কা ষ্টেশনে। মরটাক্কা হইতে গোযানে ৩।০ ক্রোশ। পশ্চিমাঞ্চল হইতে আসিতে হইলে, টুণ্ডলা অথবা দিল্লি ; পরে আজমীর ; তথা হইতে মরটাক্কা ; মরটাক্কা হইতে ৩।০ ক্রোশ দূরে অমরেশ্বর তীর্থ। নদীর অপর পারে ওঙ্কারেশ্বর তীর্থ। ইহা অতি

পবিত্র তীর্থ। ওঙ্কারেশ্বর দ্বাদশ মহালিঙ্গের একটী মহালিঙ্গ। ইহা মহাদেবের তেজোময় মূর্ত্তি। অমরেশ্বর পার্থিব মূর্ত্তি। ইহা ভগবানের আদি লিঙ্গ। রেবা খণ্ডে কথিত আছে,—

"ওঙ্কারমাদিদেবঞ্চ যে বৈ ধ্যায়ন্তি নিত্যশঃ"

এই স্থানের স্বভাব-শোভা অতীব সুন্দর। নর্ম্মদার উভয় পার্শ্বে হরিত বর্ণের পর্ব্বতশ্রেণী দেখিলে, চক্ষু জুড়াইয়া যায়। এই স্থানকে কেহ কেহ ওঙ্কার-মান্ধাতাও বলিয়া থাকেন। ইহার অনতিদূরে পর্ব্বতোপরি মান্ধাতা ও মুচকুন্দের কেল্লা।

কটাক্ষ-রাজ।

কলিকাতা হইতে ই আই রেলে অম্বালা কেণ্টনমেণ্ট ষ্টেশন; তথা হইতে নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলে লাহোর; লাহোর হইতে লালামুসা জংসন; তথা হইতে খেওড়া লাইনে খেওড়া ষ্টেশন। কলিকাতা হইতে ভাড়া ১৭৸৵৫ টাকা। খেওড়া হইতে বারো মাইল। এক্কা বা ঘোড়া পাওয়া যায়।

সতীর বাম চক্ষু এই স্থানে পতিত হয়। চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিন এখানে একটা বৃহৎ মেলা বসে। এই সময়ে এই স্থানে অনেক যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

কঠোর গিরি।

মাদ্রাজে অরুণাচল ও ত্রিচিনপল্লীর মধ্যস্থ একটী পাহাড়। ইহার উপর একটী মন্দির আছে। ইহা একটি বিখ্যাত তীর্থ। যাত্রিগণ নানা দেশ হইতে এই শিব-মন্দির দেখিতে আসিয়া থাকেন।

কণ্বাশ্রম।

১।—অপর নাম ধর্ম্মারণ্য। এই স্থানে প্রবেশ মাত্রেই সমস্ত পাপ দূরীভূত হয়। ইহা মালিনী নদীতীরে অবস্থিত। হরিদ্বারের ৩০ মাইল দক্ষিণে প্রাচীন মধ্যবার নগর; তথা হইতে দুই মাইল দূরে সুপ্রসিদ্ধ মালিনী নদী। এই মালিনীতটে মহর্ষি কণ্বের আশ্রম ছিল। মেনকাতনয়া শকুন্তলা এই আশ্রমে মহর্ষি কণ্ব কর্তৃক প্রতিপালিতা হইয়া ছিলেন।

২। রাজপুতানায় কোটার দক্ষিণে চম্বল নামে একটী নদী আছে। এই নদী-তীরেও আর একটী "কণ্বাশ্রম" আছে।

কনখল।

হরিদ্বার হইতে ১।৷৹ মাইল দক্ষিণ। গঙ্গা-তীরস্থ একটী তীর্থ। কলিকাতা হইতে ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান রেলে মোগলসরাই; তথা হইতে আউদ এণ্ড রোহিলখণ্ড রেলে লক্সর হইয়া হরিদ্বার ষ্টেশনে নামিতে হয়। কলিকাতা হইতে ৯৭১ মাইল; ভাড়া তৃতীয় শ্রেণীর ১২৷৶৹।

এইস্থানে গঙ্গার ত্রিধারা সম্মিলিত হইয়াছে। সঙ্গম-স্থলে জলের বিস্তার প্রায় ২০০০ হাত। এই সঙ্গমে অবগাহন করিলে, পূর্ব্ব জন্মের সকল পাপনাশ এবং অন্তিমে অক্ষয় স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। ইহাই দক্ষযজ্ঞস্থান। এই স্থানে পতি-নিন্দা শুনিয়া, সতী প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। শূলপাণি মহাদেব সেই দক্ষ যজ্ঞ নাশ করেন। নগরের দক্ষিণে দক্ষেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ এবং সীতাকুণ্ড নামে কুণ্ড আছে। পর্ব্বতের উপরে বেদী-মধ্যে এক প্রকাণ্ড ত্রিশূল প্রোথিত রহিয়াছে।

কপাল তীর্থ।

বোম্বাই প্রদেশে। প্রভাসখণ্ডে এই তীর্থের উল্লেখ আছে। এই স্থানের বেধনাশন নামক শিবমূর্ত্তি প্রসিদ্ধ।

কপাল-মোচন তীর্থ।

১ম কাশীতে; ২য় অম্বালার পূর্ব্বে। এই তীর্থে স্নান করিলে অশেষ পুণ্য লাভ হয়। কলিকাতা হইতে অম্বালা ১০৭৭ মাইল; ভাড়া ১৩॥০ টাকা।

কপিলাশ্রম।

গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে। পৌষ সংক্রান্তির দিন এই স্থানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। এই স্থানে মহামুনি কপিল দশ সহস্র সাগর সন্তানকে ভস্মসাৎ করেন। গঙ্গা-স্পর্শে তাঁহাদের উদ্ধার হয়। এখানে কপিলদেবের একটি মূর্ত্তি আছে।

কপিলমুনি।

খুলনা জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। এই গ্রামে কপিলেশ্বরী দেবীর মন্দির আছে। চৈত্র মাসের বারুণীর দিন এখানে একটী মেলা হয়। এই গ্রাম কপোতাক্ষ নদীতীরে অবস্থিত। বেঙ্গল সেণ্ট্রাল রেলওয়ের ঝিকারগাছা ষ্টেশনে নামিয়া, কপোতাক্ষ দিয়া, ষ্টিমার বা নৌকাযোগে যাইতে হয়।

কপিলাসঙ্গম।

নর্ম্মদা ও কপিলা নদীর সঙ্গমস্থল। এই স্থানে অবগাহন করিলে, স্বর্গলাভ হয়। এই স্থানকে রুদ্রাবর্ত্ত এবং কপিলাবর্ত্তও বলে। উহা বোম্বাই প্রদেশে বরোচ জেলার অন্তর্গত।

করঞ্জতীর্থ।

লিঙ্গপুরাণোক্ত-তীর্থবিশেষ। বর্ত্তমান বেরারের অন্তর্গত অমরাবতী জেলার মধ্যে অবস্থিত। হাবড়া হইতে এসোনসোল দিয়া, বেঙ্গল নাগপুর রেলে নাগপুর; তথা হইতে গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলে খাওেরা জংসন হইয়া অমরাবতী। ভাড়া ৯।১০ টাকা।

করঞ্জ ঋষি,—দেবী-বরে এই স্থানে রোগমুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া, ইহা পুণ্যতীর্থ মধ্যে পরিগণিত। এখানে নীললোহিত মহাদেব ও আরও কয়েকটী অতি প্রাচীন হিন্দু দেব-দেবীর মন্দির আছে।

করতোয়া।

পার্ব্বতী-পরিণয় কালে পশুপতির পাণি-বিনিক্ষিপ্ত জল হইতে করতোয়ার উৎপত্তি হইয়াছে। এই নদী অতিশয় পবিত্র। মহাভারত মতে এই তীর্থে উপস্থিত হইয়া, ত্রিরাত্রি উপবাস করিলে, অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়।

জলপাইগুড়ি হইতে দক্ষিণ মুখে রঙ্গপুর দিয়া প্রবাহিত হইয়া, এই নদী বগুড়া জেলার দক্ষিণে হলহলিয়া নদীর সহিত মিশিয়াছে।

করণাবাস।

বুলন্দসহর জেলার অন্তর্গত। অনুপসহর হইতে ৬ ক্রোশ দূরবর্ত্তী একটী সহর। এই স্থানের শীতলাদেবী বড়ই জাগ্রত। দশহরার দিন এখানে একটী বৃহৎ মেলা হয়। প্রতি সোমবারে এই স্থানে স্ত্রীলোকেরা শীতলার পূজা দিয়া থাকে। এই শীতলার মন্দির কত কালের, তাহা ঠিক নির্ণয় করা কঠিন।

কর্ণগড়।

(১) ভাগলপুরের নিকট একটি পার্ব্বত্য-ভূমি। এইখানে একটী বিখ্যাত শিবমন্দির আছে। প্রবাদ, কুন্তিনন্দন কর্ণ এই স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

(২) মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত।

মেদিনীপুর সহর হইতে দশ মাইল পদব্রজে বা গোযানে যাওয়া যায়। এই স্থানে লাউ-সেনের গড়ী ছিল।

কর্ণপ্রয়াগ।

গাড়োয়াল জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। ইহা,—পিণ্ডার ও অলকনন্দার সঙ্গমস্থল। এই সঙ্গমে স্নান করিলে অশেষ পুণ্যলাভ হয়। হরিদ্বারের যাত্রীরা এই পুণ্যতীর্থে স্নান করিয়া থাকে। এই স্থানে শঙ্করাচার্য্য-প্রতিষ্ঠিত একটী দেবী-মন্দির আছে। দাতাকর্ণের একটী মন্দির ও বিগ্রহও আছে। এই কর্ণের নাম হইতে ইহার নাম কর্ণপ্রয়াগ হইয়াছে।

কর্ণফুলী।

চট্টগ্রামস্থ নদী। জয়াদ্রি হইতে উৎপন্ন হইয়া, বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। ইহার উৎপত্তি-স্থানে নীলকণ্ঠ নামক একটী শিবলিঙ্গ আছেন। এই নদীতে স্নান করিলে পুণ্য লাভ হয়।

ক্ষীরভবানী।

কাশ্মীর প্রদেশে। কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর হইতে নৌকাযোগে বারো মাইল যাইতে হয়।

ক্ষীরভবানী একটী দ্বীপ। ইহার মধ্যে একটী কুণ্ড আছে। কুণ্ডস্থ জলমধ্যে ভবানী দেবীর মন্দির। যাত্রিগণ ক্ষীর ও পায়সান্ন দিয়া, ভবানী দেবীর পূজা করেন; তাই মায়ের নাম ক্ষীরভবানী। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই কুণ্ডের জল কখন লাল, কখন সবুজ, কখন বা গোলাপী বর্ণ ধারণ করিয়া থাকে।

কাঞ্চীপুর।

বর্ত্তমান কাঞ্চীভরম। মাদ্রাজ প্রদেশের চেঙ্গলপুত জেলার অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ নগর; সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলের আর্কানাম শাখার একটী ষ্টেশন।

কাঞ্চীপুর অতি প্রাচীন নগর। আর্য্যাবর্ত্তে যেমন কাশী মোক্ষদায়ক তীর্থ, দাক্ষিণাত্যে কাঞ্চীও সেইরূপ। দক্ষিণ দেশীয় স্মার্ত্তদিগের মতে শিবকাঞ্চী বারাণসীর ন্যায় মহাতীর্থ। স্কন্দপুরাণ মতে বারাণসী, রামেশ্বর ও শ্রীক্ষেত্র ইত্যাদি পুণ্যতীর্থ অপেক্ষা কাঞ্চীপুর উৎকৃষ্ট-তর। এ স্থলের পশু পক্ষিগণও মুক্তিলাভ করে। প্রলয়কালে ইহা শিবের ত্রিশূলের উপর প্রতিষ্ঠিত রহে। অন্যান্য মতেও ইহা সাতটী মোক্ষদায়িকা তীর্থের অন্যতম। যথা,—

"অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতীচৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকা।"

কাঞ্চীপুর দুই ভাগে বিভক্ত। ১ম, শিব-কাঞ্চী; ২য়, বিষ্ণুকাঞ্চী। শিবকাঞ্চী হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে বিষ্ণুকাঞ্চী অবস্থিত।

শিবকাঞ্চী।— এই স্থানে মহাদেবের একাম্রনাথ নামক মূর্ত্তি বিরাজিত। ইহা পাঞ্চ-ভৌতিক মূর্ত্তির মধ্যে ক্ষিতি-মূর্ত্তি। ইহা মৃত্তিকা-গঠিত বলিয়া, এখানে অন্যান্য দেবালয়ের ন্যায় জলাভিষেক হয় না। মন্দিরের প্রাঙ্গণে একটী অতি প্রাচীন আম্র বৃক্ষ আছে। উহার চারিটী শাখায় মিষ্ট, কটু, তিক্ত ও অম্ল এই চারি রসযুক্ত চারি প্রকার আম হইয়া থাকে। সেবকগণ বলিয়া থাকেন, পূর্ব্বে এই বৃক্ষ হইতে প্রতিদিন একটী করিয়া, পাকা আম্র পাওয়া যাইত। সেই আম্রটীতে একাম্রনাথের ভোগ দেওয়া হইত। সেই জন্য বিগ্রহের নাম "একাম্রনাথ।" আজ কাল প্রত্যহ এরূপ আম্র পাওয়া যায় না। ফাল্গুন মাসে পনর দিন কাল এই স্থানে মহোৎসব হইয়া থাকে।

একাম্রনাথের মন্দিরের নিকট কামাক্ষী দেবীর মন্দির। এই মন্দির একাম্রনাথের

মন্দির অপেক্ষা ছোট। কামাক্ষী দেবীর মন্দির-প্রাঙ্গণে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের সমাধি ও তদুপরি শঙ্করাচার্য্যের পাষাণময়ী মূর্ত্তি রহিয়াছে।

বিষ্ণুকাঞ্চী।— বিষ্ণুকাঞ্চীতে শ্রীবরদরাজ স্বামীর মন্দির ও বিগ্রহ রহিয়াছে। বিগ্রহ বিষ্ণু-মূর্ত্তি। এই মন্দির একাম্রনাথের মন্দির অপেক্ষা আড়ম্বরে ও সৌন্দর্য্যে শ্রেষ্ঠ। লর্ড ক্লাইভ এই বিগ্রহকে ৩,৬৬১ টাকা মূল্যের একখানি কণ্ঠাভরণ প্রদান করেন। বৈশাখ মাসে দশ দিন ধরিয়া, এই স্থানে মহোৎসব হইয়া থাকে।

ইহা ভিন্ন এই স্থানে ছোট বড় অনেক তীর্থ আছে। তন্মধ্যে সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি তীর্থ এবং বেগবতীধারা তীর্থ সর্ব্বপ্রধান। ইহা ছাড়া, কাঞ্চীপুরের সন্নিকটে কোদারেশ্বর ও বালুকারণ্য নামে দুইটী পুণ্যক্ষেত্র আছে।

কাবেরী।

ইহা হিন্দুদিগের একটী মহা-পুণ্যপ্রদা নদী। কুর্গ রাজ্যের ব্রহ্মগিরি হইতে উৎপন্ন হইয়া, মাদ্রাজ প্রদেশের মধ্য দিয়া, বঙ্গোপসাগরে সম্মিলিত। ইহার অন্য নাম "অৰ্দ্ধগঙ্গা।" কাবেরী-তীরে শিব-সমুদ্র নামক একটা তীর্থ আছে। তাহার সন্নিকটেই কাবেরীর বিখ্যাত জল-প্রপাত।

কামরূপ।

বর্ত্তমান আসাম প্রদেশে। হরকোপানলে দগ্ধ কামদেব এই স্থানে পুনঃস্বরূপ প্রাপ্ত হন বলিয়া, ইহার নাম কামরূপ। ব্রহ্মা এই স্থানে অবস্থান করিয়া, নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন; তাই ইহার অন্য নাম প্রাগ্‌জোতিষ পুর। যথা,—

"অত্রৈব হি স্থিতো ব্রহ্মা প্রতিনক্ষত্রং সসর্জ্জ হ।
ততঃ প্রাগজ্যোতিষাখ্যেয়ং পুরী শক্রপুরী সম।'

"অর্থাৎ,—এই স্থানে থাকিয়া, ব্রহ্মা নক্ষত্রাদি সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই জন্য ইহার নাম প্রাগ্ জ্যোতিষপুরী। ইহা ইন্দ্রপুরীর সমতুল্য।" কালিকাপুরাণ (৩৭ অঃ)

পূর্ব্বে এই স্থানে নানা তীর্থ ছিল; এক্ষণে অনেক লোপ পাইয়াছে। মহাতপা বসিষ্ঠের শাপে এই স্থানে দেবী উগ্রতারা বেদবিরুদ্ধ ভাবে পূজিতা হইয়াছিলেন; মহাদেব ম্লেচ্ছের ন্যায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন; বিষ্ণুর আগমনে তাঁহারা শাপমুক্ত হইয়া, মুক্তিপ্রদ হইয়াছেন। গৌহাটীর অৰ্দ্ধ ক্রোশ দূরে কামাখ্যা দেবী এবং দশমহাবিদ্যা বিরাজিত। পর্ব্বতের শিখর দেশে ভুবনেশ্বরীর মন্দির। নবগ্রহ পাহাড়ে নবগ্রহের মন্দির। কামাখ্যা সুপ্রসিদ্ধ পীঠস্থান। কলিকাতা হইতে রেলপথে গোয়ালন্দ; তৃতীয় শ্রে .র ভাড়া ১৸৵৫ আনা; গোয়ালন্দ হইতে ষ্টীমারে গৌহাটী। হইয়া কামাখ্যা।

কালহস্তী।

মাদ্রাজ প্রদেশে। সুবর্ণমুখী নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলের তিরুপতি হইয়া কালহস্তী ষ্টেশন। পণ্ডীচারি হইতে ভাড়া ২।০ টাকা।

এখানে অনেক দেবমন্দির আছে। দক্ষিণ দেশীয় স্মার্ত্তগণ বলেন, ইহা কাশীতুল্য তীর্থ। এইস্থানে মহাদেবের পাঞ্চভৌতিক মূর্ত্তির অন্যতম বায়ু-মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি চতুষ্কোণ। মন্দির মধ্যে বায়ু-প্রবেশের পথ নাই; অথচ লিঙ্গের উপর যে দীপ ঝুলান আছে, তাহা সর্ব্বদাই দুলিতেছে। গৃহের ভিতর আরও অনেক দীপ ঝুলান আছে; তাহা কিন্তু দোলে না। মহাদেবের নিকট যে দেবীমূর্ত্তি আছেন, তাঁহার নাম জ্ঞানপ্রসন্না।

শিবমন্দিরের দক্ষিণ দিকে পাহাড়ের পার্শ্বে মণিকুণ্ডেশ্বর স্বামী নামে আর একটী শিব আছেন। ইঁহার নিকট মুমূর্ষু ব্যক্তিদিগকে আনয়ন করিয়া, দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করাইয়া

দেওয়া হয়। কারণ, এই অঞ্চলের লোকের বিশ্বাস, মৃত্যুকালে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া, মুমূর্ষু ব্যক্তি বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে, তাহার অন্তরাত্মা দক্ষিণ কর্ণ দিয়া বাহির হইয়া যাইবে; তাহা হইলে, সেই ব্যক্তি দিব্যধামে চিরকাল আনন্দ উপভোগ করিবে।

মণিকুণ্ডেশ্বর মন্দিরের দক্ষিণে চতুরানন ব্রহ্মার মূর্ত্তি ও মন্দির। এই স্থান ব্যতীত দাক্ষিণাত্যে আর কোন স্থানে ব্রহ্মার মন্দির দেখা যায় না। ব্রহ্মার মন্দিরের দক্ষিণে একটী পুষ্করিণী; তাহার নিকট ভরদ্বাজ স্বামীর মূর্ত্তি। এই জন্যই এই স্থানকে লোকে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম বলিয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন দুর্গা নাম্নী কোন ব্রাহ্মণ-মহিলা, ভগবতীর তপশ্চরণ-সময়ে, তাঁহার সহগামিনী হইয়াছিলেন। তিনিও ঈশ্বর-প্রসাদে দেবীত্ব লাভ করেন। তিনি দুর্গা নামে খ্যাত হইয়া, অদ্যাবধি পূজা পাইতেছেন। এই মন্দির জ্ঞান-প্রসন্না ও শিব-মন্দিরের উত্তরে অবস্থিত।

কালীঘাট।

কলিকাতার তিন মাইল দক্ষিণে আদিগঙ্গার তীরে অবস্থিত একটী পীঠ-স্থান। নারায়ণের চক্রচ্ছিন্ন সতীর চরণের চারিটী অঙ্গুলি এই স্থানে পতিত হয়, এই জন্য ইহা মহাপীঠ বলিয়া বিখ্যাত। ভবিষ্যপুরাণীয় ব্রহ্মখণ্ডে ইহার উল্লেখ আছে। যথা,—"গোবিন্দপুর-প্রান্তে চ কালী সুরধুনী-তটে।" পূর্ব্বে কালীঘাট জঙ্গলময় ছিল; তখন কাপালিক ও সন্ন্যাসীরা কালী-দেবীর পূজা করিতেন; সাগর-সঙ্গম-যাত্রী বণিকগণও ইহাঁর পূজা দিয়া যাইত। প্রবাদ এই, যে ঘাটে নৌকা রাখিয়া বণিকগণ পূজা দিতে যাইত, তাহার নাম হইতে স্থানের নাম কালীঘাট হইয়াছে। কলিকাতার উত্তরে দক্ষিণেশ্বর হইতে বহুলা (বেহালা) পর্য্যন্ত স্থানকে কালীক্ষেত্র বলে। ইহা কাশীতুল্য পুণ্য-ক্ষেত্র। যথা,—নিগমকল্পে পীঠমালায়,—

"দক্ষিণেশ্বর মারভ্যযাবচ্চ বহুলাপুরী।
ধনুরাকারক্ষেত্রঞ্চ যোজনদ্বয়সংখ্যকম্॥
তন্মধ্যে ত্রিকোণাকারং ক্রোশমাত্রব্যবস্থিতং।
ত্রিকোণে ত্রিগুণাকারং ব্রহ্মা বিষ্ণুশিবাত্মকম্॥
মধ্যে চ কালিকা দেবী মহাকালী প্রকীর্ত্তিতা।
নকুলেশঃ ভৈরবো যত্র যত্র গঙ্গা বিরাজিতা।
কাশীক্ষেত্রং কালী ক্ষেত্রমভেদোঽস্তি মহেশ্বর॥"

অর্থাং,—"দক্ষিণেশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া বহুলা পর্য্যন্ত ধনুকের ন্যায় আকার যে দুই যোজন স্থান, ইহার মধ্যে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব এই ত্রিগুণাত্মক এক ক্রোশ মাত্র ত্রিকোণ স্থান আছে। ইহার মধ্যে মহাকালী নামে খ্যাতা কালিকাদেবী রহিয়াছেন। এই স্থানে, নকুলেশ নামে ভৈরব ও গঙ্গা বিরাজ করিতেছেন। হে মহেশ্বর! এই স্থানের নাম কালীক্ষেত্র! ইহা কাশীক্ষেত্র হইতে বিভিন্ন নহে।"

কালীমন্দিরের কিয়দ্দূরে নকুলেশ্বরের মন্দির। এতদ্ভিন্ন এখানকার শ্যাম রায় ও গোবিন্দজীর মন্দির বিখ্যাত।

কাশী।

কলিকাতা হইতে ৪৭৬ মাইল। ই আই রেলের মোগলসরাই হইয়া কাশী ষ্টেশন। তৃতীয়শ্রেণীর ভাড়া ৬৷০ টাকা।

কাশী হিন্দুদিগের অতি প্রাচীন মহাতীর্থ। এই স্থানে অন্তিমকালে স্বয়ং ভগবান ভূতভাবন ভবানীপতি জীবের কর্ণে তারকব্রহ্ম নাম প্রদান করিয়া থাকেন। হিন্দুদিগের বহু পুরাণ তন্ত্র ও উপনিষদে কাশীর মাহাত্ম্য সবিশেষ পরি-কীর্ত্তিত। এই স্থানে জীবগণ শুভাশুভ সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় করিয়া, পরমব্রহ্মে লীন হইতে সমর্থ হয়; তাই ইহার নাম কাশী হইয়াছে। পুরাণাদিতে কাশীর অনেক গুলি নাম আছে। যথা,—কাশী, তীর্থরাজ্ঞী, বারাণসী, আনন্দ-কানন, অপুনর্ভবভূমি, রুদ্রাবাস, মহাশ্মশান ও

স্বর্গপুরী। ইহার প্রত্যেক নামের সার্থকতা আছে।

কাশী সর্ব্বতীর্থময়ী; সর্ব্ব সন্তাপহারিণী। এই আনন্দ-কাননে আগমন করিলে, সংসারের সকল জ্বালা যুড়াইয়া হয়; হৃদয়,—আনন্দে বিভোর হইয়া উঠে। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরস্থিত ভক্তগণের মুখারবিন্দ-নিঃসৃত 'হর হর ব্যোম ব্যোম" শব্দে প্রাণ বিমলানন্দে মাতিয়া উঠে। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণের কমনীয় কণ্ঠনিঃসৃত উদাত্ত অনুদাত্ত সরিৎস্বরে উচ্চারিত বেদগান শ্রবণ করিলে, মহাপাপীরও পাষাণ হৃদয় ভক্তি-রসে গলিয়া যায়। সংসার-সুখবিরত যতি, ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসিগণের ভক্তি-বিজড়িত স্বরে উচ্চারিত হরগুণগাথা শ্রবণ করিলে, নয়নে অবিরল প্রেমধারা প্রবাহিত হয়। যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, সেই দিকেই দেখা যায়, সত্যযুগ-প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য দেবমন্দির কালের সর্ব্বধ্বংসিনী শক্তিকে উপহাস করিয়া,দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সংসারের রোগ-শোক-দুঃখ-জ্বালা-নিবৃত্তির এমন স্থান আর নাই! সেই জন্য হিন্দুগণ বার্দ্ধক্যে এই আনন্দকাননে আসিয়া, জীবনের অবশিষ্ট কাল বিশ্বেশ্বরের সেবায় অতিবাহিত করেন।

কাশীতীর্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ;—

১। বিশ্বেশ্বরের মন্দির। এই মন্দিরটী সুবর্ণকলস ও সুবর্ণচূড়া-শোভিত। মনুষ্য, হস্ত দ্বারা এই মন্দিরের যত দূর স্পর্শ করিতে পারে, তাহার উপর হইতে স্বর্ণ মণ্ডিত। মন্দিরের চূড়ার উপর ত্রিশূল ও তৎপার্শ্বে পতাকা বায়ু-ভরে আন্দোলিত।

বর্ত্তমান বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের সন্নিকট ঔরঙ্গজিব বাদসাহের মসজিদ। এই স্থানে বিশ্বেশ্বরের প্রাচীন মন্দির ছিল। ঔরঙ্গজিব বাদসাহ ঐ মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজিদ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।

ঔরঙ্গজিবের মন্দিরে কিছু দূরে আদি বিশ্বেশ্বরের মন্দির। কোন কোন ব্যক্তির মতে ইহাই বিশ্বেশ্বরের আদি-মন্দির; ইহার পার্শ্বে মসজিদ নির্ম্মিত হওয়ায়, বিশ্বেশ্বর স্থানান্তরিত হইয়াছেন।

২। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের নিকট জ্ঞান-বাপী। এই কূপজল স্পর্শ করিলে, সর্ব্বপাপ দূরীভূত হয়। জ্ঞানবাপীর উপর একটী ছাদ আছে।

৩। অন্নপূর্ণার মন্দির। বিশ্বেশ্বরের বাটীর কিছু দূর পশ্চিমে অবস্থিত। এই মন্দির চতুর্দ্দিকে ভিক্ষুক-পরিবৃত। মা অন্নপূর্ণার মন্দির,—বিশ্বেশ্বরের মন্দির অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহদায়তন। মন্দিরাভ্যন্তরে নানালঙ্কার-ভূষিতা ভুবনমোহিনী-রূপে অন্নপূর্ণা বিরাজ করিতেছেন। মন্দিরের এক পার্শ্বে সূর্য্যদেবের মূর্ত্তি।

৪। অন্নপূর্ণা মন্দিরের নিকট শনৈশ্চরেশ্বর নামক লিঙ্গের মন্দির।

৫। ঢুণ্ডিরাজ গণেশ। অন্নপূর্ণার বাটী হইতে কিছু দূর পশ্চিমে উত্তরদিকে ঢুণ্ডিরাজ গণেশের মন্দির।

৬। কালভৈরব। ইহা বিশ্বেশ্বরের মন্দির হইতে কিছু দূরে অবস্থিত। কালভৈরব বা ভৈরবনাথের চক্ষুর্দ্বয় রৌপ্যময়। পার্শ্বে তাঁহার কুক্কুরের মূর্ত্তি। কালভৈরব কাশীর কোতোয়াল রূপে অবস্থান করিতেছেন।

৭। কপালমোচন তীর্থ।—কালভৈরবের মন্দিরের সম্মুখে।

৮। দণ্ডপাণি। দণ্ডপাণির মন্দির কাল-ভৈরবের মন্দিরের সন্নিকট। মন্দির-মধ্যস্থ পাষাণময়ী মূর্ত্তি প্রায় তিন হস্ত উচ্চ।

৯। শীতলাদেবীর মন্দির। কালভৈরবের মন্দিরের সন্নিকট শীতলাদেবীর মন্দির। এই মন্দিরে সপ্তভগিনী মূর্ত্তি বিরাজিত। এতদ্ভিন্ন কাশীতে আরও তিনটী শীতলা মন্দির আছে।

১০। নবগ্রহের মন্দির। এই মন্দির কালভৈরব ও দণ্ডপাণির মন্দিরের মাঝা-মাঝি স্থানে। এই খানে নবগ্রহের পূজা হইয়া থাকে।

১১। কালকূপ। এই তীর্থে স্নান করিলে পিতৃপুরুষগণের স্বর্গে গতি হয়। কালকূপের

বাহিরের ভিত্তিতে এমন ভাবে একটী ছিদ্র আছে যে, প্রতিদিন ঠিক মধ্যাহ্ন সময়ে সূর্য্য-রশ্মি ঐ ছিদ্রের মধ্য দিয়া, কূপের জলে পতিত হয়। এই কালকূপ বা কালোদক কালভৈরবের মন্দির হইতে বেশী দূর নহে।

১২। বৃদ্ধকালেশ্বর দেবের মন্দির। এই মন্দির কালকূপের অতি সন্নিকট।

১৩। মণিকর্ণিকা। মণিকর্ণিকার ঘাটের দৃশ্য অতি মনোহর। জন্ম-জন্মান্তর তপস্যা করিয়া, মানব যে মুক্তিলাভ করিতে সক্ষম না হয়, এই মণিকর্ণিকার পবিত্রবারি-স্পর্শে সেই মোক্ষ অনায়াসে লাভ করিতে পারে। মণিকর্ণিকার ঘাটের উপর বিষ্ণুর চরণ-পাদুকা আছে।

১৪। তারকেশ্বরের মন্দির। মণিকর্ণিকার ঘাটের উপর তারকেশ্বরের বিখ্যাত মন্দির। এই তারকেশ্বরই চরম সময় কাশিবাসিগণের কর্ণকুহরে তারকব্রহ্ম নাম প্রদান করিয়া, তাহাদিগকে ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্ত করেন।

১৫। গঙ্গাকেশব। ললিতাঘাটে। এই মন্দির গঙ্গাবক্ষ হইতে দেখিতে অতি সুন্দর। ইহার মধ্যে বিষ্ণুর বিগ্রহ রহিয়াছেন।

১৬। দশাশ্বমেধ ঘাট—মানমন্দির ঘাট ও চতুঃষষ্টি ঘাটের মধ্যে। অতি পবিত্র তীর্থ। এই স্থানে প্রজাপতি ব্রহ্মা, দিবোদাসের সাহায্যে দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন; তাই ইহার নাম দশাশ্বমেধ ঘাট হইয়াছে। এই ঘাটের উপর পদ্মযোনি প্রতিষ্ঠিত দশাশ্বমেধেশ্বর ও ব্রহ্মেশ্বর নামক দুইটী শিবলিঙ্গ আছেন। দশহরার দিন এই ঘাটে স্নান করিলে, জন্ম-জন্মান্তরের পাপরাশি প্রক্ষালিত হইয়া যায়। নিকটেই রুদ্রসর তীর্থ।

১৭। বিন্দুমাধব। পঞ্চগঙ্গা ঘাটের নিকট বিখ্যাত বিন্দুমাধব দেবের মন্দির। বাদশাহ ঔরঙ্গজেব বিন্দুমাধবের প্রাচীন মন্দির ভগ্ন করিয়া, একটী প্রকাণ্ড মস্‌জিদ তৈয়ার করাইয়াছিলেন। এখন বিন্দুমাধব পার্শ্বস্থ গৃহে বিরাজ করিতেছেন।

১৮। কেদারেশ্বর। বাঙ্গালী-টোলায় কেদারঘাটের উপর কেদারেশ্বরের বিখ্যাত মন্দির। মন্দিরের পূর্ব্ব প্রাচীর হইতে গঙ্গা অবধি পাষাণ-বাঁধান ঘাট। ইহাতে অনেক গুলি অতি উৎকৃষ্ট বিগ্রহ আছে।

১৯। তিলভাণ্ডেশ্বর। পাষাণময় শিব-লিঙ্গ। এই মূর্ত্তি প্রত্যহ তিল তিল পরিমাণে বৃদ্ধি হন,—সেই জন্য ইঁহার নাম তিলভাণ্ডেশ্বর হইয়াছে।

২০। দুর্গাবাটী। কাশীর দুর্গাবাড়ী অতি প্রসিদ্ধ। কাশীখণ্ডে ইহার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। এখানে বানরের সংখ্যা সুপ্রচুর। দুর্গাবাটীর প্রাঙ্গণে চারি-ধার-বাঁধান দুর্গাকুণ্ড আছে। দেবীর উদ্দেশে এখানে প্রত্যহ বিস্তর ছাগ বলি হয়। প্রতি মঙ্গলবারে এখানে একটী করিয়া মেলা বসে।

২১। কাশীর উত্তর-পশ্চিমাংশে নাগ-কূপ। এই স্থানে তিনটী নাগমূর্ত্তি এবং একটী শিবলিঙ্গ বিরাজিত। নিকটেই বাগীশ্বরী দেবীর মন্দির।

দশাশ্বমেধ, মণিকর্ণিকা ঘাট ব্যতীত কাশীর অসিসঙ্গম ঘাট, তুলসীঘাট, গণেশঘাট, শিবালয়ঘাট, দণ্ডীঘাট, মানমন্দির-ঘাট, পঞ্চ-গঙ্গাঘাট, দুর্গাঘাট, সুরভিঘাট, ত্রিলোচনঘাট, বরুণাসঙ্গমঘাট, মীরঘাট, পিশাচমোচন ঘাট, অগ্নীশ্বর ঘাট, সঙ্কটাঘাট, প্রভৃতি ঘাটও প্রসিদ্ধ। কাশীতে অসংখ্য তীর্থ বিরাজিত। কাশীখণ্ডে তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে।

কাশী,— সাধু সন্ন্যাসীর পবিত্র আশ্রম-ক্ষেত্র। কাশীর ত্রৈলিঙ্গস্বামী, কাশীর ভাস্করানন্দ, কাশীর বিশুদ্ধানন্দ পৃথিবী-পরিচিত। সাধু সন্ন্যাসীর বিস্তর মঠ,— কাশীধামে বিরাজিত। কাশীর সংস্কৃত চতুষ্পাঠী, সংখ্যায় সুবহু।

কাশীর মানমন্দির বিখ্যাত।

কাশীর অদূরে রামনগরে ব্যাসকাশী; এখানে দেহ ত্যাগ করিলে গর্দ্দভ জন্ম-প্রাপ্তি।

* * *

কাশী-মাহাত্ম্য।

"কাশ্যাং যোগো ন দুষ্প্রাপঃ
কাশ্যাং মুক্তির্ন্ন দুর্লভা।
ততো নিশং নিষেবেত,
কাশীং মোক্ষাপ্তয়ে জনঃ॥"

অর্থাৎ,—"৺কাশীধামে যোগ দুষ্প্রাপ্য নহে; মুক্তিও দুর্লভা নহে; সুতরাং মুমুক্ষু মানব নিরন্তর কাশীর সেবা করিবেন।"

"যে কাশ্যাং ধর্ম্মভূয়িষ্ঠা নিবসন্তি মুনীশ্বরাঃ।
তে তারয়ন্তি চাত্মানং শতপূর্ব্বান্ শতাপরান্॥"

ভাবার্থ,—"যাঁহারা ধর্ম্মশীল হইয়া, ৺কাশীধামে বাস করেন, তাঁহারা স্বীয় আত্মাকে এবং উর্দ্ধতন শত পুরুষ ও অধস্তন শত পুরুষকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন।"

"যত্র দেবনদী গঙ্গা যত্র সা মণিকর্ণিকা।
কিং চিত্রং তত্র বিপ্রেন্দ্রা
মুক্তি প্রাপ্তৌ তনুভৃতাম।"

ভাবার্থ,—"হে বিপ্রেন্দ্রগণ! যে কাশীধামে দেবনদী গঙ্গা প্রবাহিতা, যথায় মণিকর্ণিকা বিরাজিত, তথায় দেহী মানবকুল যে মুক্তি প্রাপ্ত করিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি?"

"বিষয়াসক্ত চিত্তোঽপি ত্যক্তধর্ম্মরতির্নরঃ।
ইহ ক্ষেত্রে মৃতঃ সোঽপি সংসারে ন পুনর্ভবেৎ।"

ভাবানুবাদ,—"বিষয়াসক্ত, অধর্ম্মনিরত ব্যক্তিরও যদি এই কাশীক্ষেত্রে মৃত্যু হয়, তাহা হইলে, তাহাকেও আর সংসারে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।"

* * *

কাশীধামে তীর্থযাত্রীর কর্ত্তব্য।

যাত্রিগণ প্রথমেই চক্র-পুষ্করিণী সলিলে স্নান করিয়া, দেবতা, পিতৃ, ব্রাহ্মণ এবং অতিথিদিগের তৃপ্তি সাধন করিবে; তাহার পর আদিত্য, দ্রৌপদী, দণ্ডপাণি ও মহেশ্বরকে নমস্কার করিয়া, ঢুণ্ঢিরাজকে দর্শন করিবে। অতঃপর, জ্ঞানবাপীতে আচমন পূর্ব্বক, নন্দিকেশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া, তারকেশ্বর ও মহাকালেশ্বরের পূজা করিবে; পরে পুনরায় দণ্ডপাণির পূজা করিবে। ইহাই পঞ্চ তীর্থযাত্রা।

পঞ্চ-তীর্থযাত্রার পরই,—বৈশ্বেশ্বরী যাত্রা। কৃষ্ণ পক্ষের প্রতিপদ হইতে চতুর্দ্দশী তিথিতে অথবা প্রতি চতুর্দ্দশী তিথিতেই দ্বি-সপ্ত-আয়তনী যাত্রা করিতে হয়।

মৎস্যোদরীতে স্নান করিয়া যথাক্রমে প্রণবেশ্বর, ত্রিপিষ্টব, মহাদেব, কৃত্তিবাস, রত্নেশ্বর, চন্দ্রেশ্বর, কেদারেশ্বর, ধর্ম্মেশ্বর, কামেশ্বর, বীরেশ্বর, বিশ্বকর্ম্মেশ্বর, মণিকর্ণিকেশ্বর, অবিমুক্তেশ্বর এবং পরিশেষে বিশ্বেশ্বর—প্রত্যেকের দর্শন ও অর্চ্চনা করিবে।

বিঘ্নশান্তির জন্য অষ্টায়তনী যাত্রা করিবে। প্রতি অষ্টমী তিথিতে যথাক্রমে দক্ষেশ্বর, পার্ব্বতীশ্বর, পশুপতীশ্বর, গঙ্গেশ্বর নর্ম্মদেশ্বর, গভস্তীশ্বর, সতীশ্বর ও তারকেশ্বরকে দর্শন করা কর্ত্তব্য,—ইহাই অষ্টায়তনী যাত্রা।

আরও একটী যাত্রার বিধি আছে; তাহা এই,—বরুণার জলে স্নান করিয়া, শৈলেশ্বর দর্শন করিবে। পরে বরুণা-সঙ্গমে স্নান করিয়া, সঙ্গমেশ্বর দর্শন করিবে। স্বর্লীন তীর্থে স্নান করিয়া, স্বর্লীনেশ্বরকে দর্শন করিবে। মন্দাকিনী তীর্থে স্নান করিয়া, মধ্যমেশ্বরকে দর্শন করিবে। হিরণ্যগর্ভতীর্থে স্নান করিয়া, হিরণ্যগর্ভেশ্বরকে দর্শন করিবে। মণিকর্ণিকায় স্নান করিয়া, ঈশানেশ্বরকে দর্শন করিবে। গো-প্রেক্ষতীর্থে স্নান করিয়া, গোপ্রেক্ষেশ্বরকে দর্শন করিবে। কপিলা হ্রদে স্নান করিয়া, বৃষধ্বজ দর্শন করিবে। উপশান্ত কূপে স্নান করিয়া, উপশান্তেশ্বর দর্শন করিবে। পঞ্চচূড়া হ্রদে স্নান করিয়া, জ্যেষ্ঠেশ্বর দর্শন করিবে। চতুঃসমুদ্রকূপে স্নান করিয়া, মহাদেবের দর্শন ও অর্চ্চনা করিবে। পরে বাপী-জল স্পর্শ ও শুক্রকূপে স্নান করিয়া, শুক্রেশ্বর দর্শন করিবে। দণ্ডখাত তীর্থে স্নান করিয়া, ব্যাঘ্রেশ্বরের অর্চ্চনা করিবে। শৌনককুণ্ডে স্নান করিয়া, শৌনকেশ্বর ও জম্বুকেশ্বরের পূজা করিবে।

* * *

একাদশায়াতনী যাত্রা।

অগ্নীধ্রকুণ্ডে স্নান করিয়া, অগ্নীধ্রেশ্বর, উর্ব্বশীশ্বর, নকুলেশ্বর, আষাঢ়েশ্বর, ভারভূতীশ্বর লাঙ্গলীশ্বর, ত্রিপুরান্তক, মনঃপ্রকাশকেশ্বর, প্রীতিকেশ্বর, মদালসেশ্বর ও তিলতর্পণেশ্বরকে দর্শন করিবে।

* * *

গৌরী যাত্রা।

শুক্লা পক্ষের তৃতীয়া তিথিতে এই যাত্রা কর্ত্তব্য। যাত্রার বিধি এই,—প্রথমে গোপ্রেক্ষ তীর্থে স্নান করিয়া, মুখনির্ম্মলিকায় যাইবে। পরে যথাক্রমে জ্যেষ্ঠা বাপীতে স্নান করিয়া জ্যেষ্ঠা-গৌরীর অর্চ্চনা, জ্ঞান-বাপীতে স্নান করিয়া সৌভাগ্য-গৌরীর অর্চ্চনা, শৃঙ্গার তীর্থে স্নান করিয়া, শৃঙ্গার-গৌরীর অর্চ্চনা, বিশালা-গঙ্গায় স্নান করিয়া, বিশালাক্ষীর অর্চ্চনা, ললিতা তীর্থে স্নান করিয়া, ললিতা দেবীর অর্চ্চনা, ভবানী তীর্থে স্নান করিয়া, ভবানী দেবীর অর্চ্চনা এবং বিন্দু তীর্থে স্নান করিয়া, মঙ্গলা-গৌরীর অর্চ্চনা করিবে। প্রতি রবিবারে অথবা ষষ্ঠী কিম্বা সপ্তমী তিথি-যুক্ত রবিবারে সূর্য্য-যাত্রা, প্রতি মঙ্গলবারে ভৈরবযাত্রা, প্রতি অষ্টমী বা নবমীতে চণ্ডী-যাত্রা, প্রতি চতুর্দ্দশীতে গণেশযাত্রা আর প্রত্যহ অন্তর্গৃহযাত্রা কর্ত্তব্য।

* * *

অন্তর্গৃহযাত্রা।

প্রথমেই মণিকর্ণিকায় স্নান করিয়া, মণি-কর্ণীকেশ্বরের পূজা করিবে; পরে যথাক্রমে নিম্ন লিখিত দেবতাগণের অর্চ্চনা করিবে;—কম্বলে-শ্বর, অশ্বতরেশ, বাসুকীশ, পর্ব্বতেশ, গঙ্গা-কেশব, ললিতা দেবী, জরাসন্ধেশ, সোমনাথ, বারাহেশ, ব্রহ্মেশ, অগস্ত্যেশ, কশ্যপেশ, হরি-কেশ, বনেশ, বৈদ্যনাথ, ধ্রুবেশ, গো-কর্ণেশ, হাটকেশ, কীকসেশ, ভারভূতেশ, চিত্রগুপ্তেশ, চিত্রঘণ্টা, পশুপতীশ, পিতামহেশ, কলসেশ, চন্দ্রেশ্বর, বীরেশ্বর, বিদ্যেশ্বর, অগ্নীশ্বর, নাগেশ, হরিশ্চন্দ্রেশ, চিন্তামণি-বিনায়ক, সেনাবিনায়ক, বসিষ্ঠ, বামদেব, সীমাবিনায়ক, করুণেশ্বর, ত্রিসন্ধ্যেশ, বিশালাক্ষী, ধর্ম্মেশ্বর, বিশ্ববাহক, আশাবিনায়ক, বৃদ্ধাদিত্য, চতুর্ব্বক্ত্রেশ, ব্রাহ্মীশ, মনঃপ্রকাশেশ, ঈশানেশ, চণ্ডী, চণ্ডীশ, ভবানী, শঙ্কর, ঢুণ্ডিরাজ, রাজরাজেশ্বর, লাঙ্গলীশ, নকুলীশ, পরান্নেশ, পরদ্রব্যেশ, প্রতিগ্রহেশ, নিষ্কলঙ্কেশ্বর, মার্কণ্ডেয়েশ, এবং গণেশ। যথাক্রমে ইহাঁদের পূজা করিয়া, পরে জ্ঞান-বাপীতে স্নান করিবে। তাহার পর, নন্দিকেশ্বর, তারকেশ্বর, মহাকালেশ্বর, দণ্ডপাণি, মোক্ষেশ, বীরভদ্রেশ, অবিমুক্তেশ এবং পঞ্চ বিনায়ককে প্রণাম করিয়া, বিশ্বেশ্বর-মন্দিরে গমন করিবে; তথায় এই মন্ত্র পাঠ করিবে;—

"অন্তর্গৃহস্য যাত্রেয়ং যথাবদ্যা ময়া কৃতা।
ন্যূনাতিরিক্ততা শম্ভুঃ প্রীয়তামনয়া বিভুঃ॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া, মুক্তিমণ্ডপে কিছু-ক্ষণ বিশ্রাম করিবে।

কুমারক্ষেত্র।

মালাবার উপকূলে তুলুব রাজ্যের অন্ত-র্গত। এই স্থানে কার্ত্তিকের দেবের বিখ্যাত মন্দির আছে।

মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত "লোহাচল" পর্ব্বতকেও কেহ কেহ কুমার-ক্ষেত্র বলিয়া থাকেন।

কুম্ভকোণম।

মাদ্রাজ প্রদেশে কাবেরী নদী তীরে একটী তীর্থ। দিগম্বর ষ্টেশন হইতে ১০টী ষ্টেশন পরে কুম্ভকোণম ষ্টেশন। ভাড়া মাদ্রাজ হইতে ২৶০ টাকা।

কুম্ভকোণমে ছয়টী প্রসিদ্ধ মন্দির আছে। যথা,—কুম্ভেশ্বর, সোমেশ্বরস্বামী, নাগেশ্বর স্বামী, শাঙ্গপাণি স্বামী, চক্রপাণি স্বামী ও

রামস্বামী। চক্রপাণির মন্দিরের সম্মুখস্থ কুণ্ডে দ্বাদশবর্ষান্তে মাঘ-মেলা হইয়া থাকে। যাত্রিগণ এইস্থান হইতে মহাতীর্থ কাবেরী-সাগর-সঙ্গমে স্নান করিতে যায়।

কুমারীকুণ্ড।

আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের কুমীরা ষ্টেশনের নিকট। কলিকাতা-শিয়ালদহ হইতে গোয়ালন্দ; তথা হইতে ষ্টীমার যোগে চাঁদপুর; চাঁদপুরে রেলের লক্‌সাম জংসন হইতে কুমীরা ষ্টেশন।

এই স্থানে জলের উপর অগ্নি জ্বলিতেছে। একটা শব্দ হইতেছে। এই স্থানে যাত্রিগণ হোম, তর্পণ ও শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন।

কুরুক্ষেত্র।

কলিকাতা হইতে ১০৫১ মাইল দূরে। ই আই রেলের থানেশ্বর নামক ষ্টেশনে নামিয়া যাইতে হয়। ভাড়া ১৩৷৷০ টাকা।

মহাভারতমতে ইহা অতি প্রাচীন পুণ্যতীর্থ। এই স্থানে বিস্তর তীর্থ ছিল। অধুনা ইহার অনেক লোপ পাইয়াছে। যাহা এখনও বর্ত্তমান আছে, তাহার মধ্যে অগ্নিতীর্থ, অমৃতকূপ, অরুণাসঙ্গম তীর্থ (অরুণা ও সরস্বতীর সঙ্গম-স্থান), ইন্দ্রতীর্থ (বর্ত্তমান নাম ইন্দ্রবারি), ওঘবতী, ঔশনস, কাম্যকবন, কৌবের তীর্থ, কৌশিকীসঙ্গম, (কৌশকী ও দৃষদ্বতীর সঙ্গম-স্থান), তৈজস তীর্থ, দধিচীতীর্থ, পৃথূদক, পঞ্চবটী, মাতৃতীর্থ, যযাতি তীর্থ, বসিষ্ঠাপবাহ তীর্থ, ব্যাসস্থলী, সোমতীর্থ, স্থাণুতীর্থ, সন্নিহতি তীর্থ, দেবীপাচন তীর্থ, স্থাণুবট, চক্রতীর্থ, বিষ্ণুপদতীর্থ, স্বস্তিতীর্থ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। বিস্তীর্ণ প্রান্তর মধ্যে একটী বৃহৎ সরোবর আছে। সরোবরটী পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রায় ১৩৬০ হাত উচ্চ; দক্ষিণে ১২৬৬ হাত হইবে। ইহার চারিদিক বাঁধানো ও সোপান-বিশিষ্ট। ইহার মধ্যস্থলে একটী চতুষ্কোণ দ্বীপ আছে। এই দ্বীপটী প্রায় ৩৬৫ হস্ত হইবে। দ্বীপে যাইবার জন্য উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দুইটী সেতু আছে। ঔরঙ্গজিব,—এই দ্বীপের উপর একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ইহার পশ্চিম পার্শ্বে চন্দ্রকূপ নামে একটী পবিত্র তীর্থ আছে। সূর্য্যগ্রহণের সময় অনেক যাত্রী এই স্থানে স্নানদান ও শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকে।

কুরুক্ষেত্রের সীমা নির্দ্দেশ করা বড় কঠিন ব্যাপার। ইহার মধ্যে প্রায় ৩৫০ তীর্থ আছে। অজাযুথ ঘাট হইতে রত্নযক্ষ পর্য্যন্ত তিন ক্রোশের মধ্যে ৯১টী তীর্থ। স্থাণুতীর্থ হইতে থানেশ্বর নাম হইয়াছে। চক্রতীর্থে চক্রস্বামী নামক একটী সুবৃহৎ বিষ্ণুবিগ্রহ ছিল; মামুদ গজনী তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলেন। কুরুক্ষেত্রে,—কুরু-পাণ্ডবের রণভূমি। অদ্যাপি সে রণস্থল বিরাজিত। ভূমি,—রক্তবর্ণ বালুকাময়ী।

কেদার-নাথ।

হরিদ্বার হইতে বদরিকাশ্রম; তথা হইতে সোজা পথে ২৫।৩০ মাইলের মধ্যে; কিন্তু পার্ব্বত্যপথে ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রায় ১১২ মাইল যাইতে হয়। পথ অত্যন্ত দুর্গম। বৈশাখ মাসের অক্ষয়-তৃতীয়া হইতে কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তি পর্য্যন্ত যাত্রিগণ এই তীর্থে গমন করিয়া থাকেন। কেদারনাথের মূর্ত্তি ষণ্ডের কুকুদের ন্যায়। নিকটে মহাপথ। মোক্ষপ্রাপ্তির আশায় পূর্ব্বে অনেক যাত্রী ভৈরব-ঝম্প হইতে ঝম্প প্রদান করিয়া, প্রাণত্যাগ করিতেন। আজ কাল গবর্ণমেণ্টের লোকে, সে দিকে কাহাকেও, যাইতে দেয় না। যাত্রীরা কেদারনাথে আগমন করিয়া, কেদারনাথ, কল্পেশ্বর, মধ্যমেশ্বর, রুদ্রনাথ ও তুঙ্গনাথ,—এই পঞ্চ কেদার দর্শন করিয়া থাকেন।

কৈলাস পর্ব্বত।

তিব্বতের মানস-সরোবরের নিকট। কাশ্মীর রাজ্যের উত্তর পূর্ব্বভাগে অবস্থিত। ইহা হইতেই সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র নদের উৎপত্তি। পথ অত্যন্ত দুর্গম। যাত্রীরা বদরিকাশ্রম ও কেদারনাথ হইয়া, নানা পথ দিয়া অথবা দুর্গম জোয়ার পথ দিয়া, কৈলাস-দর্শনে গমন করিয়া থাকে। শেষোক্ত পথটী দুর্গম হইলেও দূরতায় অল্পতর। এই পর্ব্বত,—হরপার্ব্বতীর লীলাভূমি।

খাণ্ডব বন।

কাহারও কাহারও মতে ভসোয়াল হইতে খাণ্ডোয়া পর্য্যন্ত ভূভাগই পূর্ব্বকালে খাণ্ডব বন ছিল। আবার মহাভারতে লিখিত আছে, খাণ্ডবারণ্য পরিষ্কৃত করা এবং সেই স্থলেই ইন্দ্রপ্রস্থ নগর প্রতিষ্ঠিত করা হয়। তাহা হইলে, দিল্লীর নিকট প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থে (ইন্দরপৎ) পূর্ব্বে খাণ্ডব বন ছিল, ইহাই অনেকের অনুমান। পাণ্ডব-বীর অর্জ্জুন এই খাণ্ডব বন দগ্ধ করিয়াছিলেন।

গঙ্গা।

হিন্দুদিগের পুণ্যসলিলা নদী। ইহার তীরে প্রাণত্যাগ করিলে, কীট পতঙ্গ প্রভৃতিও মোক্ষ লাভ করে। গঙ্গা হিমালয় হইতে বাহির হইয়া, সাগর-সঙ্গমে মিলিতা হইয়াছেন। গঙ্গাতীরে হিন্দুদিগের অনেক তীর্থ বিরাজিত। যে স্থানে হিমালয় হইতে গঙ্গা বাহির হইতেছেন, তাহাকে গোমুখী এবং যে স্থানে সাগরের সহিত মিলিতা হইয়াছেন, তাহাকে সাগরসঙ্গম বলে। গোমুখী হইতে সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত গঙ্গা প্রায় ৭৮০ ক্রোশ।

সগর বংশের উদ্ধারার্থ পুণ্যতপা ভগীরথ মর্ত্তে গঙ্গা আনয়ন করেন। গঙ্গা,—বিষ্ণুপাদোদ্ভবা।

গজেন্দ্র-গড়।

বোম্বাই প্রদেশে। একটী প্রাচীন শিবতীর্থ। এখানে বিরূপাক্ষ দেবের প্রাচীন মন্দির বিরাজিত। এতদ্ভিন্ন দুর্গা, রামলিঙ্গ, রামসীতা প্রভৃতির মন্দিরও বিখ্যাত। নিকটস্থ পাহাড়ের উপর অনেকগুলি শিবালয়, বীরভদ্রের মন্দির, ও পাতালগঙ্গা নামক তীর্থ আছে।

গণ্ডকী।

গণ্ডকী বা বড় গণ্ডক। অপর নাম নারায়ণী ও শালগ্রামী। নেপালের সপ্তগণ্ডকী শৈল হইতে উদ্ভূত। পাটনার নিকট গঙ্গার সহিত মিলিত।

অতি পূর্ব্বকাল হইতে এই নদী পুণ্যতোয়া বলিয়া খ্যাত আছে।

গয়া।

"গয়ায়াং নহি তৎস্থানং যত্র তীর্থং ন-বিদ্যতে।
সান্নিধ্যং সর্ব্বতীর্থানাং গয়াতীর্থং ততো বরং॥"
শ্রীগয়া-মাহাত্ম্যম্।

অবস্থান।

ইহা বিহার প্রদেশের একটী প্রধান নগর। পাটনা হইতে ৫৭ মাইল এবং কলিকাতা হইতে ৩৪২ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার উত্তরে রামশিলা পাহাড়, পূর্ব্বে ফল্গু নদী, দক্ষিণে ব্রহ্মমোহন পাহাড় এবং পশ্চিমে কেটারি পাহাড় ও প্রেতশিলা পাহাড়। বিশেষরূপে দেখিলে, গয়া, পাহাড়ের উপর অবস্থিত বলিয়া বোধ হয়। বিষ্ণুপাদ-পদ্মের মন্দিরে যাইবার সময়, ক্রমে উপরে উঠিতেছি বলিয়া মনে হয়। গয়ার প্রায় চতুর্দ্দিক পাহাড়ে বেষ্টিত।

গয়া জেলা পাটনা বিভাগের অন্তর্গত। ইহার উত্তরে পাটনা জেলা, দক্ষিণে পালামৌ এবং হাজারিবাগ; পূর্ব্বে মুঙ্গের এবং পশ্চিমে সাহাবাদ জেলা। গয়া জেলায় চারিটী মহকুমা আছে,—গয়া, নওয়াদা, আরাঙ্গবাদ এবং জাহানাবাদ।

আজ কাল গয়ায় যেরূপ সৌন্দর্য্য, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। পূর্ব্বে ইহা দস্যু এবং হিংস্রক জন্তুপূর্ণ অরণ্যময় ছিল। যাহারা এখানে পিণ্ডদান করিতে আসিত, তাহারা অনেকেই এই সকল দস্যু অথবা বন্যজন্তু দ্বারা নিহত হইত। রেলওয়ে হইবার পূর্ব্বে গয়ায় আসিতে হইলে, প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইত। যিনি গয়ায় আসিতেন, তাঁহার পরিবারবর্গের মধ্যে ক্রন্দন-ধ্বনি উঠিত এবং তিনিও চির বিদায় লইয়া আসিতেন। পথে দস্যুভয় এত অধিক ছিল যে, ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জন তীর্থযাত্রী একত্র মিলিয়া আসিলেও, ইহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিত না। যদি কেহ সৌভাগ্যক্রমে গয়ায় পৌঁছিতে পারিতেন, তাহা হইলে হয়ত তিনি ফিরিয়া যাইবার সময় প্রাণ হারাইতেন; অতি অল্প সংখ্যক লোকই গৃহে ফিরিয়া যাইতে পারিতেন। যখন বাঁকীপুর পর্য্যন্ত রেলওয়ে হইয়াছিল, তখন যাত্রিগণকে বাঁকিপুর পর্য্যন্ত রেলে আসিয়া, সেই স্থান হইতে গরুর গাড়ীতে গয়ায় আসিতে হইত। বাঁকিপুর হইতে যে পথ দিয়া গয়ায় আসিতে হইত, তাহার কতক অংশ আজও আছে। এই পথে আসিবার সময় অনেককেই মৃত্যু-মুখে পতিত হইতে হইয়াছে। রাত্রিকালে বিশ্রাম করিবার জন্য এই পথের ধারে চারি পাঁচ মাইল অন্তর এক একটী 'অড্ডা' বা 'চটি' ছিল। কিন্তু সময়ে সময়ে এই সকল আড্ডাও দস্যুগণ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইত।

ফল্গু নদীর অপর পারে মানপুর নামে একটী ছোট 'দেহাত' বা পল্লীগ্রাম আছে। ইহাই পূর্ব্বে গয়ার সহর ছিল। [illegible] দোকান ইত্যাদি সমস্ত এখানেই ছিল এবং গয়া-যাত্রিগণ এখানেই থাকিত। অদ্যাপি এখানে তসর কাপড়, চেলি, রাপ্তা প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই সকল কাপড় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে রপ্তানি হয়।

গয়া প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত,—গয়া এবং সাহেবগঞ্জ। গয়ায় এবং সাহেবগঞ্জে অনেক 'মহল্লা' বা পাড়া আছে। রেলওয়ে ষ্টেশন, পুলিশ, গবরমেণ্ট আপিস, কাছারি এবং স্কুল প্রভৃতি সাহেবগঞ্জে অবস্থিত। বিষ্ণুপাদ-পদ্মের মন্দির এবং গয়ালী পাণ্ডাগণের বাটী গয়ায় অবস্থিত।

* * *

লোক-সংখ্যা।

গয়ায় লোক-সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। সাহেবগঞ্জ মহকুমায় মুসলমানের সংখ্যা অধিক; গয়া সহরের ভিতর কেবল হিন্দুর বাস। অনেক বাঙ্গালী এখানে বাস করিয়াছেন। অন্যান্য-দেশীয় লোকও এখানে অনেক আছে।

* * *

রামশিলা পাহাড়।

এই রামশিলা-গিরিজাত নদীর সঙ্গম-স্থলে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র জানকী সহ স্নান করিয়াছিলেন; তাই ইহার নাম রামশিলা। রামচন্দ্র বন গমন করিলে, তদীয় ভ্রাতা ভরত এখানে আসিয়া, পিতৃপিণ্ডাদি সমাপনান্তে রামমূর্ত্তি স্থাপিত করেন। তিনি এইস্থানে নিরন্তর পুণ্যবান লোকের সহিত বাস করিতেন; এইস্থানে তৎকর্ত্তৃক রাম, সীতা, লক্ষ্মণ ও বহুতর ঋষিমূর্ত্তি সংস্থাপিত হয়। পূর্ব্বে এই পাহাড়ে উঠিবার সোপান ছিল না। ১৮৮৬ সালে টিকারীর রাজা রণ বাহাদুর সিংহ বাহাদুর প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া, ইহার সোপান প্রস্তুত করাইয়া দেন। এই সিঁড়ির ধাপ-সংখ্যা প্রায় তিন শত। পাহাড়ের উপরিভাগে একটী

শিব-মন্দির অবস্থিত ; নিম্নে একটী মন্দিরের মধ্যে রাম, সীতা এবং লক্ষ্মণের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। শিব-মন্দিরের মধ্যভাগে এবং পার্শ্ব দেশে দুইটী গর্ত্ত আছে। মনে হয়, একটা গর্ত্ত হইতে যেন শীতল বাতাস এবং অপরটী হইতে উষ্ণ বাতাস নির্গত হইতেছে। পাহাড়ের পশ্চিম দিকে একটা ঝরণা আছে। এই স্থানটী অতি মনোরম। মধ্যে মধ্যে এখানে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী আসিয়া বাস করেন। এই পাহাড়কেই প্রভাস-পর্ব্বত বলে।

* * *

ব্রহ্মযোনি পাহাড়।

গয়ার সমস্ত পাহাড় অপেক্ষা এই ব্রহ্মযোনি পাহাড় অধিকতর উচ্চ। চিরস্মরণীয়া, মহারাষ্ট্রীয়া মহারাণী অহল্যাবাই ইহার উপরে উঠিবার একটী সোপান প্রস্তুত করাইয়া দেন। ইহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ইহার ধাপ প্রায় সাড়ে তিন শত। এই পাহাড়ের উপর ব্রহ্মযোনি নামক গুহা আছে। এই গুহায় প্রবেশ করিয়া, তদভ্যন্তর হইতে বহির্গত হইলে, লোকে আর জঠর-যন্ত্রণা ভোগ করে না। পরমপদ-প্রাপ্তি হয়। ব্রহ্মযোনির শিখরদেশে সাবিত্রী, গায়ত্রী ও সরস্বতীর প্রতিমূর্ত্তি বিরাজমান। এই পাহাড়ের নিকট আরও দুই তিনটী ছোট ছোট পাহাড় আছে। একটীর উপর ব্রহ্মা গোদান করিয়াছিলেন। সেখানে আজও গরুর পদচিহ্ন বর্ত্তমান আছে। মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন, বাম জানু ভূমি সংলগ্ন করিয়া, পিণ্ডদান করিয়াছিলেন। জানু-স্পর্শের চিহ্ন অদ্যাপি রহিয়াছে। ইহারই অনতিদূরে জগন্মঙ্গলকারিণী মঙ্গলা-গৌরী দেবীর মন্দির। এখানে সর্ব্বদা পূজা এবং চণ্ডীপাঠ হয়। এই মন্দিরের নিকটেই প্রাচীন অক্ষয়-বট। ইহার মূল ইষ্টক দ্বারা বাঁধান; চারি দিক প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। পিতৃগণের অক্ষয় ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি-কামনায় লোকে এখানে পিণ্ডদান করিয়া থাকে।

অন্যান্য পাহাড়।

রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে পশ্চিম দিকে চারি মাইল দূরে প্রেতশিলা নামে পাহাড় আছে। তথায় পিণ্ডদান করিলে, প্রেতত্ব দূর হয়। সীতাকুণ্ড পাহাড় নামে আর একটী পাহাড় আছে। এই পাহাড়ের নীচে একটী কূপ আছে; তাহাতে সীতাদেবী স্নান করিয়াছিলেন। এই পাহাড়ের নিকটে রামগয়া। শ্রীরামচন্দ্র এখানে পিণ্ডদান করিয়াছিলেন। 'দশরথ পিণ্ড গ্রহণ করিতেছেন'—এইরূপ ভাব-চিত্রিত একটী মূর্ত্তি এখানে আছে। প্রতি বৎসর এই স্থানে একটী মেলা হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন কেটারি, মুরলী প্রভৃতি আরও অনেক পাহাড় আছে। গয়া হইতে দশ মাইল দূরে বেলা ষ্টেসনের অতি নিকটে আর একটী পাহাড় আছে। সেখানে আজও অনেক সাধু বাস করেন। এই পাহাড়টীও অতি রমণীয়।

* * *

ফল্গু নদী।

ইহাই গয়ার একমাত্র নদী। বর্ষাকাল ভিন্ন ইহা সকল সময়েই শুষ্ক। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ইহা জলপূর্ণ হয়। তখন ইহার প্রবল স্রোত নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহকে প্লাবিত করে। ১৮৮৬ সালের ভাদ্র মাসে ইহাতে এমন বন্যা হইয়াছিল যে, তাহাতে সাহেবগঞ্জের অর্দ্ধাংশ জলমগ্ন হইয়া যায়। ১৮৮৫ সালে এই নদীর উপর এক সেতু নির্ম্মিত হয়। সেই হেতু ১৮৮৬ সালের এই বন্যায় দুই তিন মাইল দূরে ভাসিয়া গিয়াছিল। এই নদী হাজারিবাগের নিকটবর্ত্তী পাহাড় হইতে বহির্গত হইয়া, মোকামার নিকট গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে।

ফল্গু নদীর উৎপত্তি-সম্বন্ধে গয়ামাহাত্ম্যে এইরূপ লিখিত আছে,—"পুরাকালে ব্রহ্মার প্রার্থনায় স্বয়ং হরি ফল্গুরূপে অবতীর্ণ হন।

দক্ষিণাগ্নিতে যজ্ঞকালে যে আহুতি প্রদান করা হয়, তাহাতেই ফল্গুর উৎপত্তি। যে গঙ্গা-তীর্থের এত মহিমা, সেই গঙ্গা যে বিষ্ণুর চরণোদক, সেই হরিই স্বয়ং দ্রব হইয়া, ফল্গুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই হেতু গঙ্গা হইতে ফল্গুর মহিমাই অধিক। সহস্র সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেও, ফল্গুতীর্থে স্নানের মত ফল পাওয়া যায় না।"

কথিত আছে যে, সীতাদেবী অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া, ফল্গুনদী অন্তঃসলিলা হইয়াছেন। কোনও দিন রাম ও লক্ষ্মণ ফলাহরণে গিয়াছেন; সীতা বিষ্ণু-পাদপদ্মের নিকটবর্ত্তী স্থানে আছেন; এমন সময়ে দশরথ সীতার নিকট পিণ্ড যাচ্ঞা করিলেন। সীতা বলিলেন,—রাম ও লক্ষ্মণ স্থানান্তরে গিয়াছেন; তাঁহারা আসিলে, আমি একটু বিলম্বে পিণ্ডদান করিব। কিন্তু দশরথ তাঁহাকে বালুকার পিণ্ডদান করিতে অনুমতি করিলেন। সীতাদেবীও তখন তাঁহার আদেশ মতই কার্য্য করিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ ফিরিয়া আসিলে, সীতা তাঁহাদিগকে এই ঘটনার কথা বলিলেন; ফল্গু নদী এবং অক্ষয় বটকে ইহার সত্যাসত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে বলিলেন। অক্ষয়-বট বালির পিণ্ডদান সম্বন্ধে সত্য কথাই বলিয়াছিলেন;—কিন্তু ফল্গু মিথ্যা বলিলেন। সীতা দেবী প্রসন্না হইয়া, বট বৃক্ষকে অক্ষয় জীবন লাভের বর প্রদান করিলেন; ফল্গু নদীর উপর ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিলেন,—"তুমি অন্তঃসলিলা হও।"

যদি ফল্গু নদী জলপূর্ণ হইত, তাহা হইলে গয়া একটী অত্যুৎকৃষ্ট নগর মধ্যে পরিগণিত হইতে পারিত। গ্রীষ্মকালে এখানে সর্ব্বদা বালুকা-রাশি উড়িতে থাকে। বালুকা খনন করিলে, ফল্গু নদী হইতে যে জল পাওয়া যায়, তাহা সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যকর। স্থানে স্থানে ফল্গুনদীর বালুকার উপরিভাগেও জল আছে; কিন্তু সে জল পান করিলেই স্বাস্থ্য হানি হয়। লক্ষ্মীসরাই হইতে গয়া পর্য্যন্ত যে রেলওয়ে হইয়াছে, তাহার জন্য এই ফল্গুনদীর উপর আর একটী সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে।

* * *

দ্রব্যাদি।

গয়ায় খাদ্য দ্রব্যাদি সুলভমূল্যে যথেষ্ট পাওয়া যায়। গয়ার 'পেড়া' প্রসিদ্ধ; ইহা ক্ষীরে প্রস্তুত এক প্রকার মিষ্ট দ্রব্য। এখানকার তামাকুও প্রসিদ্ধ; ভারতবর্ষের নানাস্থানে রপ্তানি হইয়া থাকে। অনেকে এখানে আসিয়া, এই তামাকুর প্রস্তুত-প্রণালী শিক্ষা করিয়া, অন্য স্থানে তাহা তৈয়ার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু ঠিক এইরূপ সুস্বাদু তামাকু অনেকেই প্রস্তুত করিতে কৃতকার্য্য হন নাই। তাহার এক প্রধান কারণ, গয়ার গুড়ের মত গুড় অন্য স্থানে জন্মে না। এখানকার পানও উত্তম, কিন্তু গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত মহার্ঘ। তখন পান পয়সায় আটটীরও কম। হিন্দু রাজত্বের সময় এখানে যে পয়সা প্রচলিত ছিল, তাহা আজিও প্রচলিত আছে। ইহাকে ঢেবুয়া বা গোরখপুরী পয়সা বলে। ইহার পাঁচটীতে এক আনা হয়। গবর্ণমেণ্ট-প্রচলিত পয়সাকে এখানে 'লাটসাহি' বা 'গাড়ীদার' পয়সা বলে। গোরখপুরী পয়সা—গোরখপুর, সারণ, গয়া প্রভৃতি স্থানে ব্যবহৃত হয়। এই পয়সা কখন কখন টাকায় ২১ গণ্ডা হইতে ২৭ গণ্ডা পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। ইহার ভিতরে লোহা থাকে; উপরে তামা দ্বারা আবৃত। যে পয়সার উপরে তামা না থাকে, তাহাকে 'লোহিয়া' কহে; তাহা চলে না। কাল পাথরের জিনিষ এবং রংকরা কাপড় এখানে প্রচুর পাওয়া যায়। মৎস্য, মাংস, দুগ্ধ এবং ঘৃত অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে বিক্রীত হয়।

* * *

রাস্তা।

এখানকার রাস্তাগুলি প্রায় পরস্পর সমান্তরাল। কেহ কেহ গয়াকে রাস্তাময় সহর

অর্থাৎ 'City of Roads' বলেন। পূর্ব্বে কলিকাতায় যেরূপ খোলা ড্রেণ বা জলনালী ছিল, গয়ায় এখন রাস্তার পার্শ্বে সেইরূপ ড্রেণ আছে। সাহেবগঞ্জের মধ্যস্থলে—হাসপাতালের দক্ষিণ পার্শ্বে, এক প্রস্তর নির্ম্মিত স্তম্ভ আছে। ইহা অশোক-নির্ম্মিত স্তম্ভ-বিশেষের ভগ্নাবশেষ মাত্র। গয়ার রাস্তাগুলি অত্যন্ত অপ্রশস্ত; আগন্তুক ব্যক্তিগণের পক্ষে এক রাস্তা হইতে অন্য রাস্তায় যাওয়া কষ্টকর। 'কাছারি রোড' —সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। 'চকরাস্তা'য় নানারূপ দ্রব্যের দোকান আছে। কথিত আছে যে, এই রাস্তার দুই প্রান্তে যে দুইটী ফটক আছে, তাহা মুসলমান রাজত্বের সময় প্রস্তুত। আবার কেহ কেহ বলেন, কোনও হিন্দুরাজা গয়াযাত্রী-দিগের সুবিধার জন্য, এই ফটক দুইটী নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। রাত্রিকালে এই দুইটী ফটক বন্ধ হইলে, আর দস্যুর ভয় থাকিত না।

* * *

জলবায়ু।

আশ্বিন হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত এখানকার জলবায়ু অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর; কিন্তু অন্য সময়ে এত গ্রীষ্ম হয় যে, বাস করা কষ্টকর হইয়া উঠে। গ্রীষ্মকালে সর্ব্বদা ধূলা উড়ে এবং সময়ে সময়ে 'লু' নামক উষ্ণ বায়ু বহিয়া থাকে। জল বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য অনেক লোক এখানে আসিয়া বাস করেন। এদেশে অধিকাংশ লোকের শ্লীপদ বা পদস্ফীতি রোগ হইতে দেখা যায়। সাধারণতঃ ফল্গুনদীর উপরি-ভাগে যে জল পাওয়া যায়, তাহা ব্যবহার করিলে এই রোগ হয়। ফল্গুর বালুকা খনন করিলে, যে জল পাওয়া যায়, তাহা স্বাস্থ্যকর। সীঁড়িয়া ঘাটের দুইটী কূপের জল সুস্বাদু। একটীর জল হিন্দু এবং অপরটীর জল মুসমানগণ ব্যবহার করে। ইহা ভিন্ন আরও দুই তিনটী ভাল পাতকূয়া আছে। এই সকল কূয়ার জল পান করিলে, পীড়া হইবার সম্ভাবনা অল্প। পুষ্করিণীর সংখ্যা অতি কম; যাহা আছে, তাহাদের জলও ব্যবহারের অযোগ্য।

* * *

বিবিধ।

এখানে একটী গবর্ণমেণ্ট স্কুল এবং আরও দুইটী উচ্চ শ্রেণীর স্কুল আছে। তিন চারিটী ডাক্তারখানা আছে; অনেকগুলি ভাল ভাল ডাক্তার এবং অন্যান্য চিকিৎসকও আছেন। তীর্থযাত্রীদিগের সুবিধার জন্য এখানে, সাহেব-গঞ্জের ভিতর একটী Pilgrims Hospital বা যাত্রী-হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত আছে। কিন্তু গয়া সহর হইতে ইহা অনেক দূরে অবস্থিত; সুতরাং যাত্রিগণের অনেক সময় ইহা বিশেষ উপকারে আসে না।

* * *

বুদ্ধ-গয়া বা বুধগয়া।

শাক্যমুনি গয়ার নিকটবর্ত্তী কোনও বনে কয়েক বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন। এই স্থানের প্রাচীন নাম উরুবেলা; আধুনিক উরা-হল। বুদ্ধদেবের তপস্যাশ্রম বলিয়া, ইহার নাম বুদ্ধগয়া। সাধারণে বলে, 'বুধগয়া'।

বুদ্ধদেব গয়ার নিকটবর্ত্তী তিনটী স্থানে প্রায়ই যাইতেন। এখন যাহাকে ব্রহ্মযোনি পাহাড় বলে,—প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানের নাম ছিল গয়াশীর্ষ; এই স্থানে ন্যায়শাস্ত্র-বিচারের জন্য হিন্দুপণ্ডিতমণ্ডলী সমবেত হইতেন। সময়ে সময়ে শাক্যমুনিও শিষ্য সমভিব্যাহারে এই স্থানে আসিয়া, শাস্ত্রানুশীলন করিতেন। কখন কখন বা তিনি গয়ার নিকটবর্ত্তী রাজগৃহে (আধুনিক রাজগির) যাইয়া বাস করিতেন; কিন্তু বুদ্ধগয়াতেই তিনি অধিক সময় থাকিতেন। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী চীন দেশাধিবাসী Fa Hien (ফা হিয়েন্) যখন খৃষ্টাব্দের ৩৩৯ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিতে আসেন, তখনও এই স্থানের

নাম 'বুধগয়া' ছিল। ইহা গয়া হইতেও প্রায় সাড়ে তিন ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত।

বুদ্ধদেবের আশ্রমস্থান চিরস্মরণীয় করিবার জন্য,ধর্ম্মাশোক যে মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। মন্দিরটী প্রস্তর-নির্ম্মিত এবং দ্বিতল। ইহার দুই দিকে দুইটী সোপান আছে। নিম্নতলে বুদ্ধদেবের প্রস্তর-নির্ম্মিত বৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি আছে। জেনারেল কনিংহামের মতে খৃষ্টাব্দের ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে এই মন্দিরের একবার সংস্কার হইয়াছিল। ১০৩৫ অব্দে ব্রহ্মদেশের কোন রাজা এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশের কোন রাজার ইহা ভগ্নাংশগুলি আরও দুইবার নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। মন্দিরটী একশত সত্তর ফুট উচ্চ। শিখর দেশ হইতে নিম্নতল পর্য্যন্ত প্রায় প্রত্যেক স্থানে বুদ্ধদেবের ধ্যানমগ্ন প্রতিমূর্ত্তি খোদিত। বুদ্ধদেবের অনেকগুলি প্রতিমূর্ত্তি মন্দিরের চতুর্দ্দিকে পতিত ছিল; সম্প্রতি মন্দির-সংলগ্ন কোন গৃহে সেইগুলি সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। কলিকাতা মিউজিয়মে বা কৌতুকাগারেও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অনেক প্রতিমূর্ত্তি আনীত এবং রক্ষিত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, মন্দিরের গাত্র-সংলগ্ন এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সমস্ত প্রতিমূর্ত্তিরই নাসিকা-দেশ কর্ত্তিত। কাহার কাহার মতে মুসলমানদিগের দ্বারা এই কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, ইহা কালাপাহাড়েরই কাজ।

এই মন্দিরের অধিকাংশ মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত ছিল। কয়েক বৎসর অতীত হইল, বঙ্গদেশের লেফটনেন্ট গবর্ণর স্যার এস্‌লি ইডেন্ বাহাদুর ইহার প্রোথিত অংশগুলির পুনরুদ্ধার এবং ভগ্ন অংশগুলির পুনর্নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ইহাতে প্রায় দেড় লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছিল। এই সংস্কারকার্য্যে অনেক সুদক্ষ ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ারও প্রাচীন গঠন-প্রণালীর সম্যক্ অনুকরণ করিতে কৃতকার্য্য হয়েন নাই।

এই মন্দির অনেক দিন হইতে হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী মহান্তদিগের তত্ত্বাবধানেই আছে। মহান্ত এখানকার জমীদার। মন্দিরের পার্শ্বে মহান্তগণের সমাধি এবং দুইটী বৃহৎ উদ্যান আছে। মহান্তের বাটীর প্রাচীরগাত্রে বুদ্ধদেবের এবং অশোকের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে।

সিংহলবাসী ধর্ম্মপাল নামক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী এক ব্যক্তি মহান্তগণের হস্ত হইতে এই মন্দির উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। মহাবোধি সভার সভ্যগণ জাপান হইতে চন্দনকাষ্ঠ-নির্ম্মিত বুদ্ধদেবের একটী প্রতিমূর্ত্তি আনাইয়া, মন্দিরের নিকটে একটী গৃহে স্থাপিত করিয়াছেন।

এখানে অশোকের আর একটী কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ আছে। মন্দিরের অর্দ্ধক্রোশ দূরে তাঁহার নির্ম্মিত একটী দুর্গের কিয়দংশ অদ্যাপি পতিত রহিয়াছে। বুদ্ধদেব যে নদীতে স্নান করিতেন, তাহা বৌদ্ধগণের অতি পবিত্র নদী। মনিয়র উইলিয়ম্‌স্ সাহেব এই নদীকে এবং এই স্থানটীকে বৌদ্ধগণের জেরুসালেম্ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

বুদ্ধদেব যে অশ্বত্থ বৃক্ষতলে তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে নাই। বৃক্ষটী মৃত্তিকা-প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল। স্যার এস্‌লি ইডেন বাহাদুর যখন মন্দিরের চতুর্দ্দিকস্থ মৃত্তিকা খনন করাইয়াছিলেন, তখনই এই বৃক্ষটী দেখিতে পাওয়া যায়। গয়ায় অনেক লোক—স্মরণ-চিহ্নস্বরূপ ইহার একটু একটু অংশ স্ব স্ব গৃহে রাখিয়াছিলেন। এই বৃক্ষটীর নামই 'বোধি বৃক্ষ' বা 'মহাবোধি বৃক্ষ।' গয়া-মাহাত্ম্যে এই বৃক্ষের উল্লেখ আছে; তীর্থযাত্রিগণের এই বৃক্ষকে প্রণাম করিতে হয়। কথিত আছে যে, মহারাজ অশোকের প্রধানা মহিষী স্বীয় ভর্ত্তাকে পুরুষানুগত চিরন্তন ধর্ম্মের প্রতি বীত-রাগ ও নূতন ধর্ম্মের প্রতি আস্থাবান হইতে দেখিয়া, সাতিশয় বিরক্ত হইয়া, একদা মাতঙ্গী নাম্নী এক চণ্ডালীকে গুপ্তভাবে উক্ত বোধি বৃক্ষ বিনাশ করিতে আদেশ করেন। চণ্ডালী

ঔষধ-প্রয়োগে এবং যাদু-বিদ্যা-প্রভাবে উক্ত বৃক্ষটীকে বিনষ্ট করে। অশোক এই সংবাদে অত্যন্ত দুঃখিত হন। রাণী তাঁহাকে কিছুতেই প্রসন্ন করিতে পারেন না। অবশেষে রাণীর আদেশে মাতঙ্গী বৃক্ষটীকে পুনর্ব্বার সজীব করে; সঙ্গে সঙ্গে অশোকও প্রসন্ন হন।

বুদ্ধদেব হিন্দুদিগের অবতার। হিন্দুগণ বুদ্ধগয়ার মন্দিরে প্রত্যহ পুষ্প চন্দন দিয়া পূজা করেন। গয়াতেও বুদ্ধদেবের অনেক প্রতিমূর্ত্তি আছে; সেখানেও প্রত্যহ পূজা হয়। বুধ-গয়ায় যে পাদপদ্ম আছে, তাহাতে পিণ্ডদান না করিলে, গয়া-কার্য্য সম্পূর্ণ হয় না, অনেকের ইহাই বিশ্বাস। গয়া-তীর্থযাত্রী মাত্রেরই গৌতম-বুদ্ধের তপস্যাস্থল একবার দেখা উচিত। এখানকার মন্দির-গঠনের কারুকার্য্য, অশোকের কীর্ত্তি-কলাপ ও অন্যান্য নয়ন-প্রীতিকর দৃশ্য দেখিলে, চক্ষু সার্থক হইবে।

* * *

অন্যান্য স্থান।

গয়া হইতে বাঁকিপুরে যে রেলপথ গিয়াছে, সেইপথে বেলা নামক ষ্টেশনের নিকট বরাচর নামে একটী পাহাড় আছে। তাহার গুহায় অনেক সন্ন্যাসী বাস করেন। এই স্থানটী দেখিলে মন পুলকিত হয়। গয়ার পশ্চিমে টিকারী নামক ক্ষুদ্র রাজ্য। গয়ার আট মাইল দূরে প্রাচীন কালের বিখ্যাত নগর মগধের রাজ-ধানী রাজগৃহের (রাজগির) ভগ্নাবশেষ আছে। গয়া হইতে ৪৯ মাইল এবং বাঁকিপুর হইতে আট মাইল দূরে পুনপুন,—তীর্থস্থল। ইহা পুনপুন নদীর উপরে অবস্থিত। গয়ায় যাইবার আগে এখানে স্নান এবং পিণ্ডদান করিতে হয়। এখানে স্নান করিলে পাপ ক্ষয় হয়। পুনপুন নদী, পালামৌ প্রদেশস্থ পাহাড় হইতে নির্গত হইয়া, পামারগঞ্জ এবং পুনপুনের ভিতর দিয়া, গঙ্গায় পতিত হইয়াছে। যাঁহারা পুনপুন নদীতে স্নান ক ইচ্ছা করেন, তাঁহারা গয়া হইতে বাঁকিপুর রেলওয়ে লাইনের পুনপুনে এবং গয়া হইতে মোগলসরাই লাইনের পামারগঞ্জে নামিয়া স্নান করিতে পারেন। এই জন্য রেলওয়ে কোম্পানি এই সকল স্থানের তীর্থযাত্রিগণকে চব্বিশ ঘণ্টা অতিরিক্ত সময় দিয়া থাকেন। গয়া-মাহাত্ম্যে কথিত আছে যে, "মগধ দেশ সাধারণতঃ অতি অপবিত্র বটে, কিন্তু ইহার গয়া, রাজবন, রাজ-গৃহ, চ্যবনাশ্রম ও পুনপুনা নদী,—এই সকল অতি পবিত্র।"

* * *

রেলওয়ে।

কলিকাতা হইতে লক্ষ্মীসরাই হইয়া, গয়ায় সর্ব্বাপেক্ষা অল্প সময়ে এবং অল্প ব্যয়ে যাওয়া যায়। হাবড়া হইতে এ পথে তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ৪।৴১০ আনা মাত্র; বাঁকিপুর হইয়া ভাড়া ৫৷১৫ টাকা। পূর্ব্বে গয়া হইতে কাশী যাইতে হইলে, বাঁকীপুর হইয়া যাইতে হইত; তাহাতে অনেক সময় লাগিত, অনেক ব্যয়ও হইত। এক্ষণে গয়া হইতে মোগলসরাই লাইন হওয়ায়, যাত্রিগণের অত্যন্ত সুবিধা হইয়াছে। ভাড়াও অল্প; মাত্র সাত সিকা। গয়া-মোগলসরাই লাইনের উপরই শের সাহের জন্মস্থান সাসিরাম। এখানে শের সাহের সমাধি-স্তম্ভ আছে। গয়া ষ্টেসনে গাড়ী পাওয়া যায়।

* * *

বিষ্ণু-পাদপদ্মের মন্দির।

বিষ্ণু-পাদপদ্মের মন্দির দেখিতে অতি সুন্দর। প্রাচীন কালের ইহা এক অদ্ভুত কীর্ত্তি। চিরস্মরণীয়া মহারাণী অহল্যাবাই এই মন্দির এবং নিকটস্থ ফল্গু নদীর উপর দুইটী ঘাট প্রস্তুত করাইয়া দেন। মন্দিরের এক প্রান্তে মহারাণীর এক প্রতিমূর্ত্তি আছে। মন্দিরের গঠন-প্রণালী রথের চূড়ার ন্যায়। মন্দির কৃষ্ণ-প্রস্তরে গঠিত। দূর হইতে মনে

হয়, যেন একখানি আদত 'আস্ত' পাথরে নির্ম্মিত। মন্দিরের শিখরদেশে একটী স্বর্ণ-নির্ম্মিত চুড়া আছে। সম্মুখে প্রস্তর-নির্ম্মিত নাটমন্দির; চতুর্দ্দিক প্রস্তরে বাঁধান। কত শত বৎসর অতীত হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি ইহার একটু অংশও ক্ষয় প্রাপ্ত হয় নাই। ইহা কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দির অপেক্ষা বড়; কিন্তু ভুবনেশ্বরের মন্দির বা পুরীর মন্দির অপেক্ষা ছোট।

* * *

গয়াতীর্থের উৎপত্তি।

তারকাসুরের পুত্র ত্রিপুরাসুরের গয়াসুর নামে এক মহা-পরাক্রম পরম বৈষ্ণব পুত্র ছিলেন। তাঁহার দেহ ১২৫ যোজন দীর্ঘ এবং ৬০ যোজন স্থূল ছিল। তিনি কোলাহল পর্ব্বতে গিয়া, শ্বাসরোধ করিয়া, বহু সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার তপঃ-প্রভাবে দেবতাগণ ভীত হইয়া, ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া, মহেশ্বর সমীপে উপনীত হইয়া, সমস্ত নিবেদন করিলেন। মহেশ্বর, ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতাগণ ক্ষীরোদ-সাগরে বিরাজিত বিষ্ণুর নিকট যাইয়া,প্রার্থনা করিলেন,—"আমাদিগকে গয়াসুরের হস্ত হইতে ত্রাণ করুন।" হরি কহিলেন,—'হে ব্রহ্মাদি দেবগণ! তোমরা সকলে সেই অসুরের নিকট গমন কর; আমিও পরে যাইতেছি।' বিষ্ণু ও দেবতাগণ সেখানে উপস্থিত হইয়া গয়াসুরকে কহিলেন,—'তুমি কি জন্য তপস্যা করিতেছ? আমরা তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়াছি; তুমি বর গ্রহণ কর।' গয়াসুর কহিলেন,—হে দেবগণ! যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, আমাকে দেবতা, দ্বিজাতি, যজ্ঞ, তীর্থ, গিরি এবং ঋষিকুল অপেক্ষাও অধিক পবিত্র করুন। জ্ঞানী, কর্ম্মী ও ধর্ম্মী ইত্যাদি পবিত্র বস্তু হইতেও যেন আমি পবিত্র হই। আমার স্পর্শে যেন সকলেই মুক্ত হয়।' দেবগণ 'তথাস্তু' বলিয়া স্বর্গধামে গমন করিলেন। দেবতা-প্রদত্ত এই বর-প্রভাবে গয়াসুরকে স্পর্শ এবং দর্শন করিয়া, সকলেই বৈকুণ্ঠধামে গমন করিতে লাগিল এবং ত্রিভুবন শূন্যপ্রায় হইল। তখন যমরাজ,—ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—'আপনি আমাকে যে অধিকার প্রদান করিয়াছেন, তাহা গয়াসুর কর্তৃক নষ্ট হইল! সেই অধিকার আপনি গ্রহণ করুন।' ব্রহ্মা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বিষ্ণুর নিকট গমন করিলেন। বিষ্ণু তাঁহাকে গয়াসুরের নিকট যাইয়া, যজ্ঞার্থ তাঁহার শরীর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ, গয়াসুর-সকাশে উপনীত হইলে, গয়াসুর কহিলেন,—'হে ব্রহ্মণ! আপনি স্বয়ং অতিথি-রূপে আগত; অদ্য আমার জন্ম এবং তপস্যা সফল হইল। আপনি যে জন্য আসিয়াছেন, আমি তাহা সম্পন্ন করিব।' ব্রহ্মা কহিলেন,—'পৃথিবীতে যে সকল তীর্থ আছে, তাহাদিগের অপেক্ষা তোমার শরীর পবিত্র; অতএব যজ্ঞার্থ তোমার পবিত্র দেহ আমাকে প্রদান কর।' গয়াসুর এই কথায় সম্মত হইলেন এবং কোলাহল পর্ব্বতের নৈঋত-দিগভাগে শির-প্রদেশ এবং দক্ষিণ দিকে পাদদ্বয় রাখিয়া শয়ন করিলেন। বিধাতা আপন মানস হইতে, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের সৃষ্টি করিলেন; গয়াসুর-যজ্ঞ আরব্ধ হইল। বিধাতা যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়া, যজ্ঞীয় যুপ-কাষ্ঠ ব্রহ্ম-সরোবরে রাখিয়া, যজ্ঞভূমে গিয়া গয়াসুরকে চলিতে দেখিয়া, ভীতমনে ধর্ম্মরাজকে, তদীয় গৃহস্থিত অতিভার শিলা (ইহার বিষয় পরে বর্ণিত হইয়াছে) গয়াসুরের মস্তকে স্থাপন করিতে বলিলেন। ধর্ম্মরাজ তাহাই করিলেন; কিন্তু গয়াসুর সেই শিলা মস্তকে লইয়াই চলিতে লাগিলেন। রুদ্রাদি দেবগণ অচলভাবে ঐ শিলার উপরে অবস্থান করিয়াও, গয়াসুরকে নিশ্চল করিতে পারিলেন না। ইহা দেখিয়া ব্রহ্মা কাতর হইয়া, ক্ষীরোদ সমুদ্রে শয়ান শ্রীহরি-সকাশে গিয়া, সমস্ত নিবেদন করিলেন। বিষ্ণু স্বয়ং গিয়া এই শিলার উপর,—জনার্দ্দন, পুণ্ডরীকাক্ষ ও আদি গদাধর এই তিন

নামে অবস্থিত রহিলেন। ব্রহ্মা স্বয়ং, পিতামহ, ফল্গীশ, কেদার, কনকেশ্বর ও গজরূপী গণেশ,—এই পঞ্চরূপে অবস্থিত হইলেন। রবি,—গয়াদিত্য, উত্তরার্ক ও দক্ষিণার্ক,—এই তিন রূপে, লক্ষ্মী সীতাভিধানে,—গৌরী মঙ্গলাভিধানে, এবং (বৈদিক) সন্ধ্যা,—গায়ত্রী, সাবিত্রী ও সরস্বতী এই তিন মূর্ত্তিতে সেখানে অবস্থিত রহিলেন। গয়াসুর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমি কি শবিষ্ণুর আদেশে নিশ্চল হইতাম না? তবে আমাকে সুরগণ এত যন্ত্রণা দিতেছেন কেন?' গদাধর,—গয়াসুরের উপর সন্তুষ্ট হইয়া, বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। গয়াসুর বলিলেন,—'যত দিন পৃথিবী, পর্ব্বত, নক্ষত্র ও চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে, তত দিন এই শিলাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং অন্যান্য দেবগণ অবস্থান করুন; এবং এই ক্ষেত্র আমার নামানুসারে কথিত হউক। ইহাতে সমস্ত তীর্থ আসিয়া, লোকহিতার্থে অবস্থান করুন। এই তীর্থে স্নান তর্পণ করিলে, লোকে পিণ্ডদানে অধিক ফল প্রাপ্ত হইবে; লোকে আপনি মুক্ত হইবে; সহস্র কুলকেও মুক্ত করিবে। দেবগণ এই স্থানে ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভাবে সর্ব্বদা অবস্থান করুন এবং স্বয়ং গদাধর,—লোকের পূজা গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদিগের সর্ব্বপাপ দূর করুন। এখানে যাহাদের শ্রাদ্ধাদি পিণ্ডদান হইবে, তাহারা ব্রহ্মলোকে গমন করিবে। এখানে বাস করিলে, ব্রহ্মহত্যাদি পাতক নাশ হইবে। নৈমিষ, পুষ্কর, গঙ্গা, প্রভাস ও অন্যান্য তীর্থ এ স্থলে আসিয়া অবস্থান করুন। কিন্তু হে দেবগণ! আপনাদের মধ্যে একজনও যদি কখনও এই ক্ষেত্র ত্যাগ করেন, আমি তৎক্ষণাৎ আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া উত্থিত হইব।' বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ গয়াসুরকে তৎপ্রার্থিত সমস্ত বর প্রদান করিলেন। এই বর প্রাপ্ত হইয়া, গয়াসুর নিশ্চল হইলেন।

কথিত আছে যে, যে দিবস গয়াসুরের মস্তকোপরি পিণ্ডদান না হইবে, সেই দিবস গয়াসুর, মস্তকস্থিত শিলা বিদীর্ণ করিয়া, পৃথিবী ধ্বংস করিবেন। এই বিষয়ের সত্যতা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য, গয়ার পাণ্ডাগণ এক দিবস পিণ্ডদান করেন নাই। সন্ধ্যার সময় শিলা বিদীর্ণ হইবার উপক্রম করিল; তখন পাণ্ডাগণ পিণ্ড প্রদান করিলেন। বিষ্ণুপাদপদ্মের পাদ-দেশে যে দীর্ঘাকৃতি চিহ্ন লক্ষিত হয়, তাহা ইহারই চিহ্ন বলিয়া কথিত।

* * *

গয়াসুরের মস্তকস্থিত শিলার উৎপত্তি ও তাহার মাহাত্ম্য।

ধর্ম্মের ঔরসে এবং বিশ্বরূপার গর্ভে সর্ব্বগুণ-সমন্বিতা ধর্ম্মব্রতা নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দশ সহস্র বৎসর দুষ্কর তপস্যা করিয়া, ব্রহ্মার মানস-পুত্র বেদবিৎ মরীচি ঋষিকে ব্রাহ্মবিধান মতে পতিরূপে গ্রহণ করেন। তাঁহাদের দেবসদৃশ এক শত পুত্র জন্মিয়াছিল। একদা পরিশ্রান্ত হইয়া, মরীচি ঋষি,—ধর্ম্মব্রতাকে পদসেবা করিতে আদেশ করিয়া নিদ্রিত হইলেন; এমন সময়ে ব্রহ্মা সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মব্রতা পতিসেবা হইতে নিরস্ত হইয়া, পতিগুরু ব্রহ্মাকে পাদ্যার্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিলেন। মরীচি জাগরিত হইয়া শয্যায় ধর্ম্মব্রতাকে দেখিতে না পাইয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ প্রদান করিলেন,—'আমার চরণ-সেবা ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গিয়াছ; সেই পাপবশতঃ তুমি শিলারূপিণী হও।' ধর্ম্মব্রতা পাতিব্রত্য-মাহাত্ম্য-নিবন্ধন পতিশাপ গ্রহণ করিলেন এবং কঠোর তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দেবগণ সন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু স্বামীপ্রদত্ত অভিশাপ মোচন করিতে অসমর্থ হইয়া, ধর্ম্মব্রতাকে বলিলেন,—'তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর।' ধর্ম্মব্রতা বর প্রার্থনা করিলেন,—'ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে আমি সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধা ও শুভা হইব; ত্রিভুবনে যে সকল দেবমূর্ত্তি

আছেন, সেই সমস্ত আসিয়া আমার শরীরে অবস্থান করুন; নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল, অপরাপর তীর্থসমূহ, দেবদেবী ও ঋষিগণ এখানে অধিষ্ঠান করুন। ধরামধ্যে আমার এই এক ক্রোশ পরিমিত শিলামূর্ত্তিতে সুরগণ অবস্থিত হউন্। এই মহাপাপহারিণী শিলা-মূর্ত্তিতে সুরগণ অবস্থিত হউন্। মহাপাপ-হারিণী এই শিলামূর্ত্তি দেখিয়া,—লোকে পবিত্র ও ধর্ম্মাধিকারী হইবে এবং এখানে শ্রাদ্ধ করিলে, ব্রহ্মলোক লাভ করিবে। এই শিলায় সংস্থিত তীর্থসমূহে স্নান তর্পণের পর, যাহার উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি পিণ্ডদান করা হইবে, সে ব্রহ্মধামে প্রস্থান করিবে। লোকে এখানে অবস্থিতি করিলে কিম্বা মৃত্যু লাভ করিলে, ব্রহ্মপুরী গমন করিবে। এই শিলাস্থিত ফল্গুতীর্থে, কাশী, প্রয়াগ, পুরুষোত্তম তীর্থ এবং গঙ্গাসাগর-সঙ্গম নিরন্তর বাস করুন। গদাধরের অধিষ্ঠিত এই তীর্থ,—সকল তীর্থ অপেক্ষা উত্তম হউক এবং এই স্থানে শ্রাদ্ধ করিলে মৃত ব্যক্তির পরিত্রাণ হউক।' দেবগণ ধর্ম্মব্রতাকে তাঁহার প্রার্থিত সমুদয় বর প্রদান করিলেন।

ধরাতলে এই শিলা,—শিলাতীর্থ নামে কথিত হইল। এই শিলাস্পর্শে সকলেই বৈকুণ্ঠধামে গমন করিতে লাগিল এবং যমপুরী শূন্য হইল। যমরাজ ব্রহ্মাকে সমস্ত নিবেদন করিলেন; ব্রহ্মাকে যমরাজকে উক্ত শিলা নিজগৃহে রাখিতে বলিলেন। এই অতিভার শিলা যখন গয়াসুরের শিরে স্থাপিত, তখন এই দুই অতিপবিত্র পদার্থসংযোগে পিতৃগণের মোক্ষ লাভ অনিবার্য্য,—তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

* * *

গয়ালীর উৎপত্তি।

গয়াসুর বর প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চল হইলে, ব্রহ্মা স্বীয় মানস হইতে যে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ-গণকে সৃজন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে তিনি পঞ্চান্নখানি গ্রামসহ পঞ্চ ক্রোশী গয়া, যথেষ্ট উপকরণ সমন্বিত সুন্দর গৃহ-সমূহ, কামধেনু, কল্পবৃক্ষ, পারিজাত প্রভৃতি বৃক্ষ, দুগ্ধ ও ঘৃতপূর্ণ নদী, দধি ও মধু দ্বারা পূর্ণ সরোবর, বহু প্রকার অন্নপর্ব্বত প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যাদি দান করিয়া, তথায় বাস করাইলেন এবং বলিলেন,—'ইহাতেই তোমরা সন্তুষ্ট থাকিও এবং কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করিও না।' এই বলিয়া ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। তৎপরে ধর্ম্মারণ্য নামক স্থানে এক মহৎ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইল; এই যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণ লোভহেতু ধনাদি গ্রহণ করিলেন। ইহাতে ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে এই বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন,—'তোমাদের বিষয়তৃষ্ণা প্রবল হইবে; তোমরা বিদ্যাহীন হইবে; অন্নাদির পর্ব্বত পাষাণময় হইবে; নদী সকল জলময় হইবে, গৃহ সকল মৃত্তিকা-ময় হইবে; এবং কামধেনু ও কল্পবৃক্ষ স্বর্গে যাইবে।' অভিশপ্ত ব্রাহ্মণগণের জীবিকা-নির্ব্বাহের অন্য উপায় নাই দেখিয়া, তাঁহাদের কাতর প্রার্থনায় ব্রহ্মা দয়া করিয়া বলিলেন,—'চন্দ্র সূর্য্য যতদিন থাকিবে, তত দিন তোমরাও তীর্থ হইতে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। গয়াতে আসিয়া যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধাদি করিয়া তোমা-দিগকে পূজা করিবে, সে ব্যক্তি ব্রহ্মলোকে গমন করিবে।' কথিত আছে যে, অক্ষয়-বট-সমীপে একজন ব্রাহ্মণকে আহার করাইলে, কোটি ব্রাহ্মণ-ভোজনের ফল লাভ হয়।

এই সকল ব্রাহ্মণের বংশধরগণ গয়ালী নামে খ্যাত। ইঁহারা গয়াতেই বাস করেন। এখানে প্রায় আড়াই শত ঘর গয়ালীর বাস। তাঁহাদের অধিকাংশই ধনী। পিতৃশ্রাদ্ধাদি শেষ করিয়া, সকলেই তাঁহাদের পদ-পূজা করেন। গয়ামাহাত্ম্যে কথিত আছে, ইঁহারা সন্তুষ্ট হইলে, সমস্ত দেবতা ও পিতৃগণ সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।

* * *

গয়াশ্রাদ্ধের সময়।

সকল সময়েই গয়ায় পিণ্ডদান করা যায়। অকালে, মলমাসে, বিবাহ-সংবৎসরেও এখানে শ্রাদ্ধ হয়। সংক্রান্ত্যাদিতে, অপর পক্ষের চতুর্থী অবধি অমাবস্যা পর্য্যন্ত দ্বাদশটী তিথিতে, মাঘ মাসে এবং চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহণকালে গয়াশ্রাদ্ধ করিলে, সাতিশয় ফল লাভ হয়। চৈত্র, বৈশাখ, আশ্বিন, পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন মাসে এবং চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহণকালে গয়াক্ষেত্রে পিণ্ডদান ত্রিলোক-দুর্লভ।

যাহার সপিণ্ডকরণ হয় নাই, প্রথম বৎসরে তাহার গয়াশ্রাদ্ধ করা উচিত নহে। যাহার সপিণ্ডকরণ হইয়াছে, তাহারও গয়া-শ্রাদ্ধ প্রথম বৎসরে না করা ভাল। কিন্তু যদি অন্য কোনও কার্য্যোপলক্ষে গয়াতে যাওয়া হয় এবং পুনর্ব্বারগমনের সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে, ভক্তিশ্রাদ্ধ নামক দেবতা-সংস্কারক একটী পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করা চলে। মহাপাতকী আত্মঘাতীদিগের প্রথম বৎসরে গয়াশ্রাদ্ধ হয় না। সংবৎসরের পর, নারায়ণ-বলি প্রদান করিয়া, গয়াশ্রাদ্ধ করিতে হয়।

* * *

নারায়ণ-বলি।

শুক্লা একাদশীতে বিষ্ণু, যম ও বৈবস্বতের পূজা করিয়া, বিষ্ণুকে মনোমধ্যে ধ্যান করিয়া, মহাপাপী, আত্মঘাতী প্রভৃতি ব্যক্তির নাম ও গোত্র উচ্চারণ করিয়া, দক্ষিণ দিকে উপবেশন পূর্ব্বক, কুশের উপর ঘৃত, মধু, ও তিলযুক্ত দশটী পিণ্ড প্রদান করিবে। ধূপ, দীপ, ভক্ষ্য-ভোজ্য দ্বারা পিণ্ডগুলিকে পূজা করিয়া, নদীজলে নিক্ষেপ করিবে। এই দিবস উপবাস করিয়া, বিদ্যাতপঃসমৃদ্ধিযুক্ত নয়, সাত বা পাঁচ জন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিবে। পরদিন মধ্যাহ্নে পূর্ব্বদিনমত বিষ্ণু পূজা করিয়া, পিতৃরূপ চিন্তা করিয়া, তিল মধু ও ঘৃতযুক্ত হবিষ্য ব্যঞ্জন দ্বারা পাঁচটী পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিব ও যমকে চারিটী পিণ্ড দিবে এবং পঞ্চম পিণ্ডটী মনে মনে মৃত ব্যক্তির নাম ও গোত্র স্মরণ করিয়া, বিষ্ণুর নাম লইয়া, প্রদান করিবে। তাহার পর, দক্ষিণাদি দ্বারা ব্রাহ্মণ সকলকে পূজা করিয়া, মনে মনে মৃত ব্যক্তির নাম স্মরণ করিয়া, উহাদের মধ্যে যিনি বয়োবৃদ্ধ, তাঁহাকে স্বর্ণ, গো, বস্ত্র ও ভূমি দান করিয়া, পরিতুষ্ট করিবে। ব্রাহ্মণগণও কুশহস্ত হইয়া, মৃত ব্যক্তির নাম ও গোত্র স্মরণ করিয়া, তদুদ্দেশে সতিল জল, ঘৃত, গন্ধ ও তিলোদক প্রদান করিবে। তৎপরে মিত্রভৃত্যাদির সহিত মৌনাবলম্বন করিয়া ভোজন করিবে। মনস্ত-গুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণের অভাব হইলে, কুশ-নির্ম্মিত ব্রাহ্মণ দ্বারাই, প্রেত-শ্রাদ্ধাধিকারী ব্যক্তি এই সকল কার্য্য সম্পাদন করিবে।

* * *

গয়াশ্রাদ্ধাধিকারী।

গয়াশ্রাদ্ধে পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্র মুখ্যাধিকারী; তদ্ভিন্ন সকলে গৌণাধিকারী। ঋণগ্রহীতা অন্য জাতীয় হইলেও, ঋণদাতার গয়াশ্রাদ্ধ করিতে পারে। গয়ায় সকলেই সকলের শ্রাদ্ধ করিতে পারিবে। পিতা জীবিত থাকিলে পুত্র গয়াশ্রাদ্ধ করিবে না; যাহার মাতার মৃত্যু হইয়াছে, পিতা জীবিত আছে, সেই ব্যক্তি যদি অন্য কার্য্যোপলক্ষে গয়ায় যায়, তবে অন্বষ্টকা শ্রাদ্ধের মত মাতৃ-পার্ব্বণ করিবে। অন্য মতে, পিতা মাতা জীবিত থাকিলেও, পিতামহাদির পার্ব্বণ-বিধিক শ্রাদ্ধ করা চলিবে। এরূপ স্থলে দেশাচারই গ্রাহ্য। সন্ন্যাসিগণ গয়াশ্রাদ্ধে অনধিকারী। বিষ্ণুপদাদি শ্রাদ্ধ-স্থানে তাঁহারা দণ্ডস্পর্শ করিবেন; কিন্তু শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি করি-বেন না।

* * *

গয়ায় কাহার কাহার শ্রাদ্ধ করিতে হয়।

স্মার্ত্তমতে সামবেদীরা গয়াতে ষড়দৈবত [পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহের] পার্ব্বণবিধিক শ্রাদ্ধ করিবে। যজুর্ব্বেদীরা নবদৈবত [পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহের] শ্রাদ্ধ করিবে। দেশকুলাচারানুসারে উভয় বেদীরা দ্বাদশদৈবত [পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ, মাতামহী, প্রমাতামহী ও বৃদ্ধপ্রমাতামহীর] শ্রাদ্ধ করিবে। পিতৃব্যাদির ও পিতৃব্যপত্নী প্রভৃতির প্রত্যেকের একোদ্দিষ্টবিধিক শ্রাদ্ধ করিবে। শ্রাদ্ধ করিতে অসমর্থ হইলে, পিণ্ডদান মাত্র করিলেই চলিবে। পিণ্ড দান করিলে, সপ্ত গোত্র ও এক শত এক কুলের উদ্ধার হয়। মাতা, পিতা, শ্বশুর, ভগিনী, জামাতা, পিতৃষ্বসা ও মাতৃষ্বসা,—ইহারই নাম সপ্তগোত্র। মাতৃগোত্রে বিংশতি, পিতৃ-গোত্রে বিংশতি, শ্বশুর গোত্রে অষ্ট, ভগিনী-গোত্রে চতুর্দ্দশ, জামাতৃগোত্রে ষোড়শ, পিতৃষ্বস্-গোত্রে একাদশ এবং মাতৃষ্বস্-গোত্রে দ্বাদশ,—ইহাকেই এক শত এক কুল কহে। গয়াশ্রাদ্ধে, পিতৃশ্রাদ্ধ অগ্রে করিতে হয়।

* * *

পিণ্ডদ্রব্য।

পায়স, চরু, শক্তু (ছাতু), পিষ্টক, তণ্ডুল এবং ফলমূলাদিদ্বারা পিণ্ড দেওয়া হয়। পিণ্ডদ্রব্যে তিল, ঘৃত, দধি, মধু প্রভৃতি মিশ্রিত করিবে। মুষ্টি-পরিমিত,—কিম্বা কাঁচা আমলকী ফল পরিমিত,—পিণ্ড গয়াশিরে দান করিতে হয়। এই সকল দ্রব্যের অভাবে ঘৃত, দধি, দুগ্ধ কিম্বা মধু-সংযুক্ত তিলকল্ক (খৈল) বা খাঁড়-গুড় দ্বারা পিণ্ড দান করিবে। এই সমস্ত দ্রব্যই হবিষ্যান্ন নামে অভিহিত। পিতৃগণ ইহা সেবনে বাসনা করিয়া থাকেন; এই সমস্ত দ্রব্যদ্বারা পিণ্ডদান করিলে, তাঁহারা পরম তৃপ্তিলাভ করেন। এই সকলেরও অভাব হইলে, গদাধরের চরণ-কমল স্মরণ করিয়া, ফল্গুনদীর জলদ্বারা পিণ্ডদান করিবে। জনার্দ্দনকে দধি ও তণ্ডুলের পিণ্ড দেওয়া হয়।

* * *

গয়ামাহাত্ম্য।

গয়া তীর্থ—তীর্থ-শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মজ্ঞান, গয়াশ্রাদ্ধ, গো-গৃহে অথবা ব্রজধামে মরণ ও কুরুক্ষেত্রে বাস,—এই চারিটিই মনুষ্যের মুক্তির কারণ। কিন্তু যদি পুত্র গয়াধামে যায়, তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞানে আর কি প্রয়োজন? ব্রজধামে মৃত্যুতেই বা ফল কি? কুরুক্ষেত্র-বাসেই কি আবশ্যক? গয়ায় গিয়া পিতৃগণের পিণ্ডদান করিলে এবং পিণ্ডে তিল না দিয়া, স্বীয় পিণ্ড দান করিলে, মহাকল্পকাল-কৃত নিখিল পাতক বিদূরিত হয়। এখানে তিন পক্ষ বাস করিলে, শত পুরুষ পবিত্র হয়; তিন পক্ষ বাস করিতে অক্ষম হইলে, পঞ্চদশ দিন, সপ্তরাত্রি অথবা ত্রিরাত্রি বাস করিলেও, মহাকল্পকৃত পাপ নাশ হয়। গয়াশ্রাদ্ধ করিলে ব্রহ্মহত্যা,* সুরাপান, চৌর্য্য, গুরুদারগমন প্রভৃতি জনিত পাপ বিনষ্ট হয়। ঔরসজাত পুত্র অথবা অন্য কেহ গয়ায় গিয়া, যাহার উল্লেখ করিয়া পিণ্ডদান করিবে, সেই ব্যক্তিই তৎক্ষণাৎ শাশ্বত ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইবে। নিত্যবাসের কথা দূরে থাকুক, একবার মাত্র গয়া গমন ও পিণ্ডদানও দুর্লভ। ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে যেরূপ মুক্তিলাভ হয়, ব্রহ্মাদি দেবগণ-স্পৃহনীয় এই মুক্তিদায়ক গয়াধামে প্রমাদবশতঃ মরিলেও, সেইরূপ মুক্তিলাভই হইয়া থাকে। গয়াক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ করিলে, পিতৃ ঋণ মুক্ত হয়; যিনি গয়াশিরে শ্রাদ্ধ করেন, তাঁহার শত পুরুষ উদ্ধার হয়। গয়ায় যাইবার উদ্দেশে গৃহ হইতে যাত্রা করিলে, তৎক্ষণাৎ পদে পদে

পিতৃগণের স্বর্গারোহণ-সোপান নির্ম্মিত হয়। অশ্বমেধ-যজ্ঞে যে ফল হয়, গয়াযাত্রা করিলে, প্রতিপদে সেই ফল পাওয়া যায়। গয়ায় এমন স্থান নাই,—যেখানে কোন না কোন তীর্থ দেখা যায় না। এখানে সমস্ত তীর্থ বিরাজিত আছে;—এজন্য গয়া তীর্থ সর্ব্বতীর্থের শ্রেষ্ঠ। এখানকার বিষ্ণুপদ সাতিশয় রমণীয়; দর্শন করিলে পাপ মোচন এবং স্পর্শ ও পূজা করিলে, পিতৃগণের মুক্তি হয়। এস্থানে শ্রাদ্ধাদি পিণ্ডদান করিলে, সহস্রকুলের সহিত অনন্ত কালের জন্য বিষ্ণুপদে গমন করা যায়। গয়া-শিরে কাহারও নামে কেহ পিণ্ডদান করিলে, ঐ ব্যক্তি নরকে থাকিলে, স্বর্গে যায়; স্বর্গে থাকিলে মোক্ষলাভ করিয়া থাকে। গয়াক্ষেত্রে ধর্ম্ম-পৃষ্ঠে, ব্রহ্মসরোবরে, গয়াশিরে এবং অক্ষয় বট-মূলে পিতৃগণের উদ্দেশে দান করিলে,—অক্ষয় ফললাভ হয়। এখানে বৃষোৎসর্গ করিলে, এক বিংশতি কুল পরিত্রাণ পায়। বিষ্ণু, রুদ্র, কশ্যপ ও ব্রহ্মপদের শ্রাদ্ধে শ্রাদ্ধ-কর্ত্তারও মুক্তিফল প্রাপ্তি হয়।

* * *

গয়াযাত্রা।

গয়াযাত্রার পূর্ব্বে তর্পণ শ্রাদ্ধ করিয়া, তীর্থযাত্রীর বেশ গ্রহণ এবং গ্রাম প্রদক্ষিণ করিবে। শ্রাদ্ধশেষে আহার করিবে: গ্রামান্তর গমন করিয়া বাস করিবে। সেই দিন হইতে কাহার নিকট কোন দ্রব্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি অন্যের দান গ্রহণ না করে, সন্তুষ্ট, নিয়ত, শুচি, ও অহঙ্কার-রহিত হয়, সেই ব্যক্তিই তীর্থফল প্রাপ্ত হয়। যাঁহার হস্ত, পদ ও মন সংযত এবং যাহার বিদ্যা, তপস্যা ও কীর্ত্তি বর্ত্তমান, সেই ব্যক্তিই তীর্থফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যদি শকটারোহণে গয়া যাও, তাহা হইলে যতদূর হইতে হাঁটিয়া যাইতে পারো, ততদূর হইতে যান, ছত্র ও পাদুকা ত্যাগ করিয়া, তীর্থে গমন করিবে। তীর্থ দৃষ্টিগোচর হইলে, গাত্র,—ধূলি সংলগ্ন করিয়া, ভূমিতে পতিত হইয়া,তীর্থকে নমস্কার পূর্ব্বক,—"অদ্যে-ত্যাদি যথোক্ত ফল-প্রাপ্তি-কামোঽমুকতীর্থে প্রবেশমহং করিষ্যে"—এই সঙ্কল্প করিয়া তীর্থে উপস্থিত হইবে। পরে উদ্ধৃত জলদ্বারা পাদ প্রক্ষালন ও আচমন করিবে। দেশ ও কাল (মাস, পক্ষ, তিথি) উল্লেখ করিয়া, সঙ্কল্প করিয়া, তর্পণ, দান ও ঘটোৎসর্গ করিবে; তীর্থ দেবতা সকলকে দর্শন ও নমস্কার করিবে। কুমারীকেও পূজা করিয়া ভোজন করাইবে। গয়ার পূর্ব্ব-দিকস্থিত মহানদীতে বালি খনন করিয়া, জল তুলিয়া, সেই নির্ম্মল জলে স্নান করিবে। স্নানান্তে দেবতা প্রভৃতি সকলের তর্পণ করিয়া, একটী পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিবে; ষোড়শ পিণ্ডদান করিবে; শ্রাদ্ধের অসামর্থ্যে মাত্র পিণ্ডদান করিবে।

* * *

গয়ায় প্রথম দিন কৃত্য।

ফল্গুতীর্থে যাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ করিবে;—'নমো দেবদেবায় শিতিকণ্ঠায় দণ্ডিনে। রুদ্রায় চাপহস্তায় চক্রিণে বেধসে নমঃ। সরস্বতী চ সাবিত্রী বেদমাতা-গরীয়সী। সন্নিধাসি ভবত্বত্র তীর্থপাপ-প্রণাশিনি। সাগর-স্বননির্ঘোষ দণ্ডহস্তোঽসুরান্তক। জগৎস্রষ্টর্জগ-দর্দ্দিন্নমামি ত্বাং সুরেশ্বর। তীক্ষ্ণদংষ্ট্র মহা-কায় কল্পান্তদহনোপম। ভৈরবায় নমস্তুভ্য-মনুজ্ঞাং দাতুমর্হসি।" তাহার পর নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ করিয়া ফল্গুতীর্থে স্নান করিবে,—"ফল্গুতীর্থে বিষ্ণুজলে করোমি স্নানমাদৃতঃ। পিতৄণাং বিষ্ণুলোকায় ভক্তিমুক্তিপ্রসিদ্ধয়ে।" শূদ্রগণ সর্ব্বগাত্রে মৃত্তিকা মাখিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ করিব,—"অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণু-ক্রান্তে বসুন্ধরে। মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতং। আরুহ্য মম গাত্রাণি সর্ব্বপাপং প্রমোচয়।' তর্পণে পশ্চিমাকল যাঁরা নিম্ন-লিখিত মন্ত্রপাঠ করিয়া বলেন,—'পিতৄন্ প্রীণয়ামি'; অমুকগোত্রাঃ অস্মৎ পিতরঃ অমুক দেবশর্ম্মণঃ এতৎ সতিলোদকং পিতরং তৃপ্যধ্বং

স্বধা নমঃ। অপরে, পিতার তর্পণের পর 'স্বধা' বলিয়া, পিতরং প্রীণয়ামি, পিতামহের তর্পণের পর, পিতামহং প্রীণয়ামি ইত্যাদি বলেন। তীর্থদেব বিষ্ণুকে "ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটীহারী হিরন্ময়-বপু ধৃতশঙ্খচক্রঃ" এই মন্ত্রপাঠ করিয়া পূজা করিবে। গয়ালী ব্রাহ্মণকে বরণ করিয়া, দ্বারদেশ-কুলাচারানুসারে শ্রাদ্ধ করিবে। শ্রাদ্ধাসমর্থো পিণ্ডদান মাত্র করিলে চলে। শ্রাদ্ধে বা শ্রাদ্ধাসামর্থ্যে পিণ্ডদানে "পিতা স্বর্গঃ পিতাধর্ম্মঃ পিতাহি পরম-স্তপঃ। পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ" ইতি মন্ত্র দ্বারা পিতৃ প্রণামানন্তর "পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।" তৃপ্তিমায়ান্তু পিণ্ডেন ময়া দত্তেন ভূতলে। মাতামহস্তৎপিতাচ পিতা তস্যাপি তৃপ্যতু। দ্বিজানাং তর্পণাদ্ধোমাং পিণ্ডদানাচ্চ যে সদা। গয়ায়াং মুণ্ডপৃষ্ঠে চ সরসি রুক্মণস্তথা। গয়াশীর্ষে বটে চৈব পিতৃণাং দত্ত মক্ষয়ং। গয়ায়াং পিতৃরূপেণ স্বয়মেব জনার্দ্দনঃ। তংদৃষ্ট্বা পুণ্ডরীকাক্ষং মুচ্যতে চ ঋণ-ত্রয়াৎ। শমীপত্র প্রমাণেন পিণ্ডং দদ্যাৎ গয়া শিরে। উদ্ধরেৎ সপ্ত গোত্রাণি কুলমেকোত্তরং শতং।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া "ইদং সাঙ্গং কর্ম্ম বিধিবৎ গয়াশ্রাদ্ধরূপমস্তু" এইরূপ প্রশ্ন করিবেন; পুরোহিত "অস্তু গয়াশ্রাদ্ধরূপং" এইরূপ প্রতিবাক্য বলিবেন। পিতৃব্যাদির এবং পিতৃব্যপত্ন্যাদির প্রত্যেকের একোদিষ্টবিধিক শ্রাদ্ধ করিবে। অনন্তর ষোড়শ পিণ্ডদান করিয়া, স্ত্রীষোড়শীও করিবে। তাহা নিম্নলিখিতরূপে সম্পাদিত হয়। পূর্ব্বদিক হইতে দক্ষিণাগ্র কুশ বিস্তার করিয়া, তিলোদক দ্বারা পিতৃগণকে কুশোপরি আহ্বান করিয়া, নিম্নলিখিত মন্ত্রের এক একটী উচ্চারণ করিয়া, এক একটী পিণ্ড-দান করিতে হয়;—

"অস্মৎ কুলে মৃতা যে (যা *) চ গতির্যেষাং (যাসাং) ন বিদ্যতে। তেষাম (তাসাম্) উদ্ধরণায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং॥ ১॥ মাতা-মহকুলে যে (যা) চ গতির্যেষাং (যাসাং) বিদ্যতে। তেষাম (তাসাম্) উদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং॥ ২॥ বন্ধুবর্গকুলে যে (যা) চ গতির্যেষাং (যাসাং) ন বিদ্যতে। তেষাম (তাসাম্) উদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং॥ অজাতদন্তা যে (যা) কেচিৎ (কাশ্চিৎ) যে (যা) চ গর্ভে প্রপীড়িতাঃ। তেষাম্ (তাসাম্) উদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং॥ ৪॥ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে (যা) কেচিৎ (কাশ্চিৎ) অগ্নি-দগ্ধাস্তথাপরে। বিদ্যুচ্চৌরহতা যে (যা) চ তেভ্যঃ (তাভ্যঃ) পিণ্ডং দদাম্যহং॥ ৫॥ দাবদাহে মৃতা যে (যা) চ সিংহ-ব্যাঘ্রহতাশ্চ যে (যা)। দংষ্ট্রিভিঃ শৃঙ্গিভির্ব্বাপি তেভ্য (তাভ্যঃ) পিণ্ডং দদাম্যহং॥ ৬॥ উদ্বন্ধনমৃতা যে (যা) চ বিষশস্ত্র-হতাশ্চ যে (যা)। আত্মাপঘাতিনো যে (যা) চ তেভ্যঃ (তাভ্যঃ) পিণ্ডং দদাম্যহং॥ ৭॥ অরণ্যে বর্ত্মনি রণে ক্ষুধয়া তৃষ্ণয়া হতাঃ। ভূত প্রেত পিশাচাদ্যে স্তেভ্যঃ (তাভ্যঃ) পিণ্ডং দদাম্যহং॥ ৮॥ রৌরবে চান্ধতামিস্রে কালসূত্রে চ যে [যা] গতাঃ। তেষাং [তাসাম্] উদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং॥ ৯॥ অসিপত্র বনে ঘোরে কুম্ভীপাকেযু যে [যা] গতাঃ। তেষাম্ [তাসাম্] উদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং॥ ১০॥ অনেক যাতনাসংস্থাঃ প্রেতলোকঞ্চ যে [যা] গতা। তেষাম [তাসাম্] উদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং॥ ১১॥ অনেক যাতনাসংস্থা যে [যা] নীতা যমশাসনে। তেষাম [তাসাম্] উদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং॥ ১২॥ নরকেযু সমস্তেযু যাতনাসু যে যে [যা] স্থিতাঃ। তেষাম্ [তাসাম্] উদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং॥ ১৩॥ পশুযোনিগতা যে [বা] চ পক্ষি কীট সরীসৃপাঃ। অথবা বৃক্ষযোনিস্থাঃ তেভ্যঃ [তাভ্যঃ] পিণ্ডং দদাম্যহং॥ ১৪॥ জাত্যন্তর সহস্রেষু ভ্রমন্তঃ স্বেন কর্ম্মণা। মানুষ্যং দুর্লভং যেষাং [যাসাম্] তেভ্যঃ

* স্ত্রীষোড়শী মন্ত্রে ব্যবহৃত হইবে

[তাভ্যঃ] পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ১৫ ॥ দিব্যান্ত-রীক্ষভূমিষ্ঠাঃ পিতরো [মাতরো] বান্ধবাদয়ঃ। মৃতা অসংস্কৃতা যে [যা] চ তেভ্যঃ [তাভ্যঃ] পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ১৬ ॥ যে [যা] কেচিৎ [কাশ্চিৎ] প্রেতরূপেণ বর্ত্ততে পিতরো [মাতরো] মম। তে [তাঃ] সর্ব্বে [সর্ব্বাঃ] তৃপ্তিমায়ান্তু পিণ্ডদানেন সর্ব্বদা ॥ ১৭ ॥ যে হ [যা] বান্ধবা বান্ধবা বা যে [যা] হন্যজন্মনি বান্ধবাঃ। তেষাং [তাসাম্] পিণ্ডো ময়া দত্তো হ্যক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাং ॥ ১৮ ॥ পিতৃবংশে মৃতা যে [যা] চ মাতৃবংশে চ যে [যা] মৃতাঃ। গুরু শ্বশুর বন্ধুনাং যে [যা] চান্যে বান্ধবা মৃতাঃ। যে [যা] মে কুলে লুপ্তপিণ্ডাঃ পুত্রদারবিবর্জ্জিতাঃ। ক্রিয়ালোপগতা যে [যা] চ জাত্যন্ধাঃ পঙ্গবস্তথা। বিরূপা আমগর্ভাশ্চ জ্ঞাতাজ্ঞাতাঃ কুলে মম। তেষাং [তাসাম্] পিণ্ডো ময়া দত্তো হ্যক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাং ॥ ১৯ ॥ আব্রহ্মণো যে [যা] পিতৃবংশজাতা মাতুস্তথা বংশভবা মদীয়াঃ। কুলদ্বয়ে যে [যো] মম দাসভৃতা [দাস্যমাপ্তা] ভৃত্যাস্তথৈবাশ্রিতমেবকাশ্চ। মিত্রাণি সখাঃ পশবশ্চ বৃক্ষা দৃষ্টা-হ্যদৃষ্টাশ্চ কৃতোপকারাঃ। জন্মান্তরে যে [যা] মম সঙ্গতাশ্চ তেভ্যঃ [তাভ্যঃ] স্বধা পিণ্ডমহং দদামি ॥ ২০ ॥"

* * *

দ্বিতীয় দিনকৃত্যম্।

প্রেত-পর্ব্বত।

ফল্গুনদীতে প্রাতঃস্নানাদি নিত্যক্রিয়া করিয়া, গয়ার বায়ুকোণস্থ প্রেতশিলা পাহাড়ে গিয়া, পাহাড়ের পাদদেশস্থিত ব্রহ্মকুণ্ডে পিতৃগণের সম্ভাবিত প্রেতত্বনাশ এবং শাশ্বত ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি কামনায়, সঙ্কল্প করিয়া স্নান ও তর্পণ করিবে। পরে শ্রাদ্ধের নিমিত্ত জল লইয়া, পাহাড়ে উঠিয়া, স্বর্ণরেখাঙ্কিত শিলার নিকট শ্রাদ্ধাদি করিবে। প্রথমতঃ স্বীয় বেদবিহিত মন্ত্র দ্বারা পঞ্চগব্য [গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত] শোধন করিয়া, শ্রাদ্ধ-উপযোগী স্থান ধৌত করিবে। তথায় বামজানু পাতিয়া, বিপরীত ভাবে উত্তরীয় ধারণ করিয়া, দক্ষিণমুখে বসিবে এবং আচমন, প্রাণায়াম এবং পুণ্ডরীকাক্ষকে স্মরণ ও অর্চ্চনা করিয়া, শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যে কুশজল প্রদান করিবে। পরে নিম্নলিখিত সপ্রণব মন্ত্র দ্বারা পিতৃগণকে আহ্বান করিবে,—"কব্যবালোহনলঃ সোমো যমশ্চৈবার্য্যমা তথা। অগ্নিষ্বাত্তা বর্হিষদঃ সোমপাঃ পিতৃদেবতাঃ। আগচ্ছন্তু মহাভাগা যুষ্মাভী রক্ষিতাস্ত্বিহ। মদীয়াঃ পিতরো যে চ কুলে জাতাঃ সনাভয়ঃ। তেষাং পিণ্ডপ্রদানায় আগতোঽস্মি গয়ামিমাং। তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু শ্রাদ্ধেনানেন শাশ্বতীং।" পরে "পিত্রাদিভ্যো নমঃ" বলিয়া পূজা করিয়া, পার্ব্বণ বিধিক শ্রাদ্ধ করিবে। শ্রাদ্ধে অক্ষম হইলে, পিণ্ডদান করিবে। অনন্তর কুশ বিছাইয়া মন্ত্রপাঠ করিয়া সতিল জলাঞ্জলি দিয়া, নিম্নলিখিত মন্ত্র দ্বারা তিল, ঘৃত, দধি, মধু, জলযুক্ত ছাতুনির্ম্মিত একটী পিণ্ড,—পিত্রাদি দ্বাদশ পুরুষকে দিবে। পিতৃব্যাদির ও পিতৃব্যপত্ন্যাদির শ্রাদ্ধ বা পিণ্ডদান করিয়া, দক্ষিণ দিকে বসিয়া, ষোড়শ পিণ্ডদান এবং তাহার দক্ষিণে উপবেশন করিয়া, স্ত্রীষোড়শী করিবে। পুত্রকামী ব্যক্তি চারিটী পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া, নিম্নলিখিত সপ্রণব চারিটী মন্ত্র পাঠ করিয়া এক একটী করিয়া দিবে,—"যো মে প্রজাং নাশয়তি জীবো নশ্যতি বা স্বয়ং। তস্য কাশ্যপগোত্রস্য বায়ুরূপস্য দেহিনঃ। প্রেতস্যোদ্ধার-বিষয়ে তস্মৈ পিণ্ডং দদাম্যহং। ১। যো মে ইত্যাদি। তস্য প্রেতস্য দত্তোঽত্র পিণ্ডোয়মুপতিষ্ঠতু। ২। যো মে ইত্যাদি। বিষ্ণুরূপঃ সলভতাং তাং যাপিণ্ডার্পনাহুতিঃ। ৩। তস্য কাশ্যপগোত্রস্য বায়ুরূপস্য দেহিনঃ। অয়ং পিণ্ডো ময়া দত্তো যঃ পীড়াং কুরুতে মম। ইমং তিলময়ং পিণ্ডং মধুসর্পিসমন্বিতং। দদামি তস্মৈ প্রেতায় যঃ পীড়াং কুরুতে মম।" ৪। পরে "পিত্রাদয়ঃ ক্ষমধ্বং" এই বলিয়া পিতৃগণকে বিসর্জ্জনান্তর পূর্ব্বমুখে কৃতাঞ্জলি

হইয়া, ব্রহ্মাদিকে মনদ্বারা কল্পনা করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে—"সাক্ষিণো সন্তু যে দেবা ব্রহ্মশাপাদয়স্তথা। ময়া গয়াং সমাসাদ্য পিতৃণাং নিষ্কৃতিঃ কৃতা। আগতোঽস্মি গয়াং দেব পিতৃকার্য্যে গদাধর। ত্বমেব সাক্ষী ভগবন্ননৃণোঽহমৃণ ত্রয়াৎ॥" মাস পক্ষ তিথি বলিয়া, পিতৃগণের প্রেতত্বমুক্তি এবং আপন প্রেতত্ব অভাব কামনায় দক্ষিণ দিকে মুখ করিবে এবং তিলযুক্ত ছাতু নিক্ষেপ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে,—"যে কেচিৎ প্রেতরূপেণ বর্ত্তন্তে পিতরো মম। তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু শক্তুভিস্তিলমিশ্রিতৈঃ॥" অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, সতিল জলাঞ্জলি দিয়া পাহাড় হইতে অবতরণ করিবে,—"আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তং যৎ কিঞ্চিৎ সচরাচরং। ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্তিমায়ান্তু সর্ব্বশঃ॥"

সেখান হইতে গয়ার উত্তর দিকে মহানদীর তীরস্থ প্রভাস পর্ব্বতে,—রামশিলায় যাইবে। হাত পা ধুইয়া প্রেত-পর্ব্বতের কার্য্যাদির ন্যায় শ্রাদ্ধাদি বা পিণ্ডদান করিয়া, একটী নূতন ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। তাহার পর রামতীর্থে জন্মান্তর-কৃত পাপ বিনাশ কামনায় সঙ্কল্প করিয়া, নিম্নলিখিত সপ্রণব মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করিয়া তর্পণ করিবে,—"জন্মান্তরং শতং সাগ্রং যময়া দুষ্কৃতং কৃতং। তং সর্ব্বং বিলয়ং যাতু রামতীর্থাভিষেচণাৎ॥" অনন্তর দেশ কাল উল্লেখ করিয়া আপনার বিষ্ণুলোক-গমন কামনায় এবং পিতৃগণের প্রেতত্ববিমুক্তি কামনায় এখানে প্রেত-পর্ব্বতের মত শ্রাদ্ধাদি করিতে হয়। আপনার পাপনাশ কামনায় নিম্নলিখিত মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া রামকে প্রণাম করিবে,—"রামরাম মহাবাহো দেবানামভয়ঙ্কর। ত্বাং নমাম্যত্র দেবেশ মম নশ্যতু পাতকং॥" প্রেতলোকেশ্বর এবং প্রভাসেশ্বর দেবকে নমস্কার করিবে। মানসিক বাচিক-কায়িক কর্ম্মজ পাপনাশ কামনায় প্রভাসেশ্বরকে,—"আপস্ত্বমতি দেবেশ জ্যোতিষাম্পতিরেব চ। পাপং নাশয় মে দেব মনোবাক্ কায় কর্ম্মজং।" এই মন্ত্রপাঠ করিয়া, প্রার্থনা করিবে। গয়াসুরকে নিশ্চল করণার্থ শিলার জঘনদেশে ধর্ম্মরাজকর্ত্তৃক যে গিরি স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার নাম নগ পর্ব্বত। সেখানে ধর্ম্মরাজ ও যমরাজ অধিষ্ঠিত আছেন। পিতৃমুক্তি কামনায়,—"যমরাজ ধর্ম্মরাজৌ নিশ্চলার্থং হি সংস্থিতৌ। তাভ্যাং বলিং প্রদাস্যামি পিতৃণাং মুক্তিহেতবে।" এই মন্ত্রপাঠ করিয়া উত্তর মুখে দক্ষিণ জানুপাতিয়া, "এষ কুশতিল জল মিশ্রিতঃ বলি 'যমরাজ ধর্ম্মরাজাভ্যাং নমঃ।" এই মন্ত্রে যমবলি প্রদান করিবে। শ্রাদ্ধক্রিয়ার বিঘ্ননাশ কামনায়, যমবলি প্রদানের মত এই মন্ত্রে শ্ব (কুকুর) বলি প্রদান করিবে,—"দ্বৌ শ্বানৌ শ্যামশবলৌ বৈবস্বত কুলোদ্ভবৌ। তাভ্যাং বলিং প্রদাস্যামি রক্ষেতাং পথি সর্ব্বদা। এষ বলি যমরাজ ধর্ম্মরাজানুচরাভ্যাং শভ্যাং নমঃ!" যমবলি ও শ্ববলি করিতেই হইবে, নহিলে গয়াশ্রাদ্ধ সফল হয় না।

* * *

তৃতীয়দিন কৃত্যম—পঞ্চতীর্থ।

ফল্গুতীর্থে স্নানাদি নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া, বিষ্ণুপদ হইতে এক মাইল দূরে উত্তর মানস তীর্থে যাইবে। তথায় কুশ হস্তে মস্তকে জলপ্রক্ষেপ করিয়া, আত্মশুদ্ধি, পিতৃগণের সূর্য্যলোকাদি গমন ও মুক্তির নিমিত্ত এই মন্ত্রপাঠ করিয়া স্নান ও তর্পণ করিবে,—"উত্তরে মানসে স্নানং করোম্যাত্ম বিশুদ্ধয়ে। সূর্য্যলোকাদি সংসিদ্ধি সিদ্ধয়ে পিতৃ মুক্তয়ে।" তাহার পর দেশকাল উল্লেখ করিয়া, পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি কামনায় সঙ্কল্প করিয়া, প্রেত পর্ব্বতের কার্য্যাদির ন্যায় শ্রাদ্ধাদি করিয়া, এই মন্ত্রপাঠ করিয়া উত্তরার্ককে নমস্কার ও পূজা করিতে হয়,—"নমো ভগবতে ভর্ত্তে সোমভৌমাগ্নিরূপিণে। জীব-ভার্গব সৌরেয় রাহু কেতু স্বরূপিণে।" তদনন্তর বিষ্ণুপদের উত্তর দেবঘাটের উপরিস্থ দক্ষিণ মানসতীর্থে যাইতে হয়। এই এক স্থানেই উদীচি তীর্থ, কনখল তীর্থ এবং দক্ষিণ মানসতীর্থ; উত্তর দিকে

উদীচি, মধ্যস্থলে কনখল এবং দক্ষিণভাগে দক্ষিণমানস। উত্তর মানস হইতে দক্ষিণ মানসে,—মৌনী হইয়া যাইতে হয়। উদীচি তীর্থে স্নান করিলে, সশরীরে স্বর্গলাভ হয়। কনখল তীর্থে স্নান করিলে, দেহ স্বর্ণবর্ণ ধারণ করে, দেহ অতি পবিত্র হয়; পুনর্জ্জন্ম হয় না। এই তিনটী তীর্থে পৃথক পৃথক রূপে স্নান এবং প্রেতপর্ব্বতের কার্য্যাদির ন্যায় শ্রাদ্ধাদি করিতে হয়। নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ করিয়া স্নান করিবে,—"ব্রহ্মহত্যাদি পাপৌঘ যাতনায় বিমুক্তয়ে। দিবাকর করোমীহং স্নানং দক্ষিণমানসে।" পরে পিতৃমুক্তি ও আপন পুত্র পৌত্রগণের ধনৈশ্বর্য্যায়ুর্ব্বৃদ্ধির কামনায় মৌনী হইয়া, দক্ষিণার্ককে নমস্কার ও পূজা করিবে। মৌনী হইয়া পূজা করিতে হয় বলিয়া, দক্ষিণার্ককে মৌনার্ক কহে। পূজার মন্ত্র,—"নমামি সূর্য্যং তৃপ্ত্যর্থং পিতৃণাং তারণায় চ। পুত্র পৌত্র ধনৈশ্বর্য্যাযায়ুরারোগ্য বৃদ্ধয়ে।" তাহার পর "কব্যবাল" ইত্যাদি [৩৩ পৃষ্ঠা] মন্ত্রপাঠ করিয়া, গদাধরের পূর্ব্বদেশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠতীর্থ ফল্গুতীর্থে গমন করিবে। সহস্র সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেও, ফল্গুতীর্থে স্নান-সদৃশ ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায় না। ফল্গুতীর্থে স্নান মন্ত্র,—"ফল্গুতীর্থে বিষ্ণুজলে করোমি স্নানমাদৃতঃ। পিতৃণাং বিষ্ণুলোকায় ভক্তি মুক্তি প্রসিদ্ধয়ে।" পরে দেশকাল উল্লেখ করিয়া, প্রেতপর্ব্বতের কার্য্যাদির ন্যায় শ্রাদ্ধাদি করিবে। মধুশ্রবার দক্ষিণকূলস্থিত পিতা মহেশ্বরকে এই মন্ত্র দ্বারা প্রণাম ও পূজা করিবে,—"নমো শিবায় দেবায় ঈশানপুরুষায় চ। অঘোর বামদেবায় সদ্যোজাতায় সম্ভবে।" পুনরায় ফল্গুতীর্থে স্নান করিয়া, আপনার এবং পূর্ব্ববর্ত্তী দশপুরুষ ও পরবর্ত্তী দশপুরুষকে পরিত্রাণ ও বিষ্ণুপদপ্রাপ্তি কামনায়, গদাধর দেবকে নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম ও পূজা করিবে,—"নমো বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ। প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় শ্রীধরায় চ বিষ্ণবে।" পিতৃগণের ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিকামনায় পুনর্ব্বার পঞ্চতীর্থে স্নান তর্পণ করিয়া, পঞ্চামৃত (দধি, দুগ্ধ, মধু, ঘৃত ও শর্করা) দ্বারা গদাধর দেবকে স্নান করাইয়া, পুষ্প বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা পূজা করিবে। পঞ্চামৃত স্নান অবশ্য কর্ত্তব্য,—নহিলে গয়াশ্রাদ্ধ সফল হয় না।

* * *

চতুর্থ দিন কৃত্যম্—ধর্ম্মারণ্য।

ফল্গুতীর্থে স্নানাদি নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া, বিষ্ণুপদ হইতে ছয় মাইল দূরে ধর্ম্মারণ্যে যাইতে হয়। এখানে সর্ব্বপাপ বিশুদ্ধি-কামনায় সঙ্কল্প করিয়া, মতঙ্গবাপীতে যথাবিধি স্নান তর্পণ করিয়া, দেশকাল উল্লেখপূর্ব্বক পিতৃগণের উদ্ধার কামনায় প্রেতপর্ব্বতের কার্য্যাদির ন্যায় শ্রাদ্ধাদি করিবে। তাহার পর, মতঙ্গবাপীর উত্তর দিকে—এই মন্ত্র পাঠ করিয়া নমস্কার করিবে,—"প্রমাণং দেবতাঃ সন্তু লোকপালাশ্চ সাক্ষিণঃ। ময়াগত্য মাতঙ্গেঽস্মিন্ পিতৃণাং নিষ্কৃতিঃ কৃতা।" ব্রহ্মতীর্থ নামক ব্রহ্মকূপে গমন করিয়া, এই কূপ ও কূপের মধ্যস্থলে দেশকাল উল্লেখ করিয়া, পিতৃগণের পরিত্রাণ কামনায় সঙ্কল্প করিয়া, তর্পণ ও প্রেতপর্ব্বতের কার্য্যাদির ন্যায় শ্রাদ্ধাদি করিবে এবং ধর্ম্ম ও ধর্ম্মেশ্বরকে প্রণাম করিবে। এখানে এক্ষণে কূপ নাই, বটবৃক্ষ-নিদর্শন আছে। তাহার পরে বুদ্ধগয়ায় যাইয়া আত্মস্বর্গ কামনায় প্রেতপর্ব্বত কার্য্যাদির ন্যায় শ্রাদ্ধাদি করিয়া,"নমস্তেঽশ্বর রাজায় ব্রহ্মাবিষ্ণু শিবাত্মনে। বোধদ্রুমায় পিতৃণাং কর্ত্তৃণাং তারণায় চ॥ যেঽস্মৎকুলে মাতৃবংশে বান্ধবা দুর্গতিং গতাঃ। ত্বদ্দর্শনাৎ স্পর্শনাচ্চ স্বর্গতিং যান্তু শাশ্বতীং॥ ঋণত্রয়ং ময়া দত্তং গয়ামাগত্য বৃক্ষরাট্। ত্বৎ প্রসাদান্মহাপাপাদ্বিমুক্তোঽহং ভবার্ণবাৎ॥ চলদলায় বৃক্ষায় অশ্বত্থায় নমো নমঃ। বোধিসত্ত্বায় যজ্ঞায় অশ্বত্থায় নমো নমঃ॥ একাদশোঽসি রুদ্রাণাং বায়ুনাং পাচকস্তথা। নারায়ণোঽসি দেবানাং বৃক্ষরাজোঽসি পিপ্পল॥" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মহাসম্বিদ্রুমকে অশ্বত্থকে নমস্কার করিয়া, "অশ্বত্থ যস্মাত্ত্বয়ি বৃক্ষরাজ,

নারায়ণস্তিষ্ঠতি সর্ব্বকালং। অতঃ শুভস্তং সততং তরূণাং ধন্যোহসি দুঃস্বপ্নবিনাশনোহসি॥ অশ্বত্থরূপিণং দেবং শঙ্খচক্রগদাধরম্। নমামি পুণ্ডরীকাক্ষং বৃক্ষরূপধরং হরিং॥"—এই মন্ত্র দ্বারা প্রার্থনা করিবে।

* * *

পঞ্চমদিনকৃত্যম্—ব্রহ্মসরোবর।

ফল্গু নদীতে স্নানাদি নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া, বিষ্ণুপদ হইতে এক মাইল দূরে ব্রহ্মসরোবরে যাইবে। সেখানে যাইয়া, "স্নানং করোমি তীর্থেহস্মিন্ ঋণত্রয়বিমুক্তয়ে। তৎকূপযূপয়োর্মধ্যে ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৃন্॥" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান, তর্পণ ব্রহ্মকূপ ও ব্রহ্মযূপের মধ্যে প্রেতপর্ব্বত কার্য্যাদি মত শ্রাদ্ধ করিবে, ব্রহ্মার যজ্ঞাবসানে এখানে যজ্ঞযূপ প্রোথিত হয়, এজন্য ইহার নাম ব্রহ্মযূপ। এই ব্রহ্মসরে শ্রাদ্ধ করিলে, পিতৃগণ ব্রহ্মলোক গমন করেন। তাহার পরে, "অদ্যেত্যাদি" সঙ্কল্প করিয়া এই কূপের জল লইয়া, কুশ দ্বারা গোপ্রচারস্থ বিষ্ণুরূপী আম্রবৃক্ষকে সিঞ্চন করিবে; তাহাতে এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়,—"আম্রং ব্রহ্মসরোদ্ভূতং সর্ব্বদেবময়ং তরুং। বিষ্ণুরূপং প্রসিঞ্চামি পিতৃণাং মুক্তিহেতবে॥ একো মৌনী কুম্ভকুশাগ্রহস্ত আম্রস্য মূলে সলিলং দদামি। আম্রশ্চ সিক্তঃ পিতরশ্চ তৃপ্তা, একা ক্রিয়া দ্ব্যর্থকরী প্রসিদ্ধা।" একাকী মৌনী হইয়া, কুশাগ্র দ্বারা জল সিঞ্চন করিতে হয়। এখানে এই যূপ প্রদক্ষিণ করিলে, বাজপেয় ফল লাভ হয়। ব্রহ্মাকে নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিয়া পিতৃগণের ব্রহ্মপুর গমন-কামনায় প্রণাম ও পূজা করিবে,—"নমোহস্তু ব্রহ্মণেহজায় জগজ্জন্মাদিকারিণে। ভক্তানাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ তারকায় নমো নমঃ॥" তাহার পর, যমবলি, শ্বাসবলি এবং কাকবলি দিবে। যমবলির এবং শ্বাসবলির মন্ত্র,—ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। কাকবলির মন্ত্র,—"ঐন্দ্র বারুণ-বায়ব্যা যাম্যা বৈ নৈঋতস্তথা। বায়সাঃ প্রতিগৃহ্নন্তু ভূমৌ পিণ্ডং সমর্পিতং। তদনন্তর কাকবলি প্রদান জন্য অশুচিতা পরিহারার্থ ফল্গুতীর্থে স্নান করিবে।

* * *

ষষ্ঠদিনকৃত্যং—পদগয়া।

ফল্গুতীর্থে যাইয়া, নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া, দশ লক্ষাশ্বমেধ যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি কামনায় সঙ্কল্প করিয়া, "ফল্গুতীর্থে বিষ্ণুজলে" ইত্যাদি। পূর্ব্বোল্লিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া, স্নান ও তর্পণ করিয়া, বিষ্ণুপদের নিকটবর্ত্তী পদচিহ্নাদিসমূহে প্রেতপর্ব্বত কার্য্যাদির মত শ্রাদ্ধাদি করিবে। দেবতাগণ এই সমস্ত পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া, এখানে বিরাজিত আছেন। এই সকল পদচিহ্নের মধ্যে ব্রহ্মপদ, বিষ্ণুপদ, রুদ্রপদ এবং কশ্যপপদ প্রধান। ইহাদের কোনও একটীতে শ্রাদ্ধ আরম্ভ করিতে হয়, শেষে ইহাদেরই একটীতে শ্রাদ্ধ করিতে হয়। মধ্যে কোনও নিয়ম নাই। বিষ্ণুপদ অতি রম্য, দর্শন করিলে পাপ দূর হয়, স্পর্শ ও পূজা করিলে পিতৃগণের মুক্তি হয়। এখানে শ্রাদ্ধাদি পিণ্ডদানে পিণ্ডদাতা সহস্রকুলসহ অনন্ত অব্যয় কালের জন্য পরম মনোহর বিষ্ণুপদে গমন করে। আত্মপাপনাশ কামনায় বিষ্ণুপদ দর্শন করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে অত্র "বিষ্ণুপদং দিব্যং দর্শনাৎ পাপনাশনং। স্পর্শনাৎ পূজনাচ্চৈব পিতৃণাং মুক্তিহেতবে" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বিষ্ণুপদ স্পর্শ করিবে। পিতৃগণের মুক্তি-কামনায় সঙ্কল্প করিয়া,—"ধ্যেয়ঃ সদা" ইত্যাদি মন্ত্রে ধ্যান করিয়, পুরুষসূক্ত বা "নমো ভগবতে বাসুদেবায়" "অথবা বিষ্ণবে নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা বিষ্ণুপূজা করিবে। এই বিষ্ণুপূজায় ঘটস্থাপন, আবাহন, প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও বিসর্জ্জন করিতে হয় না। তাহার পর, "অদ্যেত্যাদি" সঙ্কল্প করিয়া, প্রেতপর্ব্বত কার্য্যাদির ন্যায় শ্রাদ্ধাদি এবং মাতৃষোড়শী করিয়া পিণ্ডদান করিবে। পিণ্ডগুলি ঠিক যেন বিষ্ণুপদেই পতিত হয়, ইহা লক্ষ্য

রাখা আবশ্যক, পিণ্ডের উপর যেন পিণ্ড না পড়ে। যে ব্যক্তি নিরন্তর আদিগদাধরদেবকে ভক্তির সহিত দর্শন করে, তাহার কুষ্ঠাদি রোগ বিদূরিত হয়, সে অন্তে বৈকুণ্ঠপদ লাভ করে। ভক্তি-সহকারে আদিগদাধরদেবকে দেখিলে, ধন, ধান্য, আয়ু, আরোগ্য, স্ত্রী, পুত্র-পৌত্রাদি, গুণকীর্ত্তি ও সুখ লাভ হয়; শ্রদ্ধা-সহকারে প্রণাম করিলে, রাজ্যসুখ ভোগ এবং পুণ্যার্জ্জনে অন্তে ব্রহ্মপদ লাভ হয়। গন্ধদান করিলে গন্ধলাভ, পুষ্পদান করিলে সৌভাগ্য, ধূপদান করিলে রাজ্যপ্রাপ্তি, দীপ দান করিলে দীপ্তি, ধ্বজদান করিলে পাপহানি, মহোৎসব করিলে ব্রহ্মলোক লাভ এবং শ্রাদ্ধাদি পিণ্ডদান করিলে পিতৃগণের মুক্তি হয়। নিম্নলিখিত স্তোত্র পাঠ করিয়া স্বয়ং মহাদেব আদিগদাধরদেবকে স্তব করিয়াছিলেন,—এই মন্ত্র পাঠ করিয়া স্তব করিলে, পিতৃগণের মুক্তি হয়,—

"অব্যক্তরূপো যো দেবো মুণ্ড পৃষ্ঠাদিরূপতঃ। ফল্গুতীর্থাদিরূপেণ নমাম্যাদিগদাধরং॥ ব্যক্তাব্যক্ত স্বরূপেণ পদরূপেণ সংস্থিতং। মুণ্ডলিঙ্গাদিরূপেণ নমাম্যাদিগদাধরং॥ ২॥ ব্যক্তরূপো হি যো দেবো জনার্দনস্বরূপতঃ। মুণ্ড পৃষ্ঠে স্বয়ং স্থিতি নমাম্যাদিগদাধরং॥ ৩॥ শিলায়াং দেবরূপিণ্যাং স্থিতং ব্রহ্মাদিভিঃ সুরৈঃ। পূজিতং সংস্তুতং দেবং নমাম্যাদিগদাধরং॥ ৪॥ যং দৃষ্ট্বা তথা স্পৃষ্ট্বা পূজয়িত্বা প্রণম্য চ। শ্রাদ্ধাদৌ ব্রহ্মলোকাপ্তির্নমাম্যাদিগদাধরং॥ ৫॥ মহাদেবশ্চ জগতো ব্যক্তস্যৈকং হি কারণং। অব্যক্ত জ্ঞান রূপং তং নমাম্যাদিগদাধরং॥৬॥ দেহেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধি প্রাণাহঙ্কার বর্জ্জিতং। জাগ্রৎস্বপ্ন বিনির্মুক্তং নমাম্যাদিগদাধরং॥ ৭॥ নিত্যানিত্য বিনির্মুক্তং সত্যমানন্দমব্যয়ং। তুরীয়ং জ্যোতিরাত্মানং নমাম্যাদিগদাধরং॥৮॥

আদি গদাধরদেবকে স্তব ও অর্চ্চনা করিলে, ব্রহ্মলোক এবং ধর্ম্মার্থীর ধর্ম্ম, অর্থার্থীর অর্থ, কামীর কাম, মোক্ষার্থীর মোক্ষলাভ হয়। বন্ধ্যানারী, বেদবেদাঙ্গ পারগ সন্তান লাভ করে; রাজা বিজয়লাভ করে; শূদ্র সুখ লাভ করে। আদিগদাধরের পূজায় অপুত্র পুত্র পায়; পূজাফলে মনোমত প্রার্থিত বস্তুর লাভ হয়।

রুদ্রাদি পদসকলে রুদ্রাদি দেবতার পূজা এবং প্রেতপর্ব্বত কার্য্যাদির ন্যায় শ্রাদ্ধাদি করিতে হয়।

এই সকল পদের শ্রাদ্ধফল এইরূপ [১] রুদ্রপদে শ্রাদ্ধ করিলে, আত্মসহিত শতকুলের শিবপুর গমন [২] ব্রহ্মপদে শতকুল পিতৃগণের উদ্ধার স্বকীয় ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি [৩] দক্ষিণাগ্নিপদে নিজের বাজপেয় যজ্ঞফল প্রাপ্তি। [৪] গার্হপত্য পদে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল প্রাপ্তি। [৫] আহবনীয় পদে রাজসূয় যজ্ঞফল প্রাপ্তি। [৬] সত্যাগ্নি পদে জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞফল প্রাপ্তি। (৭) আবসথ্য পদে সোমলোক প্রাপ্তি। [৮] সূর্য্যপদে পঞ্চশত কুলের সূর্য্যপুর প্রাপ্তি। [৯] কার্ত্তিকেয় পদে পিতৃলোকের শিবপুর প্রাপ্তি। [১০] ইন্দ্রপদে পিতৃগণের ইন্দ্রপদ প্রাপ্তি। [১১] অগস্ত্যপদে পিতৃগণের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি। [১২] চন্দ্রপদে, গণেশপদে, ক্রৌঞ্চপদে, মাতঙ্গপদে ও কশ্যপপদে পিতৃগণের ব্রহ্মপুর প্রাপ্তি। এই সপ্তদশ পদের মধ্যে বিষ্ণু, রুদ্র, কশ্যপ ও ব্রহ্মপদের শ্রাদ্ধে শ্রাদ্ধকর্ত্তারও মুক্তি হয়। তাহার পর, পদশিলায় উত্তর ভাগস্থ গজকর্ণিকাতীর্থে পিতৃগণের স্বর্গকামনায় শুদ্ধ জলের তর্পণ করিবে এবং উত্তর দিকের পথ সমীপস্থিত কনকেশ্বর, কেদারেশ্বর, নারসিংহ বামন প্রভৃতির যথাশক্তি পূজা করিবে।

* * *

সপ্তম দিন কৃত্যম্—অক্ষয় বট।

ফল্গুতীর্থে স্নানাদি ক্রিয়া সমাপন করিয়া, গদালোল তীর্থে যাইবে। ইহা বিষ্ণুপদ হইতে এক মাইল দক্ষিণে মাড়নপুর গ্রামের নিকট অবস্থিত। হেতী নামক দৈত্যের মস্তক বিষ্ণুর গদায় দ্বিখণ্ড হইলে, সেই গদা প্রক্ষালন হেতু, এই মুক্তিপ্রদ সর্ব্বপ্রধান গদালোল নামক তীর্থ উৎপন্ন হয়। সেখানে যাইয়া "অপ্যে-

ত্যাদি" সঙ্কল্প করিয়া, "গদালোল মহাতীর্থে গঙ্গা প্রক্ষালনাদ্ধবেঃ। স্নানং করোমি তীর্থেঽস্মিন্ অক্ষয্যং পদমাপ্নুয়াং।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া, গদালোল তীর্থে স্নান ও তর্পণ করিতে হয়। পরে, দেশ কাল উল্লেখ করিয়া, পিতৃগণের তৃপ্তি এবং ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি কামনায় সংকল্পপূর্ব্বক প্রেত পর্ব্বত কার্য্যাদির মত শ্রাদ্ধাদি করিবে। তাহার পরে, অক্ষয়বটের মূলে যাইয়া, পিতৃব্রহ্মলোক প্রাপ্তি কামনায় সংকল্প করিয়া, ছায়াতে প্রেতপর্ব্বত কার্য্যাদির ন্যায় শ্রাদ্ধাদি করিবে এবং তথায় ব্রহ্মকল্পিত গয়ালী ব্রাহ্মণগণকে সযত্নে অন্নদ্বারা ভোজন ও অর্চ্চনা করিবে। এখানে একটী মাত্র ব্রাহ্মণকে শাকান্ন দ্বারা আহার করাইলে, কোটী ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল লাভ হয়। গয়ালি ব্রাহ্মণকে বস্ত্রাদি দ্বারা পূজা করিয়া, ষোড়শদান করিবে। (ষোড়শ—স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, কাংস্য, গো, গজ, অশ্ব, গৃহ, ভূমি, বৃক্ষ, বস্ত্র, শয্যা, ছত্র, চর্ম্ম-পাদুকা, রথ ও শিবিকা; মূল্য ধরিয়া দিলেও চলে। যাঁহার যেরূপ শক্তি, তিনি তদনুরূপ ব্যয় করিতে পারেন)। পিতৃ ব্রহ্মলোক গমন কামনায় অক্ষয় বটেশ্বরকে দর্শন ও পূজা করিয়া, "একার্ণবে বটস্যাগ্রে যঃ শেতে যোগনিদ্রয়া। বালরূপধরস্তস্মৈ নমস্তে যোগশায়িনে" ইতি মন্ত্র দ্বারা প্রণাম করিবে। পিতৃগণের অক্ষয় ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি কামনায় কৃতাঞ্জলি হইয়া, "সংসার বৃক্ষ শস্ত্রায় সর্ব্বপাপ ক্ষয়ায় চ। অক্ষয়ায় ব্রহ্মদাত্রে নমোঽক্ষয় বটায় তে। কলো মহেশ্বরা লোকা যেন তস্যাং গদাধরঃ। লিঙ্গরূপো ভবেত্তঞ্চ বন্দে শ্রীপ্রপিতামহং।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অক্ষয় বটকে প্রণাম করিবে।

* * *

অনিয়তদিন কৃত্যানি।

সাত দিনের কার্য্য বর্ণিত হইল। ইহা ভিন্ন আর আর যে সকল তীর্থ আছে, তাহাদের কার্য্য এইরূপ। পূর্ব্বদিনে উপবাস করিয়া, প্রাতে গায়ত্রী তীর্থে প্রাতঃসন্ধ্যা ও শ্রাদ্ধাদি করিবে; তাহাতে পিতৃগণের ব্রহ্মধামে গতি হয়। পরদিন মধ্যাহ্নে সমুদিত তীর্থে স্নান করিয়া, সাবিত্রী দেবীর সম্মুখে সন্ধ্যা, তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি করিলে, একশত কুল পিতৃগণ স্বর্গগামী হন। সরস্বতীর অগ্র ও পশ্চাদ্বর্ত্তী সরস্বতীতীর্থে সায়ংকালে সহস্রকুলের মুক্তি এবং পিতৃগণের বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি কামনায় স্নান ও সন্ধ্যা করিবে। এইরূপে ত্রিসন্ধ্যা করিলে, বহুজন্ম সন্ধ্যালোপকৃত পাতক হইতে মুক্ত হয়। বিশালা, লেলিহান, ভরতাশ্রম, মুক্তপৃষ্ঠ, আকাশ-গঙ্গা প্রভৃতি তীর্থে এবং গদাধর সমীপে ও গিরিকর্ণ মুখে শ্রাদ্ধ অথবা পিণ্ডদান করিলে, শতকুলস্থ পিতৃগণ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। বৈতরণীতে স্নান করিয়া তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি করিলে, একবিংশতি কুল উদ্ধার হয়। এখানে শ্রাদ্ধাদি করিয়া গোদান করা কর্ত্তব্য। গো দান করিবার মন্ত্র,—"যা সা বৈতরণী নদী ত্রৈলোক্য বিশ্রুতা। সা মে তীর্ণা মহাভাগা পিতৃণাং তারণায় বৈ।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বৈতরণী-জলে স্নান করিবে। এখানে স্বর্ণদান করিবে। দেবনদী, গোপ্রচার, ঘৃতকুল্যা, মধুকুল্যা, গদালোল কোটিতীর্থ, এবং রুক্মিনীকুণ্ড তীর্থে পিতৃস্বর্গ কামনায় শ্রাদ্ধ বা পিণ্ডদান করিবে। মার্কণ্ডেয়েশ্বর ও কোটীশ্বরকে নমস্কার করিলে, পিতৃগণের পরিত্রাণ হয়। পাণ্ডুশিলায় শ্রাদ্ধ করিলে, পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি হয়। মধুশ্রবা তীর্থে স্নান তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি পিণ্ডদান করিলে, সহস্র কুলের নরক হইতে মুক্তি হয়; বিষ্ণুপুরে গতি হয়। দশাশ্বমেধ, হংসতীর্থ, মহানদী ও মখকুণ্ডে মুক্তি এবং পিতৃতৃপ্তি কামনায় তর্পণ ও শ্রাদ্ধ করিতে হয়। গয়াকূপে অশ্বমেধফল-প্রাপ্তি কামনায় শ্রাদ্ধ করিবে। এই কূপে আত্মঘাতী ব্যক্তিদিগের সংবৎসরের পর গয়া-শ্রাদ্ধ করিতে হয়। ভস্মকূপে ভস্ম মাখিলে, পিতৃগণ পরিত্রাণ প্রাপ্ত হন। এখানে স্নান এবং বশিষ্ঠদেবকে প্রণাম করিলে, অশ্বমেধ ফল প্রাপ্তি হয়। গয়ার মধ্যস্থ মুমুম্নাতীর্থে মহা-

কালী সমীপে একবিংশতি কুলের স্বর্গ-কামনায় শ্রাদ্ধ করিবে। ধেনুকারণ্যে স্নান করিয়া কামধেনুকে নমস্কার এবং পিতৃ ব্রহ্মলোক গমন কামনায় কামধেনুপদে শ্রাদ্ধ করিবে। কর্দ্দমালে, গয়ানাভিতে ও মুণ্ডপৃষ্ঠ সমীপে পিতৃস্বর্গ কামনায় স্নান ও শ্রাদ্ধ করিবে। চণ্ডিকা, ফল্গু, চণ্ডীশ ও মঙ্গলাদি গ্রহকে নমস্কার করিয়া 'ষড়ঙ্গয়া অর্চ্চন' অর্থাৎ গয়াগজে, গয়াদিত্যে, গায়ত্রী, গদাধর, গয়া ও গয়াশিরে পূজা ও শ্রাদ্ধ করিবে। যে কোন কালে গয়ায় যে কোন স্থানে বৃষোৎসর্গ করিলে, একবিংশতিকুলের স্বর্গ প্রাপ্তি হয়। পিত্রাদি শতকুলের নরক হইতে উদ্ধার এবং ব্রহ্মলোক গমন কামনায় গদাধরকে ধ্যান করিয়া, শ্রাদ্ধ বা পিণ্ডদান করিবে। ভস্মকটস্থ জনার্দ্দনকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার সম্মুখে বাম জানু পাতিয়া বসিয়া, পিতৃগণের বিষ্ণুলোক গমন কামনায় শ্রাদ্ধ করিবে এবং দধি ও তণ্ডুলের নৈবেদ্য দিয়া জনার্দ্দনের পূজা পূর্ব্বক নিজের বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি কামনায় তিল বিনা ঐ নৈবেদ্যের অবশিষ্ট দ্বারা পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া, "এষ পিণ্ড ময়া দত্ত স্তব হস্তে জনার্দ্দন। অন্তকালে গতে মহ্যং ত্বয়া দেয়ো গয়াশিরে।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া জনার্দ্দনের বামহস্তে একটী পিণ্ড (অগ্নিপুরাণে,তিনটী পিণ্ড লিখিত আছে) দিবে। অন্য কোনও জীবিত ব্যক্তির নামেও এইরূপ পিণ্ড দিতে পারা যায়। তাহার পর, "জনার্দ্দন নমস্তভ্যং নমস্তে পিতৃরূপিণে। পিতৃপতে নমস্তভ্যং নমস্তে মুক্তিহেতবে॥" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া,জনার্দ্দনকে নমস্কার করিবে। ত্রিবিধ ঋণ মুক্তি কামনায় পুণ্ডরীকাক্ষকে দর্শন ও স্বর্গকামনায় পূজা করিয়া, "লক্ষ্মীকান্ত নমস্তেঽস্ত নমস্তে পিতৃমোক্ষদে। ত্বং ধ্যাত্বা পুণ্ডরীকাক্ষং মুচ্যতে চ ঋণত্রয়াৎ" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, নমস্কার করিবে। তাহার পর, মহানদীর পর-পারগত ভরতাশ্রম নিকটস্থিত মহানদীতে স্নান করিয়া, রামেশ্বর শিবকে পূজা এবং "রাম রাম মহাবাহো" ইত্যাদি মন্ত্রে সীতা ও রামকে প্রণাম করিয়া, শতকুলের সহিত নিজের বিষ্ণুপুর প্রাপ্তিকামনায়, রামপদে শ্রাদ্ধ বা পিণ্ডদান করিবে। কুণ্ডপর্ব্বতে পিতৃগণের ব্রহ্মপুর প্রাপ্তি কামনায় এবং মতঙ্গপদে পিতৃগণের স্বর্গপ্রাপ্তি কামনায় শ্রাদ্ধ করিবে। উদ্যন্ত কুণ্ডে মধ্যাহ্নস্নান ও সন্ধ্যা এবং তত্রত্য সাবিত্রীপূজা করিলে, নিজের কোটী জন্মাবধি ধনাঢ্য বেদবেদান্তপারগ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তি হয়। অগস্ত্যপদে স্নান করিয়া, নিজের ও পিতৃগণের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তিকামনায় শ্রাদ্ধ করিবে। জন্মনিবারণপূর্ব্বক ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি কামনায় ব্রহ্মযোনিতে প্রবেশ ও নির্গম হইবে। ব্রাহ্মণ্য লাভের জন্য গয়াকুমারকে প্রণাম এবং পিতৃগণের চন্দ্রলোক প্রাপ্তি কামনায়, সোমকুণ্ডে স্নান, তর্পণ ও শ্রাদ্ধ এবং কাকশিলাতে "যমোঽসি যমদতোঽসি, বায়সোঽসি মহাবল। সপ্তজন্মকৃতং পাপং বলিং ভুক্ত্বা বিনাশয়।" এই মন্ত্রে সপ্তজন্মকৃত পাপক্ষয় কামনায় কাকবলি প্রদান করিবে। স্বর্গপ্রাপ্তি কামনায় স্বর্গদ্বারের শিবকে প্রণাম ও পিতৃনিষ্পাপতীর্থ ব্যোমগঙ্গাতে শ্রাদ্ধ করিবে। ভস্মকূট পর্ব্বতে স্ত্রী-সহ অগস্ত্যমুনি আছেন। এখানে স্নান করিয়া অগস্ত্যপদে পিণ্ড দান করিলে, ব্রহ্মপদগামী হয়। রুক্মিণীকুণ্ড সমীপস্থ কপিলানদীর তীরে কপিলেশ্বর শিবকে সোমবারে অমাবস্যায় পূজা করিয়া, শ্রাদ্ধাদি পিণ্ডদান করিলে, পিতৃগণের মুক্তি হয়। স্বর্গকামনায় মহেশ্বরী কুণ্ডে এবং রুক্মিণীকুণ্ডে স্নান ও শ্রাদ্ধ করিবে। স্ত্রীলোকেরা সৌভাগ্য কামনায় মহেশ্বরী-কুণ্ড সমীপস্থ মঙ্গলাগৌরী দেবীর পূজা করিবে। প্রেতকূট পর্ব্বতে পিতৃমুক্তি এবং সেখানে প্রেতকুণ্ডে পিতৃগণের প্রেতত্ব বিমুক্তি কামনায় শ্রাদ্ধ করিবে। বৈকুণ্ঠস্থ হেমকূট পর্ব্বতে, (গয়ায় লৌহদণ্ড বলিয়া খ্যাত) পিতৃগণের ব্রহ্মপুর প্রাপ্তি কামনায় শ্রাদ্ধ করিবে। গৃধ্রকূট পর্ব্বতে গৃধ্রেশ্বর শিবকে দর্শন ও নমস্কার করিলে, শিবলোক প্রাপ্তি হয়; গৃধ্রগুহায় পিণ্ড দান এবং ঋণমোক্ষ ও

পাপমোক্ষ নামক শিবদ্বয়কে প্রণাম করিলে, শিবলোকে গতি হয়।

এই সকল ব্যতীত আরও অনেক তীর্থ-স্থান আছে। বিরজা পর্ব্বতে পিণ্ড দান করিলে, একবিংশতিকুল মুক্তি পায়; মহেন্দ্র-গিরিতে সপ্তকুল পরিত্রাণ পায়। ভরতাশ্রমে শ্রাদ্ধ, জপ, হোম তপস্যা ও দানাদি কার্য্য করিলে, অক্ষয় ও অনন্ত ফল প্রাপ্তি হয়। অভ্যুদণ্ডাক পর্ব্বতে পিণ্ড দান করিলে, পিতৃগণ ব্রহ্মপুরে গমন করেন। আদিপাল পর্ব্বতে বিঘ্নহারক গজরূপী বিঘ্নেশ্বর আছেন। তাঁহাকে দর্শন করিলে, বিঘ্ননাশ হয় এবং পিতৃগণের ব্রহ্মলোক লাভ হয়। অরবিন্দ গিরি দর্শন করিলে, পাপ দূর হয়। শোণ নদীতে শ্রাদ্ধাদি করিলে, পিতৃগণ ব্রহ্মধামে গমন করেন। অগ্নিপুরাণে আরও অনেক তীর্থের উল্লেখ আছে। বিষ্ণুমন্দির সংলগ্ন অন্যান্য মন্দিরে অনেক দেবদেবী আছেন; তাঁহা-দিগকে দর্শন এবং পূজা করিবে। তদনন্তর গয়া প্রদক্ষিণ করিয়া ক্ষমতানুসারে গদাধর দেবকে—"গদাধরং কলিগত কল্মষাপহং, গয়া-গতং বিদিতগুণং গুণাতিগং। গুহাগতং গিরিবরগেহ গোপিতং, সুরার্চ্চিতং বরদমহং নমামি তং" এই মন্ত্রে প্রণাম করিবে এবং 'আগতোহস্মি গয়াং দেব পিতৃকার্য্যে গদাধর। ত্বমেব সাক্ষী ভগবন্ননৃণোহহমৃণত্রয়াৎ॥" এই মন্ত্রে প্রার্থনা করিবে।

* * *

মাতৃগয়াপদ্ধতিঃ।

সৌভাগ্য কুণ্ডে পূর্ব্বোত্তর দিকে যাইয়া "অদ্যেত্যাদি" সঙ্কল্প করিয়া স্নান ও তর্পণ করিবে এবং মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী মাতামহী, প্রমাতামহী, বৃদ্ধপ্রমাতামহী, এই ছয় জনের পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ বা পিণ্ডদান করিবে। পঞ্চগব্য শোধন মন্ত্রে পঞ্চগব্য শোধন করিয়া, স্থান শোধন করিবে এবং ঐ স্থানে কুশাস্তরণ পূর্ব্বক দক্ষিণমুখে বাম জানু পাতিয়া বসিয়া আচমন করিয়া, "সপ্তগোত্রমৃতা যা মে ধাত্র্যো বা যা মৃতা মম। তাসামুদ্ধরণার্থায় পিণ্ডমেত-দ্দদাম্যহং। যথাগোত্র নাম ধেয়া, অস্মাকং, সপ্তগোত্রা ধাত্র্যশ্চ ইদমক্ষয়ং পিণ্ডং যুষ্মাভ্যং নমঃ" এই মন্ত্রে সপ্তগোত্রের মৃত স্ত্রীগণকে এবং ধাত্রীগণকে একটী অক্ষয্য পিণ্ড দান করিবে। অনন্তর পিণ্ডোপরি মাতৃচিন্তা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে আগচ্ছন্তু মহাভাগা মাতরো মে সদৈবতাঃ। কাঙ্ক্ষিণ্যো যাশ্চ পিণ্ডং মে পিণ্ডমাগতাস্থিতয়" ইতি মন্ত্র পাঠ করিবে। জগন্মাতা সমীপে গমন করিয়া দর্শন, প্রণাম ও পূজা করিয়া, তথায় পূর্ব্ববৎ শ্রাদ্ধ বা পিণ্ডদান করিবে। স্থানশোধন, আচ-মন ও কুশবিস্তার করিয়া, নিম্নলিখিত ষোলটী মন্ত্র দ্বারা মাতা, বিমাতা, ধাত্রী প্রত্যেককে পৃথক পৃথক ষোড়শ পিণ্ড দান করিবে। "দশমাসোদরে গর্ভো প্রতো মাত্রা সুদুঃখিতং। তস্য নিষ্কৃতি কার্য্যায় মাত্রে পিণ্ডং দদাম্যহং॥ মহতী বেদনা দুঃখং জননে চাপি পুষ্কল: তস্য নিষ্কৃতি ইতি॥ সম্পূর্ণে দশমে মাসি অত্যন্তং মাতৃপীড়নং। তস্যেতি॥ শিথিলে গাত্রবন্ধে তু মাতুঃস্যাৎ পরিবেদনং। তস্যেতি॥ গাত্রভঙ্গেণ যস্মাতুর্মৃত্যুর্ভবতি নিশ্চিতং। তস্য ইতি। বহ্নিনা শোষয়েদ্দেহং ত্রিরাত্রোপোষেণ ন চ। তস্যেতি॥ মাসে মাসি নিদাঘে চ শিশিরাতপ দুঃখিতা। তস্যেতি॥ যৎ পিবেৎ কটু দ্রব্যানি কাথানি বিবিধানি চ। তস্যেতি॥ অনেক যাতনা মাতুঃ প্রাণান্ত দুঃখসম্ভবাঃ। তস্যেতি॥ জাতস্য নিধনে দুঃখং পোষণাদৌ গতেহন্ততঃ। তস্যেতি॥ নীচোচ্চক্রমেণ দুঃখং গর্ভে দূরাচ্চ সংস্থিতে। তস্যেতি॥ তৃষ্ণার্ত্তায়াস্ত যদ্দুঃখং শুষ্ক-কণ্ঠে চ তালুনি। তস্যেতি॥ রাত্রৌ মূত্র পূরী-যাভ্যাং যন্মাতুর্গাত্র পীড়নং। তস্যেতি॥ দুর্লভানি তু ভক্ষ্যাণি রুদ্রত্যাস্বরে সতি। তস্যেতি॥ ক্রোড়স্থে ভোজনাদৌ যদ্দুঃখং মাতুশ্চ ব্যাধিতে। তস্যেতি॥ এবং বহুবিধৈর্দ্দুঃখৈর্যন্মাতা পীড়্যতে সদা। তস্যেতি॥" তাহার দক্ষিণে তিনটী কুশপত্র পাতিয়া "পিতৃমাত্রাদিকে সপ্তকুলে যাশ্চ

যথাযথং মতাস্তাসাঞ্চ স্বর্গায়া ক্ষয়ং পিণ্ডং সমুৎসৃজে” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ঐ তিনটী কুশের উপরে একটী অক্ষয্য পিণ্ডদান করিয়া মাতার বিমলাক্ষয় স্বর্গপ্রাপ্তি কামনায় ব্রাহ্মণকে নানাবিধ দ্রব্যপূর্ণ একটী ডালা দিবে ; যে মাতা প্রভৃতির পিণ্ডদান করা হইয়াছে, আর একটী ডালা তাঁহাদের উদ্দেশে দিবে। তাহার পর, “মাতৃগয়া কর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্ত” বলিয়া, জগন্মাতাকে প্রদক্ষিণ করিয়া, নমস্কার করিবে এবং কৃতাঞ্জলিপুটে “সাক্ষিণো সন্ত মে দেবা ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বরাঃ। ময়া গয়াং সমাগত্য মাতৃণাং নিষ্কৃতিঃ কৃতা” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া, দেবতাগণকে সাক্ষী করিবে॥

* * *

তীর্থে ফলপ্রাপ্তি।

ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ শ্রাদ্ধকার্য্য সময়ে কাম, ক্রোধ, লোভ ত্যাগ করিবে। তীর্থে ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ, একাহারী, ভূমিশায়ী, সত্যবাদী, পবিত্র ও সর্ব্বভূতহিতে রত হইলেই তীর্থফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ধীর ব্যক্তিগণ তীর্থযাত্রার পূর্ব্ব হইতে, শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়ায় বিঘ্নকারিণী পাষণ্ডতা ত্যাগ করেন। সুধীগণ তীর্থে গমন করিয়া, বেদজ্ঞ ব্যক্তির পরব্রহ্ম চিন্তনবৎ একাগ্রমানসে তীর্থকার্য্য সম্পন্ন করিবে। যে ব্যক্তি অন্যের দানগ্রহণ না করে, সংযতমনা, নিয়ত, পবিত্র ও অহঙ্কার রহিত হয়, সেই ব্যক্তিই তীর্থফল প্রাপ্ত হইতে পারে।

* * *

গয়ার শেষ কার্য্য।

গয়াতীর্থের কর্ত্তব্য যাবতীয় কার্য্য শেষ হইলে, শ্রাদ্ধকারী গয়ালী ব্রাহ্মণের পাদ পূজা করিয়া ‘সুফল’ লইবেন। পাদপূজার সময়, গয়ালীগণকে যথাশক্তি অর্থাদির দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে হয়। যাঁহার যাহা ইচ্ছা, তিনি তাহাই দান করিতে পারেন। গয়ালীগণ খাতায় তীর্থযাত্রীগণের নাম ধাম ইত্যাদি লিখাইয়া লন ; এবং ভবিষ্যতে ঐ ঐ তীর্থযাত্রীগণ বা তাঁহাদের বংশধরগণ গয়াতীর্থে আসিলে ঐ ঐ গয়ালীগণ বা তাঁহাদের বংশধরগণের নিকটই আসিবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করাইয়া লন। ক্ষমতা অনুসারে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হয় ; সামর্থানুসারে অন্ধ, খঞ্জ এবং ভিক্ষুকগণকেও দান করা উচিত। মন্দির এবং অন্যান্য দেবতাস্থান সংস্কারার্থে যথাসম্ভব অর্থসাহায্য করা কর্ত্তব্য।

গাড়বাল।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গঙ্গার উৎপত্তি স্থান বলিয়া ইহা হিন্দুদিগের একটী মহাতীর্থ স্থান। এই প্রদেশে অনেক দেব দেবী ও তীর্থস্থান আছে। যথা,—

শ্রীনগর,—কমলেশ্বর, কপিলমুনি, গোরক্ষনাথ (জল্লদেবী)

কোটেশ্বর,—কোটেশ্বর।

কালাপাহাড়,—রুদ্রনাথ।

ক্ষেত্রপাল পোখড়া,—নাগরাজ, নরসিংহ।

পাণ্ডুকেশ্বর,—পাণ্ডুকেশ্বর।

বদরীনাথ,—মহাদেব, বদরীনাথ।

কেদারনাথ,—কেদারনাথ।

মৈখণ্ড,—মহিষমর্দ্দিনী।

যোশীমঠ,—নবদুর্গা, নরসিংহ, বাসুদেব ভগবতী, ভবিষ্যবদরী।

ইহা ভিন্ন অন্য অনেক তীর্থ ও দেব দেবী এখানে আছেন।

গোদাবরী।

পুণ্যতোয়া নদী। ভগীরথ সগরসন্তানগণের উদ্ধারকামনায় যেমন তপস্যা করিয়া, গঙ্গাকে অবনীতে আনয়ন করেন, মহর্ষি গৌতমও তেমনি যণ্ডরূপী ষড়াননকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য, গঙ্গাধরের তপস্যা [illegible] রয়া,

তাঁহার জটাস্থিত গঙ্গাকে ভূতলে আনয়ন করিয়াছিলেন। গঙ্গাকে জটা হইতে বিদায় দিবার সময় মহাদেব বলিয়াছিলেন,—"গঙ্গা তোমাকর্ত্তৃক নীত হইয়া গৌতমী গঙ্গা ও গোদাবরী নামে খ্যাতা হইবেন; এবং গঙ্গা সাগরসঙ্গমে, যমুনা ত্রিবেণীসঙ্গমে, নর্ম্মদা অমরকণ্টকে যেরূপ সমধিক পুণ্যপ্রদা, গোদাবরী সকল সময়ে সকল স্থানেই সেইরূপ পুণ্যসলিলা হইবেন; আমিও সর্ব্বত্র ইহাঁর তটে বিরাজ করিব।"

গোদাবরী পশ্চিম-ঘাট পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণপূর্ব্বমুখে সপ্তমুখে বঙ্গোপসাগরে মিলিতা হইয়াছেন। দৈর্ঘ্য ৮৭৮ মাইল। গোদাবরী যে সপ্তধা বিভক্ত হইয়া সাগরে মিলিতা হইয়াছেন, তাহাদের নাম,—তুল্যা, আত্রেয়ী ভারদ্বাজী, গৌতমী, বৃদ্ধগৌতমী, কৌশিকী, ও বশিষ্ঠা। ইহাদের মাহাত্ম্যবিষয়ে জানিতে হইলে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের অন্তর্গত গৌতমী-মাহাত্ম্য দ্রষ্টব্য। প্রত্যেক শাখার সঙ্গমের স্থান মহাপুণ্যপ্রদ। যথা,—তুল্যাসঙ্গম, আত্রেয়ীসঙ্গম, ভারদ্বাজীসঙ্গম (অপর নাম রেবতীসঙ্গম), গৌতমীসঙ্গম (অহল্যাসঙ্গম বা ইন্দ্রতীর্থ) বৃদ্ধাসঙ্গম, কৌশিকীসঙ্গম, ও বশিষ্ঠাসঙ্গম।

যেখানে ঐ সপ্তশাখা মিলিতা হইয়াছে, তাহার নাম সপ্ত-গোদাবরী-সাগর-সঙ্গম। ইহা গঙ্গা-সাগর-সঙ্গমের ন্যায় মহাপুণ্য তীর্থ।

গোপ্রতার।

অযোধ্যায় সরযূর তীর্থবিশেষ। ত্রেতায় রামচন্দ্র এইস্থানে পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করেন। তাই এই স্থান অতি পুণ্যতীর্থ হইয়াছে। এই স্থানে স্নান করিলে, অন্তে স্বর্গলাভ হয়।

গোমতী।

পুণ্যতোয়া নদী। যথা,—স্কন্দপুরাণে,—
"গঙ্গা স্বরস্বতী পুণ্যা যমুনা চ মহানদী।
গোদাবরী গোমতী চ নদী তাপী চ নর্ম্মদা॥
নদ্যঃ সমুদ্রসংযোগাৎ সর্ব্বাঃপুণ্যাঃ শুভাবহা।"

অর্থাৎ গঙ্গা, স্বরস্বতী, যমুনা, মহানদী, গোদাবরী, গোমতী, তাপ্তী ও নর্ম্মদা—এই কয়েকটী পুণ্যতোয়া নদী,—সমুদ্রসংযোগ হেতু পুণ্যতোয়া ও শুভবহা।

এই নদী উঃ পঃ প্রদেশের শাহজ্যাহানপুর হইতে উৎপন্ন হইয়া, গঙ্গার সহিত মিলিতা হইয়াছে। প্রসিদ্ধ লক্ষ্ণৌ নগর ইহার তীরে অবস্থিত।

গোলা গোকর্ণনাথ।

অযোধ্যায় খেরী জেলার উত্তর পশ্চিম মহম্মুদী তহসিলের হায়দ্রাবাদ পরগণার অন্তর্গত একটী তীর্থ। কলিকাতা হইতে মোগলসরাই হইয়া আউধ এণ্ড রহিলখণ্ড রেলে লক্ষ্ণৌ জংসন, তথা হইতে রোহিলখণ্ড ও কুমায়ন রেলের লক্ষ্ণৌ বেরীলি সেক্সনের একটি ষ্টেশন। ভাড়া লক্ষ্ণৌ হইতে ১৵০ কলিকাতা হইতে ৯৸৵০ টাকা।

এই স্থানে গোকর্ণনাথের মন্দির বিরাজিত। একটী অতি পবিত্র তীর্থ। ইহার এক দিকে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি পাহাড়।

গোবর্দ্ধন।

মথুরার পশ্চিম প্রান্তে একটী ক্ষুদ্র পাহাড়, তদুপরি এই তীর্থ স্থান। এখানে "মানসীগঙ্গা" নামক পুণ্য সরোবরে স্নান করিবার জন্য অনেক যাত্রী আগমন করিয়া থাকে। এখানকার ভগবান দাস প্রতিষ্ঠিত হরিদেবের মন্দির সুপ্রসিদ্ধ।

গোবর্দ্ধন গিরি।

বৃন্দাবনের নিকট একটী ছোট পাহাড়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বামাঙ্গুষ্ঠে এই গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন।

গোষ্পদ।

প্রভাস ক্ষেত্রস্থ একটী তীর্থ। প্রভাস দেখ।

গোকর্ণ মহাবলেশ্বর।

মাদ্রাজ হইতে ষ্টীমার যোগে হুনবার। তথা হইতে গোকর্ণ বেশী দূর নহে। গোকর্ণ অতি পুণ্যক্ষেত্র। এই স্থানে "পশুপতি" নামক শিব বিরাজ করিতেছেন। বোম্বাই হইতে বিস্তর যাত্রী এই স্থানে আসিয়া থাকেন। ইহার নিকটে জগদ্বিখ্যাত স্বরস্বতী-প্রপাত।

ঘণ্টেশ্বর।

হুগলী জেলার অন্তর্গত খানাকুলকৃষ্ণনগর একটী বিখ্যাত সমাজ স্থান। ভারতের অন্যান্য স্থানের ন্যায় এই স্থানটী প্রাচীন কীর্ত্তিমালায় সুশোভিত। প্রসিদ্ধ রত্নাকর নদী ঐ সমাজের সমগ্র পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিক বেষ্টিত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। নানা কারণে স্থানে স্থানে ঐ নদীর বিভিন্ন নামকরণ হইয়াছে, যথা—দ্বারকেশ্বর, কাণানদী ইত্যাদি। এই সমাজের দক্ষিণ প্রান্তে রত্নাকর নদীর তটে ঘণ্টেশ্বর. শিবের বিশাল মন্দির, অন্যান্য বহু দেব দেবীর মন্দিরও বিরাজমান; স্থানটী পরম পবিত্র। লিঙ্গেশ্বর-তন্ত্রে শিব-পার্ব্বতী-সংবাদে এইরূপ উক্ত আছে;—

"ঝাড়খণ্ডে বৈদ্যনাথো বক্রেশ্বরস্তথৈব চ।
বীরভূমৌ সিদ্ধিনাথো রাঢ়ে চ তারকেশ্বরঃ॥
ঘণ্টেশ্বরশ্চ দেবেশি রত্নাকরনদীতটে। ভাগীরথী নদীতটে কপালেশ্বর ঈরিতঃ॥"

প্রত্যহ বহুসংখ্যক লোক নানা দেশ হইতে আসিয়া ঐ শিব দর্শন করিয়া চরিতার্থ হন। বিশেষতঃ প্রতিবৎসর ভীমএকাদশীর সময় নানা দেশ হইতে যাত্রীগণ দলে দলে আসিয়া থাকে। এই সময় একটী বিরাট মেলা হয়। প্রতিবৎসর চড়ক পূজার সময় ৺তারকেশ্বর দেবের ন্যায় ঐ ঘণ্টেশ্বর শিবেরও বহুসংখ্যক সন্ন্যাসী হইয়া থাকে। মন্দিরের দুই পার্শ্বে দুইটী বিশাল শ্মশান; উহার মধ্যে একটী ব্রাহ্মণের, অপরটী সৎশূদ্রের। এই স্থানে সাধক প্রবর স্বামী অনুপনারায়ণ তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন; শৈব প্রধান শ্রীমৎ ঈশানচন্দ্র দেব এবং সুদাম ব্রহ্মচারীও শিবকৃপা লাভ করেন। দুঃখের বিষয়, বন্যার প্রাবল্য-হেতু মন্দিরের দুই পার্শ্বস্থ ভূখণ্ড ক্রমে নদীমধ্য-গত হইতেছে, নদী ক্রমশঃ দেবালয়ের নিকটস্থ হইয়া উহার স্থায়িত্বে ঘোর সন্দেহ জন্মাইয়া দিতেছে।

হাওড়া হইতে ট্রামে আমতা; আমতা হইতে পদব্রজে পাঁচ ক্রোশ পশ্চিম; হাওড়া হইতে আমতা তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ৷৵০ আনা অথবা বেঙ্গল নাগপুর রেলে কোলা, পরে ষ্টীমারে রাণীচক ষ্টেশন. ইহার তিন ক্রোশ উত্তরেই ঘণ্টেশ্বর। তারকেশ্বর রেলপথ দিয়াও যাওয়া যায়।

চিদম্বরম।

মাদ্রাজ প্রদেশে। দক্ষিণ আর্কট জেলার অন্তর্গত সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের মান্দ্রাজ হইতে ট্রিনিকরিণ যাইবার পথে একটী ষ্টেশন। ভাড়া মান্দ্রাজ হইতে ১৷৵০ টাকা।

চিদম্বর অতি প্রাচীন তীর্থ। এই স্থানে মহাদেবের পাঞ্চভৌতিক মূর্ত্তির ব্যোমমূর্ত্তি বিরাজমান। মন্দির মধ্যে কোন বিগ্রহ বা লিঙ্গ নাই। দেবালয়ের সম্মুখভাগে একটী পর্দ্দা আছে। যাত্রীগণ দেবদর্শনে আসিলে, পুরোহিত মহাশয়েরা পর্দ্দাখানি তুলিয়া দেন। পর্দ্দা

তুলিলে মন্দিরের দেওয়াল মাত্র দেখা যায়; দেবতা আকাশরূপী, সুতরাং মানব চক্ষুর অগোচর।

এই স্থানে অনেকগুলি দেবালয় আছে। তন্মধ্যে নটরাজ, চিদম্বরেশ্বর, মহাবিষ্ণু, মহাকালী ও বিশ্বেশ্বর প্রভৃতি মন্দির বিখ্যাত। শিবদুর্গার কনকসভা অতুল সৌন্দর্য্যে ঝলসিত।

মন্দিরপ্রাঙ্গণের এক দিকে পিন্নিয়ার মন্দির। এই মন্দিরে বিঘ্নেশ্বরদেবের প্রকাণ্ড মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে; অপর দিকে ১৫০ ফিট দীর্ঘ ও ১০০ ফিট প্রস্থ একটী পুষ্করিণী। এই পুষ্করিণীর নাম শিবগঙ্গা বা হেমতীর্থ; ইহার চারিদিক পাথর বাঁধান। ইহার উত্তর দিকে পার্ব্বতীয় মন্দির।

চামুণ্ডাবেট্টা।

মহীসুর রাজ্যের একটী পর্ব্বত। ইহার উপরে চামুণ্ডা দেবীর একটী মন্দির আছে। ভগবতী এইখানে মহিষাসুরকে বধ করেন বলিয়া ইহার নাম মহীসুর হইয়াছে।

চণ্ডীর পাহাড় তীর্থ।

অযোধ্যায়। কলিকাতা হইতে কাণপুর হইয়া আউধ এণ্ড রোহিলখাণ্ড রেলে লক্ষ্ণৌ, তথা হইতে হরিদ্বার। ইহা হরিদ্বার হইতে এক ক্রোশ দূরে। এই পর্ব্বতোপরি চণ্ডীদেবীর বিগ্রহ ও মন্দির বিদ্যমান। এই স্থান হইতে গঙ্গার নীলধারা দৃষ্টিগোচর হয়।

চন্দ্রশেখর তীর্থ।

চট্টগ্রামস্থ একটী প্রসিদ্ধ পর্ব্বত ও পীঠ স্থান এখানে চন্দ্রশেখর নামে একটী শিব আছেন। তন্ত্রচূড়ামণি পীঠনির্ণয়ে,—

"চট্টলে দক্ষবাহুর্মেঃ ভৈরব চন্দ্রশেখরঃ।
ব্যক্তরূপা ভগবতী ভবানী তত্র দেবতা।"

কলিকাতা হইতে গোয়ালন্দ হইয়া ষ্টীমারে চাঁদপুর, তথা হইতে আসাম বেঙ্গল রেলে সীতাকুণ্ড ষ্টেশনে নামিয়া যাইতে হয়।

চন্দ্রনাথ।

চট্টগ্রামের একটী বিখ্যাত তীর্থ স্থান। আসাম বেঙ্গল রেলের সীতাকুণ্ড ষ্টেশনে নামিয়া যাইতে হয়। (চন্দ্রশেখর দেখ)।

ফাল্গুনমাসের শিবচতুর্দ্দশীর দিন এখানে বিখ্যাত মেলা হয়। এই মেলা প্রায় ১০।১১ দিন থাকে। এইখানে সীতাকুণ্ড, ব্যাসকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড, উনকোটী শিব, সহস্রধারা, বাড়বকুণ্ড, লবণাক্ষ প্রভৃতি অনেকগুলি তীর্থ আছে। শাস্ত্রকার বলেন,—চন্দ্রনাথ পাহাড়ে আরোহণ করিলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।

চম্পকারণ্য।

ইহার বর্ত্তমান নাম চাম্পারণ। পাটনা বিভাগের একটী জেলা। মতিহারী এই জেলার প্রধান নগর।

মহাভারতের বনপর্ব্বে এই তীর্থের বর্ণনা আছে। যথা,—

"ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র চম্পকারণ্য মুত্তমম্।
তত্রোষ্য রজনীমেকাং গোসহস্র ফলং লভেৎ॥"

অর্থাৎ,—হে রাজেন্দ্র তারপর চম্পকারণ্য নামক তীর্থে গমন করিবে। সেই স্থানে এক রাত্রি বাস করিয়া, সহস্র ধেনুদানের ফললাভ করিবে।" এই স্থানে পূর্ব্বে চম্পকবৃক্ষাকীর্ণ নিবিড় বন ছিল।

চম্পা।

মহাভারত কথিত অঙ্গরাজ্যের রাজধানী। বর্ত্তমান পাটনা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত ছিল। কলিকাতা হইতে ই, আই, রেলে পাটনার ভাড়া ৪৵৫ টাকা।

এই স্থানে আজিও কয়েকটী প্রাচীন দেব-মন্দির আছে।

চিন্তাপূর্ণী।

পঞ্জাব প্রদেশে। হুসিয়ারপুর হইতে উত্তর পশ্চিম। জলন্ধর হইতে হুসিয়ারপুর ২৫ মাইল।

এইস্থানে ছিন্নমস্তাদেবীর একটী বিখ্যাত মন্দির আছে।

জগন্নাথ।

পুরীধামে। উড়িষ্যার উপকূলস্থ সমুদ্রতীর হইতে জগন্নাথদেবের মন্দির প্রায় এক মাইল দূরবর্ত্তী। হাবড়া হইতে বেঙ্গল নাগপুর রেলে ভাড়া ৪৶০ টাকা।

পুরীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির ভিন্ন আরও অনেক দেবালয় ও তীর্থ বিদ্যমান আছে যথা,—

১। লোকনাথের মন্দির।—ইহা জগন্নাথের মন্দির হইতে এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত। রামচন্দ্র ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি জলে ডুবিয়া থাকেন; শিবচতুর্দ্দশীর দিন জল হইতে বাহির হন।

২। ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর।—শ্রীমন্দিরের ঈশান কোণে ২॥০ মাইল দূরে। ইহাতে স্নান করিলে, সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়; এই জন্য ইহার অপর একটী নাম অশ্বমেধাঙ্গ। ইহাতে বিস্তর কচ্ছপ আছে। ইহার দক্ষিণে নৃসিংহ দেব ও পশ্চিমে নীলকণ্ঠ দেবের মন্দির।

৩। মার্কণ্ডেয় হ্রদ।—শ্রীমন্দিরের অর্দ্ধ মাইল উত্তরে অবস্থিত।

৪। চক্রতীর্থ।—এইস্থানে প্রথম দারু-ব্রহ্ম ভাসিয়া আসিয়াছিল। এখানে শ্রাদ্ধ ও বালির পিণ্ডদান কর্ত্তব্য।

৫। শ্বেতগঙ্গা।—ইহার তীরে শ্বেতমাধব ও মৎস্যমাধবের মূর্ত্তি আছে। দর্শনে পাপ-নাশ ও অন্তে শ্বেতদ্বীপ লাভ হয়।

৬। যমেশ্বর।—শ্রীমন্দিরের অর্দ্ধ মাইল উত্তরে। ইহার পূজা করিলে, যমদণ্ডের ভয় থাকে না।

৭। অলাবুকেশ্বর।—যমেশ্বর লিঙ্গের পশ্চিমে। এই লিঙ্গ দেখিতে একটী অলাবুর ন্যায়। ইহাঁকে দর্শন করিলে, পুত্রহীন পুত্র লাভ করে।

৮। কপালমোচন।—অলাবুকেশ্বরের নিকট।

৯। স্বর্গদ্বার।— মহামন্দিরের নৈঋত-কোণে অর্দ্ধ মাইল দূরে। এইস্থানে যাত্রীরা সমুদ্রে স্নান করিয়া থাকে। গ্রহণের সময় স্নান করিলে, জন্মজন্মান্তরের পাপ নষ্ট হয়।

ইহা ভিন্ন এখানে আরও অনেক তীর্থ আছে। ইহার মধ্যে নরেন্দ্র, মার্কণ্ড, সমুদ্র, ইন্দ্রদ্যুম্ন ও চক্রতীর্থ, পঞ্চ মহাতীর্থ বলিয়া খ্যাত।

* * *

মহাপ্রসাদ।

উৎকলখণ্ডে লিখিত আছে,—"সমুদায় জাতি, দীক্ষিত, অগ্নিহোত্রী প্রভৃতি মহাপ্রসাদ ভোজন করিয়া পবিত্র হয়। গঙ্গা-জল চণ্ডাল স্পর্শে যেমন অপবিত্র হয় না, মহাপ্রসাদ সেইরূপ কিছুতেই অপবিত্র হয় না। ইহা ক্রয় বিক্রয় করিলেও দোষ নাই। শুষ্ক অবস্থায় বা দূর হইতে আসিলেও ইহা শুদ্ধ; যে অবস্থায় পাওয়া যায়, সেই অবস্থাতেই ইহা গ্রহণ করা উচিত; ইহাতে সকল পাপ বিদূরিত হয়।" প্রত্যহ সহস্র সহস্র টাকার মহাপ্রসাদ বিক্রীত হইয়া থাকে।

* * *

মহোৎসব।

বৈশাখ মাস। অক্ষয় তৃতীয়া হইতে বাইশ দিন পর্য্যন্ত গন্ধলেপন বা চন্দন-যাত্রা;

অষ্টমীতে প্রতিষ্ঠোৎসব। শুক্লা জ্যৈষ্ঠ মাস। শুক্লা একাদশীতে রুক্মিণী-হরণ। পূর্ণিমায় স্নান-যাত্রা। আষাঢ় মাস। শুক্লা দ্বিতীয়া রথযাত্রা। শয়ন একাদশীতে শয়ন। শ্রাবণ মাস। ঝুলন-যাত্রা। কালীয়দমন যাত্রা। ভাদ্র মাস। জন্মাষ্টমী। পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন। আশ্বিন মাস। সুদর্শনোৎসব। কার্ত্তিক মাস। উত্থানএকাদশী। রাসযাত্রা। অগ্রহায়ণ মাস। প্রাচরণোৎসব। পৌষ মাস। অভিষেকোৎসব। মকরোৎসব। মাঘ মাস। গুণ্ডিচা উৎসব। মাঘীপূর্ণিমা। ফাল্গুন মাস। দোলযাত্রা। রামনবমী। চৈত্রমাস। দমনক ভঞ্জিকা।

* * *

জগন্নাথ মাহাত্ম্য।

উৎকলখণ্ডে লিখিত আছে,—

"অতো দশাবতারাণাং দর্শনাদ্যৎস্য যৎ ফলম্।
তৎফলং লভতে মর্ত্ত্যো দৃষ্ট্বা শ্রীপুরুষোত্তমম্॥"

অর্থাৎ, দশাবতার দর্শনে যে ফল লাভ হয়, এক পুরুষোত্তম দর্শনেই সে ফল লাভ হইয়া থাকে।

কপিলসংহিতার বচন,—

"সর্ব্বেষাং চৈব ক্ষেত্রাণাং
রাজা শ্রীপুরুষোত্তমম্।
সর্ব্বেষাঞ্চৈব দেবানাং
রাজা শ্রীপুরুষোত্তমঃ॥"

অর্থাৎ,—সকল তীর্থের রাজা পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র; সকল দেবের রাজা জগন্নাথদেব।

জনকপুর।

মিথিলাধিপতি মহর্ষি জনক রাজার রাজধানী। সীতাদেবীর জন্মস্থান। কলিকাতা হইতে মোকামাঘাট পার হইয়া ত্রিহুত ষ্টেট-রেলে দ্বারভাঙ্গা; তথা হইতে জনকপুর রোড ষ্টেশনে অথবা কামতৌল ষ্টেসনে নামিতে হয়। ভাড়া কলিকাতা হইতে কামতৌল ৪৷৵০। কামতৌল হইতে জনকপুর প্রায় তিন ক্রোশ।

জনকপুরে সীতামারী ও সীতাকুণ্ড নামে দুইটী তীর্থ আছে। জনকদেব সীতামারীতে ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে করিতে সীতাদেবীকে প্রাপ্ত হয়েন। শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের সহিত বিবাহ হইবার পূর্ব্বে, "সীতাকুণ্ডে" সীতাদেবী অবগাহন করেন।

জনকেশ্বর তীর্থ।

নর্ম্মদা নদীতীরে জনকরাজ কর্ত্তৃক স্থাপিত শিবলিঙ্গ।

জমদগ্নির আশ্রম।

রেণুকা হ্রদ হইতে ১ ক্রোশ দূরে মহর্ষি জমদগ্নির আশ্রম ছিল। পঞ্জাবে আম্বালা ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশন হইতে ৭৫ মাইল। 'রেণুকা তীর্থ' দেখ।

জয়ন্তিয়া।

আসামের শ্রীহট্ট প্রদেশে। কলিকাতা শিয়ালদহ হইতে গোয়ালন্দ; তথা হইতে ষ্টীমার যোগে চাঁদপুর; চাঁদপুরে রেলে লাক্সাম জংসন, তথা হইতে বদরপুর শ্রীহট্ট হইয়া কোম্পানীগঞ্জ ষ্টেশন। এই ষ্টেশনের পূর্ব্বে জয়ন্তিয়াপুর। এই স্থানে জয়ন্তেশ্বরী দেবীর মন্দির বিখ্যাত। এই কালীমূর্ত্তি দর্শন করিবার জন্য অনেক যাত্রী আসিয়া থাকেন। পূর্ব্বে এইখানে অনেক নরবলি দেওয়া হইত।

জম্বুকেশ্বর।

দাক্ষিণাত্যের একটী প্রসিদ্ধ শৈবতীর্থ। এখানে মহাদেবের পাঞ্চভৌতিক মূর্ত্তির অপ-মূর্ত্তি বিদ্যমান।

হাবড়া হইতে মেদিনীপুর হইয়া ইরোড

জংসন। ত্রিচিনাপল্লী কোর্ট ষ্টেশনে নামিতে হয়। তথা হইতে পাকা রাস্তা; প্রায় দুই ক্রোশ যাইতে হয়।

মন্দিরের বাহিরে একটী ছোট কূপ। এই কূপ হইতে সর্ব্বদাই জল উঠিতেছে। মন্দিরের ভিতর সকল সময়েই এক ফুট জল। মন্দিরের পার্শ্বে একটী পুরাতন জম্বু বৃক্ষ। মহাদেব এই জম্বুবৃক্ষতলে বহু দিন তপস্যা করিয়াছিলেন। এখানে বিস্তর যাত্রী আসিয়া থাকে।

জম্বুসর।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তঃপাতী বরোচ জেলার মধ্যস্থ একটী নগর।

এই নগরের উত্তরে নাগেশ্বরের একটী বৃহৎ সরোবর আছে। ঐ সরোবরের মধ্যস্থলে একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ ও চতুর্দ্ধারে বহু দেবালয়। ইহা পুণ্যতীর্থ।

"জম্বুসরো মহাতীর্থং তানি তীর্থানি বিদ্ধি চ।
সূর্য্যো শিবো গণো দেবী হরিশ্চন্দ্র চ তিষ্ঠতি॥"

জল্পেশ্বর।

জলপাইগুড়ির অন্তর্গত একটী তীর্থস্থান। কালিকা পুরাণে এই স্থানের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। শিয়ালদহ হইতে ই বি ষ্টেট্ রেলে জলপাইগুড়ি ষ্টেশন। ভাড়া ৩৸৶১০ কলিকাতা হইতে ৩০৫ মাইল। জলপাইগুড়ি ষ্টেশন হইতে জল্পেশ প্রায় ৪ ক্রোশ পূর্ব্বে।

জল্পীশ নামক শিবমন্দির দেখিবার জন্য বৎসর বৎসর বিস্তর লোকের সমাগম হয়। এই মন্দিরটী অতি প্রাচীন। অনেক স্থানে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। শিবরাত্রির সময় এখানে একটী প্রকাণ্ড মেলা হইয়া থাকে। মেলা প্রায় দশ দিন থাকে।

জলন্ধর।

পঞ্জাবে শতদ্রু ও চন্দ্রভাগা নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ। এই প্রদেশের প্রাচীন নাম ত্রিগর্ত্ত। এই প্রদেশের প্রধান সহরের নাম জলন্ধর।

কলিকাতা হইতে ই আই রেলে গাজিয়াবাদ। তথা হইতে নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলে সাহারাণপুর ও আম্বালা হইয়া জলন্ধর ষ্টেশন। জলন্ধর পীঠস্থান। ভগবতীর বাম স্তন এই স্থানে পতিত হয়। এখানে দেবীর নাম ত্রিপুরমালিনী; ভৈরবের নাম ভীষণ।

"জলন্ধরে বিশ্বমুখী তারা কিষ্কিন্ধ্য পর্ব্বতে।"
এই স্থানে ভগবতীর বিশ্বমুখী মূর্ত্তি আছে। স্তন পীঠে দেবীর স্তনমূর্ত্তি বস্ত্রাবৃত ও ধাতুনির্ম্মিত মুখমণ্ডল রহিয়াছে।

জ্বালামুখী।

পঞ্জাবের অন্যতম পীঠস্থান। বিষ্ণুচক্রচ্ছিন্ন সতীর জিহ্বা এই স্থানে পতিত হয়। এখানে দেবী অম্বিকা ও ভৈরব উন্মত্ত নামে অভিহিত।

কলিকাতা হইতে ই, আই, রেলে গাজিয়াবাদ হইয়া জালন্দর ষ্টেশনে।

পর্ব্বতপৃষ্ঠে জ্বালামুখীর মন্দির, শিবালয়, গোরখড্বিনামক কুণ্ড ও অন্যান্য দেবালয় বিরাজিত। জ্বালামুখীর মন্দিরটী দেখিতে অতীব সুন্দর। ইহার গুম্বজ ও কলস সুবর্ণমণ্ডিত। দ্বার রৌপ্যমণ্ডিত ও বিবিধ কারুকার্য্যশোভিত। মন্দিরের অভ্যন্তরে তিন হাত দীর্ঘ, দেড় হস্ত প্রস্থ ও দুই হস্ত গভীর এক কুণ্ড আছে। ঐ কুণ্ডের বায়ুকোণ হইতে এক হস্ত উচ্চ অগ্নিশিখা বহির্গত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকটী স্থান ও মন্দিরের ভিত্তির কোণ হইতে অগ্নিশিখা বাহির হয়। সভামণ্ডপে একটী প্রকাণ্ড ঘণ্টা আছে। মন্দিরাভ্যন্তরে অন্য কোন দেবমূর্ত্তি নাই। এই মন্দিরের বাহিরে চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক দেবালয়, ধর্ম্মশালা আছে। সন্ন্যাসী অতিথি

ও তীর্থযাত্রীগণ ধর্ম্মশালা প্রভৃতিতে বিনা ব্যয়ে ভোজনাদি প্রাপ্ত হয়।

ঢাকা দক্ষিণ।

শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। শ্রীহট্টের মধ্যে একটী প্রধান তীর্থ। ইহার আর একটী নাম গুপ্ত বৃন্দাবন। এই গ্রাম শ্রীহট্টের সাত ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। কলিকাতা হইতে ই, বি, ষ্টেট রেলে গোয়ালন্দ; তথা হইতে কাছাড় লাইনের ষ্টীমারে নহাইর ঘাট, ভাড়া ২৮৶০। নহাইর ঘাট হইতে কিয়দ্দূর যাইতে হয়। শিয়ালদহ হইতে গোয়ালন্দের ভাড়া ১৸৵৫ আনা। ইহা শ্রীচৈতন্যের পিতামহ উপেন্দ্র মিশ্রের বাসস্থান; তাঁহার পুত্র জগন্নাথ মিশ্রের জন্মস্থান। উপেন্দ্র মিশ্রের বাসভবনই এক্ষণে বৈষ্ণবতীর্থ বলিয়া পরিচিত। রথ ও ঝুলানের সময় এবং চৈত্র মাসের প্রতি রবিবারে এখানে একটী মেলা বসে। এই স্থানে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গের বিগ্রহ আছে। কিয়দ্দূরে কৈলাস নামক একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর গোপেশ্বর নামক শিব আছেন।

তঞ্জাবুর।

বর্ত্তমান নাম তাঞ্জোর। কলিকাতা হইতে বেঙ্গল নাগপুর রেল হইয়া, পূর্ব্ব উপকূলরেলে মাদ্রাজ, চিঙ্গিলিপত, ভিল্লুপুরম ও মায়াভরম ও কুম্ভকোণম, পরে তাঞ্জোর ষ্টেশন। তাঞ্জোর সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলের মাদ্রাজ-টুটিকরিণ শাখার একটী ষ্টেশন। মাদ্রাজ হইতে ভাড়া ২।৵০ আনা, কলিকাতা হইতে ভাড়া ১৭।০ টাকা। এই স্থানের বৃদ্ধেশ্বর মহাদেব ও সুব্রহ্মণ্য স্বামীর মন্দির বিখ্যাত। বৃদ্ধেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের সম্মুখে নন্দীর এক প্রকাণ্ড মূর্ত্তি বিরাজিত।

তরুবা।

মধ্যপ্রদেশের চাঁদা জেলার অন্তর্গত একটী হ্রদ। সেগাঁউর ৭ ক্রোশ পূর্ব্বে চিমুর পাহাড় হইতে এই হ্রদের উৎপত্তি হইয়াছে।

পুত্রার্থিনী স্ত্রীলোকগণ এবং স্বাস্থ্যকামী ব্যক্তিগণ এই হ্রদে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। এই হ্রদের মধ্য হইতে ঢক্কার ন্যায় শব্দ শ্রুত হয়।

তলকাবেরী।

কাবেরী নদীর উৎপত্তি স্থল। কুর্গরাজ্যে পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের ব্রহ্মগিরি খণ্ডে।

কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে অনেক যাত্রী এই স্থানে আসিয়া স্নান করিয়া থাকে।

তাপী।

হিন্দুদিগের একটী পুণ্যতোয়া নদী। বিন্ধ্যাচল হইতে উৎপন্ন হইয়া পশ্চিম বাহিনী হইয়া আরবসাগরে পতিত। অপর নাম তপ্তী বা তাপ্তী। ইহার তীরে অক্ষমালা ও গজ তীর্থ নামে দুইটী বিখ্যাত তীর্থ অধিষ্ঠিত। তাপী স্নানে অশেষ পুণ্য লাভ হয় যথা,—

"কুরুক্ষেত্রে তথা কাশ্যাং নর্ম্মদায়াস্তু যৎফলং।
তৎফলং নিমিষার্দ্ধেন তপত্যাষাঢ় সেবনাং॥"

অর্থাৎ—কুরুক্ষেত্রে, কাশীধামে এবং নর্ম্মদা নদীতে স্নান করিলে যেরূপ ফল হয়, আষাঢ় মাসে তাপ্তী নদীতে স্নান করিলে, নিমিষার্দ্ধকালে সেইরূপ ফললাভ হইয়া থাকে।

তারকেশ্বর।

হুগলী জেলায়। হাবড়া হইতে ই, আই, রেলে সেওড়াফুলী; সেওড়াফুলী হইতে তারকেশ্বর লাইনের শেষ ষ্টেশন। ভাড়া ॥১০ আনা।

তারকেশ্বরে বাবা তারকনাথ বিরাজিত। শিবরাত্রি ও চড়কের সময় এখানে বহুতর যাত্রীর সমাগম হয়। অনেক ব্যক্তি রোগমুক্তি কামনায় তারকেশ্বরে "ধন্না" দিয়া থাকে। চৈত্র মাসে শত শত ব্যক্তি বাবা তারকনাথের উদ্দেশে সন্ন্যাস করিয়া থাকে।

তারাদেবী।

দ্বারকানদী তীরে চণ্ডীপুর গ্রামে শ্রীশ্রী৺ তারাদেবীর মন্দির ও পীঠস্থান। ই, আই রেল লুপলাইনে মল্লারপুর ষ্টেশনে নামিয়া প্রায় ৪ মাইল যাইতে হয়। কলিকাতা হইতে মল্লারপুরের ভাড়া ১॥৶০ টাকা।

প্রবাদ, এই স্থানে মহাতপা বসিষ্ঠ সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। আশ্বিন মাসে এখানে একটী মেলা হয়।

তারাপুর।

ই আই রেলের রামপুরহাট ষ্টেশনে নামিয়া যাইতে হয়। একটী প্রকাণ্ড শ্মশানে ৺কালিকা দেবী আছেন। ইনি জাগ্রতা দেবী। কলিকাতা হইতে রামপুরহাটের তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ১৬৫ টাকা।

ত্রিবেণী।

হুগলী জেলায়। গঙ্গাতীরে। হাবড়া হইতে ই, আই, রেলে মগরা। ভাড়া ।৶০ আনা। তথা হইতে পদব্রজে বা ঘোড়ার গাড়ীতে।

এইস্থানে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদী পৃথক্ হইয়া বিভিন্ন দিকে প্রবাহিতা; তাই নাম, —মুক্তবেণী। ত্রিবেণী-স্নান প্রয়াগে স্নানের ন্যায় অক্ষয় ফলপ্রদ। ত্রিবেণী ঘাটের কিয়দ্দুর উত্তরে বৃহৎ এক শিলাখণ্ড আছে, তাহাকে "নেতো ধোপানীর পাট" বলে। বারুণী, মকরসংক্রান্তি ও গ্রহণাদির সময় এইস্থানে গঙ্গাস্নান কামনায় বহুতর যাত্রী আগমন করিয়া থাকে।

তিরুপতি।

বিল্লপুর-কণ্টাকুল রেলের একটী ষ্টেসন। কলিকাতা হইতে মেদিনীপুর ও বেরাং হইয়া ইষ্ট কোষ্ট রেলে গাদার জংসন; তথা হইতে রেণীগুণ্টা জংসন; রেণীগুণ্টা হইতে তিরুপতি ষ্টেশন; ইহা একটী প্রধান বৈষ্ণবতীর্থ। তিরুপতি হইতে ছয় মাইল পূর্ব্ব দিকে তিরুমলয় নামক পাহাড়ের উপর শ্রীনিবাস বাঙ্কটস্বামীর মন্দির। এই পাহাড়ে উঠিবার ৩টী প্রধান পথ আছে। এই পর্ব্বতটীর সাতটী শৃঙ্গ। প্রত্যেকটীই পুণ্যতীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ। যে শৃঙ্গোপরি শ্রীনিবাসরাজের মন্দির, তাহার নাম শেষাচল। পর্ব্বতোপরি সাতটী পুণ্যতীর্থ আছে। যথা,—স্বামীতীর্থ, বিয়ংগঙ্গা, পাপবিনাশিনী, পাণ্ডবতীর্থ, তুম্বারকোণা, কুমারধারিকা এবং গোগর্ভ। এই সমস্ত তীর্থে (পুণ্যজলাশয়ে) স্নান করিলে, ব্রহ্মহত্যার পাতক হইতেও নিষ্কৃতি লাভ হয়। পথে রুইদাস নামক কপিলতীর্থ।

দণ্ডকারণ্য।

বেঙ্গল নাগপুর রেলের নাগপুর ষ্টেশন হইতে গ্রেটইণ্ডিয়ান-পেনিনস্থলা রেলের নাসিক পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগই রামায়ণ বর্ণিত দণ্ডকারণ্য। কাহারও কাহারও মতে যমুনার দক্ষিণ হইতে গোদাবরী তীর পর্য্যন্ত এই বনস্থলী বিস্তৃত ছিল। কিয়দংশ অদ্যাপি বর্ত্তমান।

দৃষদ্বতী।

ইহা একটী পুণ্যস্রোতা নদী। এই নদী কুরুক্ষেত্রের মধ্য দিয়া,—থানেশ্বরের আট ক্রোশ দক্ষিণে প্রবাহিত। ইহাতে স্নান করিলে, অশেষ পুণ্য সঞ্চয় হয়। বর্ত্তমান নাম "রাক্ষি।"

দ্বৈপায়ন হ্রদ বা বেদব্যাসের জন্মস্থান।

কলিকাতা হইতে ই, আই রেলে এসান-সোল হইয়া,অথবা কলিকাতা হইতে মেদিনীপুর হইয়া সিনি জংসন দিয়া বেঙ্গলনাগপুর রেলের রাওরকোলা ষ্টেশনে নামিতে হয়। রাওর-কোলা ষ্টেশন হইতে দুই ক্রোশ পশ্চিমে শঙ্খ-নদী, কোয়েল ও ব্রাহ্মণীবেষ্টিত একটী দ্বীপ আছে। ঐ স্থানটী দেখিতে ঠিক একটী হ্রদের ন্যায়। ঐ হ্রদস্থ দ্বীপে মহর্ষি বেদব্যাসের জন্ম হইয়াছিল।

দিব্যকুণ্ড।

কামরূপে "দুর্জ্জয়" নামে একটী পাহাড় আছে। ঐ পাহাড়ের বায়ুকোণে বরাসন নামে নগরী। এই নগরীর দক্ষিণে ক্ষোভক শৈল। এই শৈলে রক্তবর্ণ শিলার উপর মহাদেবীর মন্দির। উহার পাদদেশে "দিব্যকুণ্ড" নামে কুণ্ড। এই কুণ্ডে স্নান করিয়া দেবীর পূজা করিলে, পুনর্জন্ম হয় না।

দুর্জ্জয়লিঙ্গ বা দুর্জ্জয়গিরি।

বর্ত্তমান নাম দার্জ্জিলিঙ্গ। শিয়ালদহ হইতে দামুকদিয়া ঘাট, তথা হইতে পদ্মা পার হইয়া সারাঘাট, সারাঘাটে রেলে চড়িয়া সুলতানপুর; তথা হইতে পার্ব্বতীপুর জংসন; অনন্তর,—শিলিগুড়ী; শিলিগুড়ী হইতে দার্জ্জিলিঙ্গ। কলিকাতা হইতে ভাড়া ৫৶১৫ টাকা।

এই পাহাড়ই কালিকাপুরাণ বর্ণিত দুর্জ্জয়-গিরি। ইহা কামরূপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এখানে দুর্জ্জয় লিঙ্গ নামে মহাকাল আছেন। ভুটি-য়ারাও উহার পূজা করিয়া থাকে।

দেবলবাড়া।

মধ্য প্রদেশে ইহা বরদা (বর্দ্ধা) নদীতীরে একটী গ্রাম। এখানে রুক্মিণীদেবীর একটী প্রসিদ্ধ মন্দির অধিষ্ঠিত। প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসে বিখ্যাত মেলা হয়।

দেবহ্রদ।

শ্রীপর্ব্বতস্থ একটী তীর্থ। এই হ্রদে স্নান করিলে, অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়। এই পর্ব্বতে হরপার্ব্বতী বিরাজ করেন।

দ্বারকাপুরী।

গুজরাট প্রদেশের কচ্ছসাগরোপকণ্ঠে দ্বারকা। (বম্বে) হইতে ষ্টীমার যোগে যাইতে হয়। দ্বাপরযুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পুরী সাগরতলে নিমগ্ন হইয়াছে।

বর্ত্তমান দ্বারকায় ৫টী প্রধান মন্দির আছে। তন্মধ্যে জগৎখুট নামক মন্দির প্রায় ৯৪ হস্ত উচ্চ। এখানে বহুতর তীর্থ ও বিগ্রহ বর্ত্তমান যথা,—গোমতী, চক্রতীর্থ, সাগরগোমতীসঙ্গম, সপ্তকুণ্ড, নৃপকূপ, গঙ্গা, গোপ্রচার, প্রভৃতি। দ্বারকার নিম্নে যে স্থানে গোমতীর সহিত সাগর-সঙ্গম হইয়াছে, তাহা হিন্দুদিগের পবিত্র তীর্থ; তথায় অবগাহনপূর্ব্বক স্নান করিলে, জন্মজন্মান্ত-রের কলুষ নাশ হইয়া অশেষ পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে। দ্বারকামাহাত্ম্য যথা,—

"দ্বারকাং নগরীং দৃষ্ট্বা নরো নারায়ণো ভবেৎ।
দ্বারকায়াং মৃত যশ্চ গর্দ্দভোঽপি চতুর্ভুজঃ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ কথাং তস্যা দ্বারকেতি বদন্‌কচিৎ।
দৃষ্ট্বা দত্ত্বা তৃণং মৃত্যুং গতো যাতি পরাংগতিং॥"

অর্থাৎ দ্বারকা দর্শনে নরও নারায়ণ হয়; সেখানে গর্দ্দভও চতুর্ভুজ হইয়া থাকে। দ্বারকা দেখিতে দেখিতে,দ্বারকার কথা শুনিতে শুনিতে, দ্বারকা কথা উচ্চারণ করিতে করিতে দ্বারকায় দেহত্যাগ করিলে, বা তথায় তৃণ মাত্র দান

করিয়া মরিলেও পরম গতি প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

ইহার ৯ ক্রোশ দূরে তামড়া নামক স্থানে যাত্রিগণ শঙ্খ, চক্র প্রভৃতি উত্তপ্ত করিয়া গাত্রে ছাপ দেয়; একটী পুষ্করিণী হইতে গোপীচন্দন নামক তিলকমাটী গৃহীত হইয়া থাকে।

গোপীচন্দন মাহাত্ম্যে বর্ণিত আছে,—

"লক্ষ্মী সরস্বতী দুর্গা সাবিত্রী হরবল্লভা।
তস্য দেহে বসেদ্ যস্য গোপীমৃদাঙ্কিতা তনুঃ॥"

অর্থাৎ,—যাহার দেহে গোপীচন্দন অঙ্কিত, তাহার শরীরে লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, সাবিত্রী ও পার্ব্বতী বাস করিয়া থাকেন।

দ্বারকায় মহারাজ শঙ্কর স্বামীর মঠ প্রসিদ্ধ।

—

দ্রাক্ষারামা বা দক্ষরাম।

দাক্ষিণাত্যের একটী প্রধান তীর্থ। গোদাবরী তীরে অবস্থিত। কলিকাতা হইতে মেদিনীপুর ও কটক হইয়া,ইষ্টকোষ্ট রেলে রাজমহেন্দ্রী ষ্টেশনে নামিতে হয়। ভাড়া বারাং হইতে ৫।৴।

রাজমহেন্দ্রী হইতে নৌকাযোগে দ্রাক্ষারাম যাইতে হয়। এখানকার শিবলিঙ্গ অতি প্রকাণ্ড; দ্বিতল ভেদ করিয়া প্রায় ২ ফিট উচ্চ হইয়া রহিয়াছে। পুরোহিত দ্বিতলে বসিয়া জলাভিষেক করেন।

—

ধারবার।

কলিকাতা হইতে মেদিনীপুর হইয়া সিনি জংসন; তৎপরে বেঙ্গল নাগপুর রেলে নাগপুর; তথা হইতে গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলে ভুসাওয়াল ও মনমাদ হইয়া কল্যাণ জংসন; তথা হইতে পুনা; পুনা হইতে সাদার্ণ মারহাটা রেলে লোণ্ডা জংসন হইয়া ধারবার ষ্টেশন। দ্বিতীয় পথ কলিকাতা হইতে মেদিনীপুর ও কটক হইয়া ইষ্ট কোষ্ট রেলে বেজওয়াদা জংসন। তথা হইতে সাদার্ণ মারহাটা রেলে গণ্টাকুল ও হুবলি জংসন হইয়া ধারবার ষ্টেশন।

ধারবারের হনুমন্ত স্বামী দেখিবার জন্য অনেক যাত্রী এখানে আগমন করিয়া থাকে। ধারবারের আড়াই মাইল দূরে সোমেশ্বর দেবের পুরাতন মন্দির।

—

নর্ম্মদা।

পুণ্যসলিলা নদী। বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে উৎপন্ন। ভরোচ বা ভৃগুক্ষেত্রের নিকট সাগরের সহিত মিলিতা। ইহার তীরবর্ত্তী প্রত্যেক স্থানই মহাতীর্থ। নর্ম্মদাসাগরসঙ্গমে স্নান করিলে, জন্ম জন্মান্তরের পাপ নাশ হয়। এই সাগরসঙ্গমের নিকট ভৃগুতীর্থঘাট বিখ্যাত তীর্থ। হরদেহনিঃসৃতা নর্ম্মদা, তাপী অপেক্ষাও বেগবতী।

—

নগরকোট তীর্থ।

জলন্ধর ষ্টেশন হইতে ১২॥০ ক্রোশ। একা পাওয়া যায়। এখানকার মহামায়ার মন্দির দেখিবার জন্য অসংখ্য যাত্রী আসিয়া থাকে। ইহার অপর নাম কাঙ্গারা।

—

নাগপত্তন।

মান্দ্রাজ।—মান্দ্রাজ সমুদ্র উপকূলস্থ একটী তীর্থ। কলিকাতা হইতে মেদিনীপুর ও কটক হইয়া মান্দ্রাজ। তথা হইতে ভিল্লপুরম জংসন হইয়া তিরুবলুর জংসন; তথা হইতে নাগপত্তনগামী রেলে নাগপত্তন।

দক্ষিণাস্থিধি তটে ব্রহ্মাবিগ্রহ। "পেরুমলস্বামী" নামক বিষ্ণুবিগ্রহ, কায়ারোহণ স্বামীর মন্দির এবং নীলাবতাক্ষী দেবীর মন্দির বিখ্যাত।

—

নাভিগয়া।

উড়িষ্যাপ্রদেশে। যাজপুরে বা বিরজা-ক্ষেত্রের বিরজাদেবীর মন্দিরের উত্তরে। ইহা, গৃহমধ্যে একটী বাঁধান কূপ। এই কূপে পিণ্ড-দান করিতে হয়। গয়াসুরের মস্তক যেমন গয়ায়, তেমনি নাভিদেশ নাভিগয়ায় ও পদদ্বয় পাদগয়ায় প্লতিত হয়।

নারায়ণ বন।

কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ, তথা হইতে রায়চুরগামী মাদ্রাজ রেলে পত্তুর ষ্টেশনে নামিতে হয়। ভাড়া কলিকাতা হইতে ১৬৷৶০ টাকা।

পত্তুর হইতে তিন মাইল দূরে অরুণনদী-তীরে নারায়ণ বন। এই তীর্থ দর্শনে অনেক যাত্রী আসিয়া থাকে। ইহা ব্রহ্মার যজ্ঞক্ষেত্রের সীমা ছিল। এই স্থানে "মহিষাসুরমর্দ্দিনী", "ব্যাঙ্কটেশ স্বামী", ও পদ্মাবতীদেবীর মন্দির এবং অগস্তেশ্বরের মন্দির ও বিগ্রহ আছে।

নাসিক।

কলিকাতা হইতে নাসিক ১২৮৪ মাইল। ভাড়া ১৫৷৶০ টাকা।

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ, এই স্থানে সূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদন করিয়াছিলেন ; তাই ইহার নাম নাসিক। এই স্থানে গোদাবরী তীরে অনেক দেবালয় আছে।

নৈমিষারণ্য।

অযোধ্যায়। ইহার বর্ত্তমান নাম নিমখার।

কলিকাতা হইতে মোগলসরাই জংসন; তথা হইতে আউধ এণ্ড রোহিলখান্দ রেলের বাঘৌলী নামক ষ্টেশনে নামিয়া প্রায় আট ক্রোশ পথ পদব্রজে বা ঘোড়ায় যাইতে হয়।

কলিকাতা হইতে বাঘৌলির ভাড়া ৯৷১০।

দধীচি, ব্যাস প্রভৃতি মহর্ষিগণ এই স্থানে তপশ্চরণ করিয়া, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন। এই স্থানে সূত, ষষ্টি সহস্র ঋষিকে মহাভারত কথা শ্রবণ করান।

পঞ্চবটী।

বোম্বাই প্রদেশে। কলিকাতা হইতে নাগপুর দিয়া গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলের নাসিক রোড ষ্টেশনে নামিয়া পাঁচ মাইল ট্রামে যাইতে হয়। কলিকাতা হইতে নাসিক ১২৮৪ মাইল ; ভাড়া ১৬৷৶০ টাকা।

এই স্থানে রঘুনাথ শ্রীরামচন্দ্রের কুটীর আছে। এই স্থানেই রাবণ কর্ত্তৃক সীতা অপহৃতা হন।

পাণ্ডবগুহা।

বোম্বাই প্রদেশে,—পুনায়। কলিকাতা হইতে নাগপুর ; তথা হইতে গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলের ভুসাওয়াল ও মনমদ; পরে কল্যাণ জংসন, তথা হইতে পুনা। ভাড়া ১৬৶৶০ টাকা।

এই স্থানে পাণ্ডবগণ কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। পুনার ফার্গুসন কলেজের সন্নিকটে একটী পর্ব্বতগাত্রে কয়েকটী গুহা আছে। এই সকল গুহাই পাণ্ডবগুহা।

পশুপতিনাথ।

নেপালের কাটামুণ্ডু সহরের পূর্ব্বে বাগমতী নদীতীরে অবস্থিত। নদীর অপর পারে গুহ্যেশ্বরী দেবীর পীঠস্থান। শিবচতুর্দ্দশীর দিন এখানে একটী বিখ্যাত মেলা হয়। কলিকাতা হইতে কাটমুণ্ডু ৫২৭ মাইল ; তথা হইতে পশুপতিনাথ প্রায় দুই মাইল। ই আই রেলে হাবড়া হইতে মোকামা ঘাট; পরে ত্রিহুত ষ্টেট রেলওয়ে সিগৌলী ; তথা হইতে রক্সল ;

রকসল হইতে ডুলি পাল্কি করিয়া যাইতে হয়। রকসল হইতে পার্ব্বত্য পথ অতি দুর্গম। সেমরাবাসা, হেতুরা, ভীমপেদী প্রভৃতি স্থানে পান্থনিবাস আছে।

পার্ব্বতীশৈল।

বোম্বাই প্রদেশে পুনার সন্নিকট। সহ্যাদ্রির উপরিভাগে পার্ব্বতীশৈলে হেমময় হৈমবতী ও পাষাণময় ঈশানের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

পাদগয়া।

গোদাবরীতীরে। কলিকাতা হইতে কটক হইয়া বেরাং জংসন; তথা হইতে ইষ্ট কোষ্ট রেলে পীঠাপুর ষ্টেশনে নামিতে হয়। বেরাং জংসন হইতে পীঠাপুরের ভাড়া ৪৸৵০ টাকা। এই স্থানে গয়াসুরের পাদদ্বয় পতিত হয়। এই স্থানে পিতৃলোকের পিণ্ডদান কর্ত্তব্য। দাক্ষিণাত্যের লোকেরা শীর্ষগয়া (গয়া) নাভিগয়া ও পাদগয়া এই তিন স্থানেই পিণ্ড দান করিয়া থাকেন।

পাণ্ডুকেশ্বর।

বদরিকাশ্রম হইতে কিছু দূরে। কাঞ্চনময় বিষ্ণুমূর্ত্তি। অর্জ্জুন এই মূর্ত্তি স্বর্গ হইতে আনিয়া, এই স্থানে স্থাপিত করেন।

পৃথূদক।

কুরুক্ষেত্রে। কলিকাতা হইতে থানেশ্বর ১০৫১ মাইল; ভাড়া ১৩৸৵০ টাকা। থানেশ্বর হইতে একা যোগে বা গো-শকটে ছয় ক্রোশ যাইতে হয়।

এই স্থানে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করিলে, অক্ষয় স্বর্গলাভ হইয়া থাকে।

প্রভাসতীর্থ।

বোম্বাই হইতে ষ্টীমার যোগে প্রভাস বা সোমনাথ যাইতে হয়। মামুদগজনী সোমনাথের মন্দির ভগ্ন করিয়া দেয়। বর্ত্তমান মন্দির ও বিগ্রহ অহল্যাবাই কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

এই স্থানে পুণ্যতোয়া সরস্বতী, সাগরের সহিত সম্মিলিতা। সাগরসঙ্গমে অনেক সাধু সন্ন্যাসী স্নান করিয়া পাপরাশি বিধৌত করেন। এখানে অগ্নিতীর্থ, পদ্মকতীর্থ, সমুদ্র, সোমনাথ-তীর্থ ও কপার্দ্দিতীর্থ প্রধান।

ইহার অতি সন্নিকটে সরস্বতী-তীরে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে মহর্ষি দুর্ব্বাসার অভিশাপে যদুবংশীয়গণ আত্মকলহে সবংশে নিহত হইয়াছিলেন। সরস্বতীতীরে একটী প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে। প্রবাদ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঐ স্থানে ব্যাধশরে আহত হইয়া, মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করেন।

সোমনাথের ২০ ক্রোশ উত্তরে রৈবতাচল। ইহা হিন্দু ও জৈনদিগের মহাতীর্থ। ইহার বর্ত্তমান নাম গিরনার পাহাড়।

প্রয়াগ।

বর্ত্তমান নাম এলাহাবাদ। কলিকাতা হইতে প্রায় ৫৬৫ মাইল; ই আই রেলের ষ্টেশন। ভাড়া ৭৷৵১০ টাকা। গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর সঙ্গম; ঐ স্থানকে বেণীঘাট বলে। ষ্টেশন হইতে বেণীঘাট প্রায় ৪৷০ মাইল। চক হইতে ঠিক সোজা এক রাস্তা বেণীঘাট চলিয়া গিয়াছে। এই স্থানে মস্তক মুণ্ডন করিলে, জন্ম জন্মান্তরের পাপ নষ্ট হয়। প্রয়াগের মাঘমেলা বিখ্যাত। বেণীঘাটের উপর এলাহাবাদ দুর্গ; অক্ষয়বট, অশোকস্তম্ভ ও শিব-লিঙ্গ দর্শনযোগ্য। এতদ্ভিন্ন অলোপীবাগে অলোপী দেবীর মন্দির। বেণীঘাট হইতে প্রায় এক মাইল দূরে।

সঙ্গমের অপর দিকে ঝুঁসির উল্টান

কেল্লা; অর্থাৎ কঙ্করময় উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপ; ইহার কিয়দ্দূরে যমুনাতটে সরস্বতীকূপ ও প্রান্তে যমুনার ঋণমোচন ও কম্বলাশ্বতর ঘাট। তথা হইতে কিয়ৎ দূরে রামঘাট ও শীখাকুণ্ড ঘাট। বাম ভাগে গঙ্গাতীরে যে বাঁধাঘাট দৃষ্ট হয় তাহার নিকটে রাজা বাসুকীর ঘাট বা ভোগবতী। ঝুঁসী (প্রতিষ্ঠান প্রয়াগ) কম্বলাশ্বতর ও ভোগবতীর মধ্যস্থান প্রজাপতির বেদী। এই স্থানে দেবতা, ঋষি ও নৃপতিগণ ভূরি যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাই নাম প্রয়াগ। এই স্থানই পরম পবিত্র তীর্থ। প্রতিষ্ঠানে সমুদ্র কূপ ও তাহার উত্তরে হংসপ্রপতন।

বেণীঘাট হইতে কিয়দ্দূর উত্তর পশ্চিমে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রম ও পথে দারাগঞ্জ নামক স্থানে শ্রীশ্রীবেণীমাধব দেবের মন্দির; এই বেণীমাধব দেবের নাম হইতে সঙ্গমঘাটের নাম বেণীঘাট হইয়াছে।

* * *

প্রয়াগ-মাহাত্ম্য।

"পদে পদেঽশ্বমেধস্য ফলদং যৎস্মৃতং বুধৈঃ।
তস্মাদ্গচ্ছ মহারাজ প্রয়াগং প্রতি ভারত॥
দর্শনাৎ স্পর্শনাৎ স্নানাদ্ গঙ্গা যমুনাসঙ্গমে।
নিষ্পাপো জায়তে মর্ত্ত্যঃ সেবনাৎ স্মরণাদপি॥
মোহো নিবর্ত্ততে সদ্যো জন্মান্তরশতোদ্ভবঃ।"

অর্থাৎ পণ্ডিতগণ বলেন,—প্রয়াগতীর্থ প্রতি পদে অশ্বমেধ ফলদান করে; অতএব মহারাজ! আপনি প্রয়াগতীর্থে গমন করুন। প্রয়াগতীর্থ দর্শন, স্পর্শন ও তথায় গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে স্নান করিলে বা প্রয়াগতীর্থ সেবন কিম্বা স্মরণ করিলে মানব নিষ্পাপ হয়; শত জন্মের মোহ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

* * *

প্রয়াগ পদ্ধতি।

পূর্ব্ব দিন পূর্ব্বদিগবর্ত্তী গোতমাশ্রমে অবস্থান করিবে। পর দিন প্রাতঃকালে স্নানাদি নিত্যক্রিয়া সমাপন করিবে। প্রয়াগসমীপে গমন করিবে, এবং 'ওমদ্যেত্যাদি প্রয়াগমণ্ডল ভূম্যধিকরণক মৎকর্ত্তব্য পদচার সম সংখ্যাশ্বমেধযজ্ঞ জন্য ফল সমফল প্রাপ্তিকামঃ প্রয়াগমণ্ডল প্রবেশপূর্ব্বক তদ্ভূম্যধিকরণক গমনমহঙ্করিষ্যে' ইতি মন্ত্র পাঠ করিয়া সংকল্প করিবে ও প্রয়াগে প্রবেশ করিবে। প্রথমে বেণীতীর্থে যাইয়া সামান্য তীর্থপদ্ধতি লিখিত কর্ম্মসকল সম্পন্ন করিয়া উপবিষ্ট হইয়া মুণ্ডন করিবে। স্ত্রী-লোকেও মুণ্ডন করিবে; কেবল কেশের দুই অঙ্গুল অগ্রভাগ মাত্র ছেদন করিয়া নিবৃত্ত হইবে না। পরে সমর্থ হইলে, গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া সবৎস গোদান করিবে। মন্ত্র যথা,—'ওমদ্যেত্যাদি এতদ্ গোবৎসোতয়োরোম সংখ্যবর্ষ সহস্রাবচ্ছিন্ন স্বর্গলোকমহিতত্ব নরকাদর্শনপূর্ব্বকাক্ষয় সকল বর্ষ বহু দারপুত্র ভৃত্যবর্গ বহু বিঘোর মহাপাতক সংক্রম পরিত্রাণকাম ইমাং সাচ্ছাদনালঙ্কৃতাং সবৎসাং গাং রুদ্রদেবতাকাং যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়হহং সম্প্রদদে।' স্বর্গ বা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তিকামনায় উপবাস করিবে। যমুনার উত্তর তটে কম্বলাশ্বতর সমীপে যমুনাতটরূপ মহাদেব স্থানে যাইবে, তথায় পাপমুক্তি কামনায়, মহাদেব সমীপে যমুনায় স্নান তর্পণ ও যমুনার জল পান করিবে; পরে কম্বলাশ্বতর মহাদেব ও যমুনাকে পূজা প্রণাম করিবে। পরে অন্যান্য দিনে চতুর্বেদাধ্যয়ন, ও সত্যবাদিতা জন্য, অহিংসা জন্য ফল-সম ফল কামনা করিয়া, দশাশ্বমেধিক স্থানে বাসুকির সমীপে গিয়া স্নান তর্পণাদি করিবে। ভোগবতী তীর্থে অশ্বমেধ ফলকামনায় স্নান তর্পণ করিবে; প্রতিষ্ঠান নগরস্থ সমুদ্রকূপের নিকটে যাইয়া, ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ ও জিতক্রোধ হইয়া, তথায় ত্রিরাত্রি বাস করিবে; অশ্বমেধ ফল এবং যাবচ্চন্দ্রদিবাকর স্বর্গ ও মহিতত্ব কামনা করিয়া হংসপ্রপাতনকুণ্ডে স্নান তর্পণ করিবে; পরে অক্ষয়বটের নিকটে গিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া, অক্ষয়বটের প্রদক্ষিণ, পূজা নমস্কার করিবে। মন্ত্র যথা,—

"সংসার বৃক্ষ শস্ত্রায় সর্ব্বপাপ ক্ষয়ায়চ।
অক্ষয়ায় ব্রহ্মদাত্রে নমোঽক্ষায় বটায় তে"॥
নমোঽব্যক্তে রূপায় মহাপ্রলয়প্রাণ তে।
মহদ্রসোপবিষ্টায় ন্যগ্রোধায় নমোনমঃ॥
অমরস্ত্বং মহাকল্পে হরেশ্চায়তনং বট।
ন্যগ্রোধ হর মে পাপং কল্পবৃক্ষ নমোঽস্তুতে॥"
পরে 'সপ্তকুল পবিত্র হউক,'—এইরূপ কামনা করিয়া, প্রয়াগমস্তকের যমুনায় স্নান ও যমুনার জল পান করিবে। কেবলমাত্র মাসে মাসে প্রয়াগের গঙ্গায় স্নান করিলে, স্বর্গ-মর্ত্ত্য-অন্তরীক্ষের অধিকার লাভ হয়; মাঘে প্রয়াগে গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে স্নান করিলে, গজপতি মহারাজত্ব প্রাপ্তি হয়; তিন দিন মাত্র স্নান করিলে, লক্ষ গোদানের ফললাভ হয়; মাঘের শুক্লপক্ষীয় সপ্তমীতে স্নান করিলে, সহস্র সূর্য্যগ্রহণ কালীন স্নান ফল প্রাপ্তি হয়। যে কোন মাসের যে কোন দিনে গঙ্গায় পিণ্ডদানের ফল, কাশীধামে মরণের ফল, কুরুক্ষেত্রে দানের ফল,—এই সকল ফলের তুল্য ফল কামনা করিয়া, প্রয়াগের ব্রহ্মযূপ সন্নিহিত পবিত্র স্থানে এবং কথিত গঙ্গায় কেশ মুণ্ডন করিবে।

বদরিকাশ্রম।

হরিদ্বার হইয়া, লক্ষণঝোলা নামক লৌহ-সেতুর উপর দিয়া, বদরিকাশ্রম বা বদ্রিনাথ যাইতে হয়। ইহা বিষ্ণু গঙ্গার দক্ষিণতীরে। শীত অত্যন্ত অধিক। ভূমি,—পার্ব্বতীয় উচ্চাবচ যাতায়াতের পক্ষে বড়ই কষ্টকর। বদরিনাথের মন্দির প্রায় ৩২ হাত উচ্চ; ভিতরে পাথরের চতুর্ভুজ বিষ্ণু মূর্ত্তি বিরাজিত। মন্দিরের নিকটে একটী উষ্ণপ্রস্রবণ আছে। বৈশাখ হইতে ভাদ্র মাস এই তীর্থে যাইবার উপযুক্ত সময়।

বিন্ধ্যবাসিনী।

ই আই রেলের বিন্ধ্যাচল ষ্টেশন। কলিকাতা হইতে ৫১৪ মাইল; ভাড়া ৬৸৵০ টাকা। এই ষ্টেশনের অতি অল্প দূরেই বিন্ধ্যবাসিনী বিখ্যাত পীঠস্থান। মন্দিরের মধ্যে মায়ের অষ্টভুজা মূর্ত্তি রহিয়াছে। এই স্থানেই দেবী শুম্ভ ও নিশুম্ভ অসুরকে সংহার করিয়াছিলেন।

বরাহছত্র।

নেপালে। ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের বেহার সেক্সনের আঁচরাঘাট ষ্টেশনে নামিয়া কুশী নদীর কিনারা দিয়া, ধবলগিরি যাইতে হয়। আঁচরাঘাট,—কলিকাতা হইতে ৪০৭ মাইল ভাড়া ৫৷১৫। আঁচরাঘাট হইতে দশ ক্রোশ নৌকাযোগে বা কুলীপৃষ্ঠে যাইতে হয়।

এইস্থানে ভগবান বিষ্ণুর বরাহ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমার সময় প্রসিদ্ধ মেলা হইয়া থাকে।

বাল্মিকীর আশ্রম।

বিঠুর। কলিকাতা হইতে কাণপুর; পরে কাণপুর আঁচনারা রেলে বিঠুর শাখার মান্ধানা বা ব্রহ্মবর্ত্ত ষ্টেশনে নামিয়া যাইতে হয়।

ইহার আর একটী নাম ব্রহ্মবর্ত্ত। পুরাকালে ব্রহ্মা এইস্থানে যজ্ঞ করেন বলিয়া, ইহার নাম ব্রহ্মাবর্ত্ত। এইস্থানে বাল্মিকীর আশ্রম ছিল। বাল্মিকেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন। এইস্থানেই কামমোহিত ক্রৌঞ্চকে ব্যাধশরে হত ও ক্রৌঞ্চীকে করুণস্বরে রোদন করিতে দেখিয়া বাল্মিকীর মুখ হইতে প্রথম শ্লোক বহির্গত হয়। লক্ষণ সীতাদেবীকে এইস্থানে বর্জ্জন করিয়া যান। শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের সহিত এই স্থানেই লব কুশের যুদ্ধ হয়।

বিশ্বামিত্রের আশ্রম।

বিহার প্রদেশে সাহাবাদ জেলার অন্তর্গত। চরিত্রবল নামক স্থানে রামেশ্বরনাথ নামক শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন।

ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলের বক্সার নামক ষ্টেশনে নামিয়া চরিত্রবল যাইতে হয়। বেশী দূর নহে। কলিকাতা হইতে ৪১১ মাইল; ভাড়া ৫।৴১৫।

বৈদ্যনাথ।

সাঁওতাল পরগণায়। কলিকাতা হইতে ২০১ মাইল ভাড়া ২॥৶০ টাকা। ই, আই, রেলের একটী ষ্টেশন।

বৈদ্যনাথ দেবের মন্দির ভারতবিখ্যাত। বৈদ্যনাথ দ্বাদশ মহালিঙ্গের মধ্যে আর্য্যতম মহালিঙ্গ। কাশীর বিশ্বেশ্বরের ন্যায় রাত্রিকালে বৈদ্যনাথ দেবের পূজা হইয়া থাকে। এই লিঙ্গের মস্তকে একটী দাগ আছে। প্রবাদ, রাবণ মহাদেবের মস্তকে একটী চপটাঘাত করেন; ইহা সেই চপটাঘাতের দাগ। বৈদ্যনাথ ভিন্ন এখানে অন্নপূর্ণা, গণেশ, কার্ত্তিক, বীরনাথ, সত্যনাথ প্রভৃতি দেব দেবীগণের বাইশটী মন্দির আছে। শিবরাত্রির সময় এইস্থানে সহস্র সহস্র যাত্রীর সমাগম হয়। নিকটেই তপোবন,—পরম রমণীয় পুণ্য স্থান।

স্বাস্থ্যোন্নতি কামনায় দেওঘর বৈদ্যনাথে আজ কাল অনেকেই আসিয়া বাস করিয়াছেন।

বারাগ্রাম।

বিহার প্রদেশের অন্তর্গত বিহার নামক স্থান হইতে পাঁচ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম।

কলিকাতা হইতে ই আই রেলে বক্তিয়ারপুর; ৩১০ মাইল ভাড়া ৪,১০ টাকা। তথা হইতে বিহার ৯ ক্রোশ, তথা হইতে বারাগ্রাম।

এইস্থানে স্বাস্তিক ও মণিনাগের মন্দির আছে। অদ্যাবধি নাগের পূজা হইয়া থাকে।

বৈদেশ্বর।

কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ। তথা হইতে চিঙ্গলিপুত ও বিল্বপুরম; পরে সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের বৈদীশ্বরম কোইল নামক ষ্টেশনে নামিতে হয়।

ষ্টেশন হইতে দেবালয় অর্দ্ধ মাইল দূরবর্ত্তী। মন্দিরটী বৃহৎ, ৩টী প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। মন্দিরের উত্তর দিকস্থ মণ্ডপের এক পার্শ্বে একটী কূপ আছে। পাণ্ডারা বলে, এইস্থানে ত্রেতায় রামচন্দ্র জটায়ুর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাই এই কূপের নাম "জটায়ু তীর্থ।" বিগ্রহ পশ্চিমাভিমুখে অবস্থিত।

বক্রেশ্বর তীর্থ।

বঙ্গদেশে। কলিকাতা হইতে ই আই রেলে আমেদপুর বা সাঁইতা ষ্টেশন। তথা হইতে ছয় ক্রোশ। সিউড়ী নামক স্থানের সন্নিকট। সাঁইতা হইতে পথ সুগম। কলিকাতা হইতে সাঁইতা ১১৯ মাইল; ভাড়া ১॥১৫ আনা।

এইস্থানে অষ্টাবক্র ঋষির আশ্রম ছিল। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অষ্টাবক্রেশ্বর শিব, অদ্যাপি বিদ্যমান। পাপহরণ নদী, বক্রেশ্বরে উষ্ণ প্রস্রবণ, পাপহরণ কুণ্ড প্রভৃতি দর্শনযোগ্য।

বৃন্দাবন।

হাবড়া হইতে ই আই, রেলে কাণপুর; তথা হইতে কাণপুরআচনারা রেলে মথুরা; মথুরা হইতে বৃন্দাবন। হাবড়া হইতে ভাড়া ১১।০ টাকা।

বৃন্দাবন শ্রীশ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি। বৈষ্ণবের

মহাতীর্থ। যমুনাতীরে অসংখ্য দেব দেবীর মন্দির বিদ্যমান। এইস্থান হইতে গোকুল বেশী দূর নহে। শেঠদিগের সুবর্ণতালবৃক্ষ, গিরিগোবর্দ্ধন, লালাবাবুর মন্দির, গোবিন্দজীর মন্দির, মদনমোহনের মন্দির, গোপীনাথের মন্দির, তমালবন, নিকুঞ্জবন, মানসসরোবর, প্রভৃতি একান্ত দর্শনযোগ্য। অনেক বৈষ্ণব জীবনের শেষ ভাগে বৃন্দাবনেই বাস করিয়া থাকেন। এইস্থানে অনেক ধনাঢ্য লোকের কুঞ্জ,—দানশালা আছে। কিয়দ্দূরে মানস সরোবর, শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, অঘাসুর নির্ব্বাণ, ব্রহ্মমোহন, নিধুবন প্রভৃতি কতকগুলি তীর্থ আছে।

* * *

বৃন্দাবন মাহাত্ম্য।

"গুহ্যাৎ গুহ্যতরং পুণ্যং পরমানন্দকারকং।
অত্যদ্ভুতং রহঃ স্থান মানন্দং পরমৎপরং॥
দুর্লভানাঞ্চ পরমং দুর্লভং মোহনং পরং।
সর্ব্বশক্তিময়ং দেবি! সর্ব্বস্থানেষু গোপিতং॥
সুরানামপি-মূর্দ্ধনাং বিষ্ণোরপাতি দুর্লভং।
নিত্যবৃন্দাবনং নাম ব্রহ্মাণ্ডোপরি সংস্থিতং॥
পূর্ণব্রহ্ম সুখৈশ্বর্য্য স্থানমানন্দমব্যয়ং।
বৈকুণ্ঠাদি তদংশাংশং স্বয়ং বৃন্দাবন ভুবি॥"

অর্থাৎ,—"হে দেবি। নিত্যস্থান বৃন্দাবন ব্রহ্মাণ্ডের উপর বিরাজিত। বৃন্দাবন গুহ্য হইতে গুহ্যতর, পবিত্র, পরমানন্দজনক, অত্যদ্ভুত; রহঃস্থান, আনন্দস্বরূপ, পরম শ্রেষ্ঠ, পরম দুর্লভ, পরম মোহন, সর্ব্বশক্তিময়, সর্ব্বত্র গোপনীয়, দেবগণেরও পূজনীয়, বিষ্ণুর পক্ষেও অতি দুর্লভ। বৃন্দাবন,—সুখৈশ্বর্য্যস্বরূপ, আনন্দময়, অব্যয়। বৈকুণ্ঠাদি লোক বৃন্দাবনের অংশেরও অংশ। পৃথিবীতলে বৃন্দাবনই পূর্ণধাম।"

* * *

বৃন্দাবন পদ্ধতি।

বৃন্দাবনে গিয়া প্রথমে যমুনার কেশীঘাটে শতকোটি গঙ্গাস্নান জন্য ফল কামনা করিয়া, সামান্য তীর্থ-পদ্ধতি অনুসারে স্নান, তর্পণ, দান, পূজা, শ্রাদ্ধ, মুণ্ডন প্রভৃতি করিবে; পরে গোবিন্দ, ভমর, চিড় প্রভৃতি চব্বিশটী ঘাটে যথাশক্তি স্নান তর্পণ করিবে; পরে গোবিন্দ স্থানে গমন করিয়া, 'নমো ব্রহ্মণ্যোদেবায় গো-ব্রাহ্মণ হিতায়চ, জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ'—এই বলিয়া গোবিন্দকে প্রণাম করিবে; "বৃন্দাবনেশ্বরী কৃষ্ণপ্রিয়া মদন মোহিনী, প্রসন্না ভব মে দেবি শ্রীরাধে ত্বং নমাম্যহং।" বলিয়া রাধিকার প্রণাম করিবে; "ফুল্লেন্দীবর কান্তিমিন্দু বদনং বর্হাবৃতং স প্রিয়ং শ্রীবৎসাঙ্ক-মুদারং কৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরং। গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিত-তনুং গো-গোপ সংঘাবৃতং গোবিন্দং কলবেণু বাদনপরং দিব্যাঙ্গ ভূষং ভজে।"—বলিয়া গোবিন্দের প্রণাম করিবে; পরে মথুরা পদ্ধতি অনুসারে, 'তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী' ইত্যাদি মন্ত্রে শ্রীরাধিকার পূজা করিবে, রুক্মিণী, সত্যভামা ও জাম্ববতী প্রভৃতির অর্চ্চনা করিবে; পরে গোবিন্দের ও শ্রীরাধিকার স্তুতি করিয়া প্রদক্ষিণ করিবে। এইরূপে গোপীনাথ, গোকুলানন্দ, রাধারমণ, মদনমোহন, রাধা-দামোদর ও শ্যাম-সুন্দরের দর্শন, নমস্কার ও পূজা করিবে। অনন্তর কেশব, গোকর্ণেশ্বর, বৃন্দা দেবী প্রভৃতির যথাশক্তি দর্শনাদি করিবে; গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে গিয়া, গোবর্দ্ধনের প্রার্থনা করিবে; মানসগঙ্গা, কৃষ্ণসরোবর, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড প্রভৃতি চৌরাশি কুণ্ডে যথাশক্তি স্নান, তর্পণ ও হরদেব দর্শনাদি করিবে; বৃন্দাবনের ব্রহ্মকুণ্ড, দাবানলকুণ্ড, গোবিন্দ কুণ্ডাদিতে স্নান তর্পণ করিবে। গোকুলে গিয়া যমুনায় স্নান তর্পণ করিবে; গোপানন্দ, উপানন্দ, যশোদা, রোহিণী, কৃষ্ণ, শ্রীরাধা এবং শ্রীদামাদির দর্শন করিবে; বিল্ববনে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক মহালক্ষ্মী দর্শনাদি করিবে; রীতি অনুসারে যথাশক্তি বনভ্রমণ ও দর্শনাদি করিবে।

বিরিঞ্চিপুর।

কলিকাতা হইতে রেলপথে মাদ্রাজ। তথা হইতে মাদ্রাজ রেলে আর্কোনাম্ জংসন পরে বিরিঞ্চিপুর ষ্টেশন। ভাড়া কলিকাতা হইতে ১৬৸৵০ টাকা।

এই স্থানটী ব্রহ্মার কাঞ্চীপুরস্থ অশ্বমেধ যজ্ঞশালার পশ্চিম সীমা ছিল। শক্তি দেবী আসিয়া বিরিঞ্চিপুরের সীমা রক্ষা করেন। মুবগেধারীশ্বর মহাদেবের মন্দির এই স্থানে অবস্থিত। মন্দির প্রাঙ্গণের পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে একটী তীর্থ আছে। এই তীর্থে স্নান করিলে, বন্ধ্যা স্ত্রীলোক পুত্রবতী ও অপদেবতা-গ্রস্ত স্ত্রীলোক আরোগ্য লাভ করে। উত্তরদিকে একটী তীর্থ আছে।

বাণেশ্বর।

রাজপুতনায়। রাজপুতানা মালওয়া রেলের রুটলাম ষ্টেশন হইতে বাইশ ক্রোশ।

এই স্থানে বাণরাজার রাজধানী ছিল। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বাণেশ্বর শিব অদ্যাপি বর্ত্তমান।

বালজী তীর্থ।

কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ। তথা হইতে আর্কোনাম জংসন হইয়া ত্রিপতি বা বালজী ষ্টেশন।

দাক্ষিণাত্যের অন্যতম প্রধান তীর্থ। পর্ব্বতোপরি বিশাল সিংহাসনোপরি বালজীর প্রস্তরময় বিগ্রহ স্থাপিত রহিয়াছেন। জগন্নাথ-ক্ষেত্রের ন্যায় বালজীর প্রসাদ ভক্ষণে লোকে জাতিভেদ স্বীকার করে না। এই স্থানে বহুতর যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

ব্যাস সরোবর।

উড়িষ্যায়। কলিকাতা হইতে বেঙ্গল নাগপুর রেলে ব্যাস সরোবর নামক ষ্টেশন। ভাড়া ২৷৶১৫ টাকা।

সরোবর এক্ষণে দামে পরিপূর্ণ। প্রবাদ, ভগবান ব্যাসদেব এই স্থানে তপস্যা করিয়া ছিলেন। উড়িষ্যার সাধারণ লোকের বিশ্বাস, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর দুর্য্যোধন জলস্তম্ভ-বিদ্যা-প্রভাবে এই হ্রদমধ্যে লুক্কায়িত হইয়াছিলেন, পরে গদাযুদ্ধে ভীম দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ করেন। এই স্থানে বউতি বুড়া, বেগুণে চুয়া ও গুপ্তগঙ্গা নামে তিনটী তীর্থ আছে। নিকটেই একটী বৃহৎ হ্রদ আছে। ইহাকে পাঠ বা কুণ্ড বলে। বর্ষাকালে উভয় সরোবরের জল এক হইয়া যায়।

ব্রাহ্মণী।

উড়িষ্যার একটী পুণ্যতোয়া নদী। ছোট নাগপুরের লোহারডাগা পাহাড় হইতে উৎপন্ন। ইহা বিষ্ণুপাদোদ্ভবা নয়টী নদীর অন্যতমা। যথা—

"আদ্যা গোদাবরী গঙ্গা দ্বিতীয়া চ পুনঃপুনা।
তৃতীয়া কথিতা রেবা চতুর্থী জাহ্নবী স্মৃতা॥
কাবেরী গৌতমী কৃষ্ণা ব্রাহ্মণী বৈতরণী তথা।
বিষ্ণু পাদাব্জ সম্ভূতা নবধা ভুবি সংস্থিতা॥"

অর্থাৎ ১ম, গোদাবরী; ২, পুনপুন; ৩, ; ৪, জাহ্নবী; ৫, কাবেরী; ৬, গৌতমী; ৭, কৃষ্ণা; ৮, ব্রাহ্মণী ও ৯, বৈতরণী; এই নয়টী নদী বিষ্ণুপাদপদ্ম হইতে উদ্ভূতা।

বৈতরণী।

উড়িষ্যার পুণ্যসলিলা নদী। ছোট নাগপুরের পাহাড় হইতে উদ্ভূতা। বঙ্গোপসাগরে মিলিতা। এই নদী-তীরে বিরজাক্ষেত্র, বরাহ-ক্ষেত্র প্রভৃতি বহু তীর্থ বিরাজমান। ইহার তীরে শ্রাদ্ধাদি করিলে, পিতৃলোকের অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়।

ব্রহ্মপুত্র।

তিব্বত দেশ হইতে বাহির হইয়া বঙ্গোপসাগরে সংমিলিত। চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমীতে ব্রহ্মপুত্র স্নান,—বহু পুণ্য ফলপ্রদ।

ভৃগুক্ষেত্র।

কলিকাতা হইতে বেঙ্গল নাগপুর রেলে নাগপুর। তথা হইতে গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলে ভুসাওয়াল জংসন ও জালগাঁও জংসন হইয়া সুরাট; তথা হইতে উত্তর অভিমুখে বোম্বাই বরদা ও সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়ান রেলে অঙ্কলেশ্বর জংসন হইয়া নর্ম্মদার অপর পারে বরোচ ষ্টেশনে নামিতে হয়।

এই স্থান হইতে নর্ম্মদার সহিত সাগর-সঙ্গম বেশী দূর নহে। নর্ম্মদা নদীর উপরস্থ রেলওয়ের লৌহ সেতুর অনতিদূরে ভৃগুতীর্থ ঘাট। এই স্থানে স্নান করিলে অশেষ পুণ্য হয়।

মহাবলীপুর।

১ম পথ,—কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ; তথা হইতে সাদার্ণ ইণ্ডিয়ান রেলের চিঙ্গলপৎ রেল ষ্টেশনে নামিয়া ঝট্‌কা যোগে ২০ মাইল।

২য় পথ,—মান্দ্রাজ হইতে ৭ মাইল দূরে ইষ্ট কোষ্ট ক্যানালের পাপাঙ্কোবী নামক ঘাটে নৌকায় উঠিয়া মহাবলিপুর। এই পথটী অপেক্ষাকৃত সুগম।

মহাবলিপুর দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবতীর্থ। এইস্থানে ভগবান বিষ্ণুর স্থলশয়ান মূর্ত্তি বিরাজিত। এতদ্ভিন্ন পর্ব্বতোপরি শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণের মূর্ত্তি, হনুমান, ও গোপিকাগণের মূর্ত্তি রহিয়াছে। বিষ্ণু-মন্দিরের পূর্ব্বদিকে সাগরগর্ভে ভাটার সময় কয়েকটী মন্দিরের চূড়া দৃষ্ট হয়। প্রবাদ, কিষ্কিন্ধ্যাধিপতি বালিরাজা এইস্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন; তিনিই এই মন্দির নিৰ্ম্মাণ করেন। ইহা ভিন্ন পর্ব্বতগাত্রে নানা দেবদেবীমূর্ত্তি খোদিত আছে।

মথুরা।

কলিকাতা হইতে ৮৮৯ মাইল। ভাড়া ১১৵০ আনা।

মথুরা কালিন্দীর দক্ষিণ তটে অবস্থিত। এখানে ধ্রুবঘাটে ও বিশ্রামঘাটে পিতৃলোকের কার্য্য করিতে হয়। এইস্থানে কংশের বাসভবনের ভগ্নাবশেষ, শ্রীশ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্রসকল রহিয়াছে। সন্ধ্যাকালে যমুনাতীর হইতে সুনীল অম্বর-তলে দীপালোক-শোভিত শঙ্খ ঘণ্টা বাদ্য মুখরিত মন্দিরময়ী মথুরার দৃশ্য বড়ই সুন্দর।

মহাবন।

মথুরার অপর পারে। যমুনার নৌসেতু পার হইয়া যাইতে হয়। এক্কা বা উটের গাড়ি পাওয়া যায়। অপর নাম নিধুবন। এইস্থানে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ গোপিকাগণের সহিত লীলা করিয়াছিলেন।

মহালক্ষ্মীতীর্থ।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে। কলিকাতা হইতে বেঙ্গল নাগপুর রেলে মেদিনীপুর—সিনি জংসন ও বিলাসপুর জংসন হইয়া, নাগপুর; তৎপরে গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলে ভুষাওয়া হইয়া বোম্বাইং; পরে মহালক্ষ্মী ষ্টেশন।

ইহা হিন্দুদিগের একটি পুণ্যতীর্থ। সমুদ্রোপরি মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত মন্দির। ইহার মধ্যে দেবীর বিগ্রহ।

মহীশূর।

কলিকাতা হইতে মেদিনীপুর হইয়া ই সি রেলে মাদ্রাজ। মাদ্রাজ হইতে সাউথ ওয়েষ্টার্ণ লাইনে বাঙ্গালোর; তথা হইতে মহীশূর ষ্টেট রেলে মহীশূর ষ্টেশন।

এইস্থানে ভগবতী মহিষমর্দ্দিনীরূপে মহিষাসুরকে বধ করেন। তাই উহা একটী পীঠস্থান। মহীশূর বা মহিসুরে অতি পূর্ব্বকালে মহিষাসুরের রাজত্ব ছিল। মহিসুর নগর হইতে চামুণ্ডা পাহাড় প্রায় এক ক্রোশ দূরবর্ত্তী।

চামুণ্ডা পাহাড়ের উপর চামুণ্ডা দেবীর বিখ্যাত মন্দির। পাহাড়ে উঠিবার সোপান আছে। উঠিতে প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় লাগে। ভূমির সমতল হইতে পাহাড় প্রায় হাজার ফিট্ উচ্চ। এই স্থান হইতে মহিসুর রাজ্যের দৃশ্য অতি সুন্দর। চামুণ্ডা দেবী মহিষাসুরকে বধ করিয়া এই পর্ব্বতোপরি বিশ্রাম করিয়াছিলেন; দেবীর আদেশক্রমে পর্ব্বতোপরি মূলস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মন্দিরাভ্যন্তরে অষ্ট ভূজা দেবী সিংহোপরি দণ্ডায়মানা; নানা আয়ুধধারিণী, দক্ষিণহস্তস্থিত ত্রিশূল দ্বারা ইনি অসুরকে বিদ্ধ করিয়াছেন; বামহস্তস্থিত নাগপাশ দ্বারা অসুরকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়াছেন। অসুরের দেহ মহিষের ন্যায় মুণ্ড মনুষ্যের ন্যায়; দৃষ্টি দেবীর প্রতি নিক্ষিপ্ত। সিংহ মস্তক ফিরাইয়া, অসুরকে ধরিয়া রহিয়াছে।

এইস্থানে শারদীয় পূজার সময় নবরাত্রব্রত হইয়া থাকে। ঐ সময়ে বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সমবেত হইয়া যাগ, হোম ও বেদপাঠ করেন; সপ্তশতী চণ্ডী পাঠ হইয়া থাকে। দেবীর সম্মুখে পশুবলি হয় না। তবে পর্ব্বতের পাদদেশে শূদ্রগণ পশু বলি দিয়া থাকে। দেবীর মন্দিরের অনতিদূরে নৃসিংহদেবের মন্দির। রাজভবনেও নৃসিংহদেবের মন্দির আছে।

মন্দার পর্ব্বত।

ভাগলপুর হইতে কিয়দ্দূরে। কলিকাতা হইতে ই আই রেলে ভাগলপুর ভাড়া ৩৻৫। ষ্টেশনে গাড়ী পাওয়া যায়।

মঙ্কেশ্বর।

উড়িষ্যার কটক বিভাগের অন্তর্গত। কটক হইতে ৭ ক্রোশ দূরে মহানদী-তীরে অবস্থিত। নদী-তীরে একটী ছোট "সেণ্ড" পাহাড়ের উপর মঙ্কেশ্বর দেবের ক্ষুদ্র মন্দির। ইহার কিয়দ্দূরে একটী চরদ্বীপে বিখ্যাত ধবলেশ্বর নামক মহাদেবের মন্দির।

মঙ্গলাদ্রি বা মঙ্গলগিরি।

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত। কৃষ্ণা জেলার একটী প্রধান বৈষ্ণব তীর্থ। কলিকাতা হইতে মেদিনীপুর ও কটক হইয়া বেজওয়াদা জংসন; তথা হইতে সাদার্ণ মারহাট্টা রেলের গুন্টুরগামী শাখার একটী ষ্টেশন।

মঙ্গলগিরি দূর হইতে দেখিতে একটী হস্তীর ন্যায়। ইহার উপর নরসিংহ স্বামীর মন্দির; এই মন্দির পাহাড়ের মধ্যস্থলের পাথর কাটিয়া প্রস্তুত। মূর্ত্তি পাহাড়ের গাত্রে অঙ্কিত; কেবল সিংহাকৃতি মুখটী পিত্তলে নির্ম্মিত। ইনি সত্যযুগে অমৃত, ত্রেতায় ঘৃত, দ্বাপরে দুগ্ধ, ও এক্ষণে কলিকালে গুড়ের সরবৎ পান করেন। উহাকে "পানা" কহে। দেবতার মুখে কুসি করিয়া "পানা" দেওয়া হয়। দেবতা অৰ্দ্ধেক পান করিয়া, অৰ্দ্ধেক ভক্তগণের জন্য রাখিয়া দেন। মন্দিরাভ্যন্তরে এত গুড়ের পানা থাকিলেও একটীও মক্ষিকা দৃষ্ট হয় না। যুগভেদে এই মন্দিরের নাম করণ পৃথক পৃথক হইয়াছে। ইহা ত্রেতাযুগে মুক্তাদ্রি, দ্বাপরে ধর্ম্মাদ্রি এবং কলিতে মঙ্গলাদ্রি নামে খ্যাত। পাহাড়ের নিম্নদেশে একটী বৃহৎ বিষ্ণুমন্দির;

কিয়দ্দূরে একটী মহাদেবের মন্দির। বিষ্ণু, নমুচি নামক ইন্দ্রের প্রতিদ্বন্দী অসুরকে বধ করিয়া এই পর্ব্বতোপরি অবস্থান করেন। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীর দিন হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এখানে উৎসব হয়। দেশ বিদেশ হইতে অনেক যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

মধুরাপুরী।

কলিকাতা হইতে মান্দ্রাজ; পরে সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলের ত্রিতিকোটন গামী শাখার মাদুরা ষ্টেশনে নামিতে হয়; কলিকাতা হইতে ভাড়া ১৯৷৶০ টাকা।

এইখানে দেবরাজ ইন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত সুন্দর লিঙ্গের মন্দির ও মীনাক্ষী নামক পার্ব্বতীর মন্দির বিখ্যাত। সুন্দরেশ্বর দেবের মন্দিরটী অত্যন্ত বৃহৎ। যাত্রিগণকে শিবগঙ্গে নামক তীর্থের জল স্পর্শ করিয়া, সুন্দরদেবের ও মীনাক্ষী দেবীর পূজা করিতে হয়। ত্রেতায় রামচন্দ্র সীতা অন্বেষণ করিয়া, লঙ্কায় যাইবার সময় সুন্দরেশ্বরের পূজা করিয়াছিলেন।

মায়া বরম।

কাবেরী তীরস্থ তীর্থ বিশেষ। কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ হইয়া সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলের চিঙ্গলিপৎ ও ভিল্লপুরম; তথা হইতে মায়াবরম ষ্টেশনে নামিতে হয়। ভাড়া মান্দ্রাজ হইতে ১৸৶০; কলিকাতা হইতে ১৭৸০ টাকা। কাবেরীর ঘাট হইতে মন্দির প্রায় এক মাইল দূরবর্ত্তী। মন্দিরে মধ্যে ময়ূরনাথস্বামী নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। এখানে দেবী অভয়াম্বা নামে খ্যাতা হইয়া একটী পৃথক মন্দিরে অবস্থান করিতেছেন। বৈশাখ মাসে ও কার্ত্তিক মাসে মহোৎসব হইয়া থাকে। ঐ সময় নানা দিগ্‌দেশ হইতে যাত্রীগণ আগমন করিয়া থাকে।

এই স্থান হইতে একক্রোশ দূরে তিরু ইন্দলুর নামক স্থানে বিখ্যাত "পেরুমল রঙ্গনাথস্বামী" নামক শিবলিঙ্গ ও "পেরুমল-নায়িকা" নাম্নী দেবী অবস্থিতি করিতেছেন। উভয়ের মন্দির পৃথক।

মানস-সরোবর।

তিব্বত দেশে। বদরিকাশ্রম হইয়া, কৈলাসপর্ব্বত ও মানস-সরোবরে যাইতে হয়। পথ বড়ই দুর্গম।

মুম্বাদেবী।

বোম্বাই; কলিকাতা হইতে বেঙ্গল নাগপুর ও গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলযোগে বোম্বাই। কলিকাতা হইতে ১৪০০ মাইল, ভাড়া ১৯৸৶০ টাকা।

ইনি বোম্বাইয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বোম্বাইয়ের অন্তর্গত এলিফেণ্টা বা ঘোরাদ্বীপে ইঁহার মন্দির অবস্থিত। মন্দিরটী প্রায় ৭০ ফিট উচ্চ, পাহাড় কাটিয়া মন্দির বাহির করা হইয়াছে। মন্দিরাভ্যন্তরে দেবীর কটিদেশ পর্য্যন্ত ত্রিমস্তক মূর্ত্তি অবস্থিত।

মেল চিদাম্বর।

কলিকাতা হইতে ইষ্টকোষ্ট রেলে মান্দ্রাজ। তথা হইতে মান্দ্রাজ রেলে জালারপৎ ও ইরোদ জংসন; পরে নীলগিরি শাখার কোচেম্বাতুর ষ্টেশন; এই স্থান হইতে দুই ক্রোশ দূরে পেরুর নামক স্থানে "মেলচিদাম্বর" তীর্থ। দেব মন্দিরের পূর্ব্বদিকে একটী বাঁধা পুষ্করিণী এবং মন্দিরের নিকট অনেকগুলি স্তম্ভ আছে। তন্মধ্যে প্রবেশদ্বারের নিকট বৃহৎ ধ্বজস্তম্ভ বিখ্যাত। স্তম্ভের নিম্নভাগে একটি গাভীর স্তন অঙ্কিত আছে; তাহা

হইতে দুগ্ধধারা লিঙ্গের উপর পতিত হইতেছে। মন্দিরস্থ মহাদেবের নাম চিদাম্বর স্বামী। ইনি লিঙ্গরূপী। দেবী একটী পৃথক মন্দিরে মরকতবল্লী "বা মরকতঅম্বা" নামে বিরাজ করিতেছেন।

মেহার কালীবাড়ী।

শিয়ালদহ হইতে ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলে গোয়ালন্দ; তথা হইতে ষ্টীমারে চাঁদপুর, চাঁদপুর হইতে তিনটী ষ্টেশন পরে ভিংরা ষ্টেশন; ভিংরা হইতে এক পোয়া।

এই স্থানে ৺সর্ব্বানন্দ ঠাকুর,—৺কালীর প্রসাদে সিদ্ধিলাভ করেন। এই দেবী বড় জাগ্রত বলিয়া খ্যাত। পৌষ মাসের সংক্রান্তির দিন অসংখ্য যাত্রীর সমাগম হয়।

মঙ্গলচণ্ডী।

কলিকাতা শিয়ালদহ হইতে বেঙ্গল সেণ্টাল রেলে গোবরডাঙ্গা; তথা হইতে খাঁটুরা চণ্ডীতলা. গোবরডাঙ্গা ষ্টেশন হইতে অর্দ্ধ মাইল।

কঙ্কণা নামে হ্রদোপরি বিশাল বটবৃক্ষ তলে মঙ্গলচণ্ডীর স্থান। প্রবাদ, বিষ্ণুচক্র ছিন্ন সতীর হস্তস্থিত কঙ্কণ এই স্থানে পতিত হয়, তাই হ্রদের নাম কঙ্কণা। হ্রদের আকৃতি কঙ্কণের ন্যায়। নিকটে বিখ্যাত রামধন শিরোমনীর গৃহিণী ক্ষেত্রমণী দেবী প্রতিষ্ঠিত শিবালয়। পূর্ব্বে এই স্থানে অনেক সাধু সন্ন্যাসী আগমন করিতেন।

যাজপুর।

উড়িষ্যার বৈতরণী নদীতীরে একটী প্রাচীন তীর্থ। হাবড়া হইতে বেঙ্গল নাগপুর রেলে যাজপুর রোড্ ষ্টেসনে নামিতে হয়। ভাড়া হাবড়া হইতে ২৷৶৫ টাকা।

ইহার সংস্কৃত নাম যজ্ঞপুর। এই স্থানে ভগবান ব্রহ্মা দশাশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন; তাই ইহার নাম যজ্ঞপুর। ব্রহ্মার যজ্ঞকুণ্ড হইতে যজ্ঞ বরাহ ও বিরজা দেবী উদ্ভূত হইয়াছিলেন; সেই কারণে ইহার অপর একটী নাম বিরজাক্ষেত্র। বৈতরণীর তীরে বরাহ দেবের মন্দির। এই যজ্ঞ বরাহ দেবকে দর্শন প্রণাম করিলে, লোকে বিষ্ণুত্ব প্রাপ্ত হয়। যথা,—

"আস্তে স্বয়ম্ভু স্তত্রৈব
ক্রোড়রূপী হরিঃ স্বয়ম্।
দৃষ্ট্বা প্রণম্য তং ভক্ত্যা
নরো বিষ্ণুত্বমাপ্নুয়াৎ॥"

অর্থাৎ সেই স্থানে বৈতরণীতটে স্বয়ম্ভু স্বয়ং ক্রোড়রূপী হরি অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে ভক্তির সহিত দর্শন ও প্রণাম করিলে, মানবে বিষ্ণুত্ব প্রাপ্ত হয়।

বরাহ দেবের প্রাঙ্গণে অনেক দেবমূর্ত্তি বিদ্যমান। সম্মুখে বৈতরণীর অপর তীরে অষ্টমাতৃকা দেবীর প্রশস্ত মন্দির।

অষ্টমাতৃকার নাম,—১ম, মহাকালী; ২য়, যমের স্ত্রী; ৩য়, ইন্দ্রাণী; ৪র্থ, লক্ষ্মী; ৫ম, যমের মাতা; ৬ষ্ঠ, যমের মাতৃস্বসা; ৭ম, যমের পিতৃস্বসা; ৮ম, যমরাজ।

অষ্টমাতৃকা মন্দিরের পশ্চাতে জগন্নাথ-দেবের মন্দির। বরাহদেবের মন্দিরের নিকটে বৈতরণীর যে বাধান ঘাট আছে; তাহাকে দশাশ্বমেধ ঘাট কহে। ইহার নিকট মুক্তিশ্বর শিব; তৎপশ্চিমে অন্তর্ব্বেদী। এই স্থান হইতে দুই মাইল দূরে সিদ্ধলিঙ্গ।

বিরজা দেবীর মন্দির,—বরাহ দেবের মন্দির হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত। মন্দিরাভ্যন্তরে দেবীর অষ্টভুজা মূর্ত্তি অবস্থিত। মূর্ত্তিটী অষ্টাদশ অঙ্গুলি মাত্র। তন্ত্র মতে এই স্থানে সতীর নাভিমণ্ডল পতিত হয়। যথা,—তন্ত্রচূড়ামণী ৫১ পাটলে,—

"উৎকলে নাভিদেশশ্চ বিরজা ক্ষেত্র মুচ্যতে।"

উহা ৫১ পীঠের একটী পীঠ। বিরজা-ক্ষেত্রে মৃত্যু হইলে, অনায়াসে মোক্ষলাভ হয়।

বিরজা মন্দিরের উত্তরে নাভিগয়া। এই স্থানে পিতৃলোকের পিণ্ডদান করিলে, তাঁহাদের অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়।

এই স্থানে বহুতর দেবমূর্ত্তি বিরাজ করিতে-ছেন। তন্মধ্যে এই কয়েকটী দর্শন কর্ত্তব্য ঃ—মঞ্জুলি নামক স্থানে স্থানেশ্বর, উত্তরবাহিনী তীরে সিদ্ধেশ্বর, বিরজা মন্দিরের নিকট অগ্নিশ্বর, নগরমধ্যে আখণ্ডেশ্বর এবং হাটকে-শ্বর। বিরজাদেবীর মন্দির হইতে কিয়দ্দূরে মনিকর্ণিকা ঘাট। মহাবিষুব সংক্রান্তির সময় এখানে অনেক যাত্রীর সমাগম হয়।

রামগয়া।

অযোধ্যার অপর নাম। হাবড়া হইতে অযোধ্যা; রেলভাড়া ৭৬৫ টাকা, সরযূ তীর্থ ঘাটে স্বতন্ত্র রেল ষ্টেশন আছে; তাহার ভাড়া তিন পয়সা।

এই স্থানে সরযূ নদীতে অবগাহন ও তাহার তীরে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ শান্তি করিতে হয়। ষ্টেশনের অর্দ্ধক্রোশ দূরে রামচন্দ্রের পুরোহিত বশিষ্ঠদেবের আশ্রম ও কুণ্ড। এই স্থানে রামচন্দ্রের জন্মভূমি ও দশরথের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।

রামগিরি।

মধ্যভারতে। বেঙ্গল নাগপুর রেলের বিলাসপুর জংসন ষ্টেশন হইতে ৭ মাইল উত্তর পশ্চিম। হাবড়া হইতে বিলাসপুর ভাড়া,—৪৸৴১০ টাকা।

রামতীর্থ।

কলিকাতা হইতে বেঙ্গল নাগপুর ও ইষ্ট কোষ্ট রেলে ভিজিয়ানা গ্রাম বা বিজয়নগর; তথা হইতে ৩।০ ক্রোশ দূর। এই স্থানে রামচন্দ্র বনবাসকালে অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র, সীতাদেবী এবং লক্ষ্মণের প্রতিমূর্ত্তি বিরাজিত আছে।

রামশর তীর্থ।

মধ্যপ্রদেশের নিমার জেলায়। গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা ও রাজপুতানা মালওয়া রেলের সন্ধিস্থল খাণ্ডোয়া ষ্টেশনের এক মাইল পূর্ব্বদক্ষিণ। বেঙ্গল নাগপুর রেলের নাগপুর হইয়া যাইতে হয়। কলিকাতা হইতে ১০৪৭ মাইল; ভাড়া ১২৸৴০ টাকা।

এই স্থানে সীতাদেবী অত্যন্ত তৃষ্ণাতুর হন। রামচন্দ্র শরাঘাতে মেদিনী বিদীর্ণ করিয়া পাতাল হইতে জল বাহির করেন; সেই জলে সীতাদেবী পিপাসার শান্তি করেন। এখানে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর মন্দির এবং একটী কূপ আছে।

রেণুকা তীর্থ।

দিল্লি আম্বালা কাল্কা রেলের আম্বালা ষ্টেশনে নামিতে হয়। কলিকাতা হইতে মোগলসরাই; তথা হইতে লক্ষ্ণৌ মোরাদাবাদ ও সাহারাণপুর হইয়া আম্বালা ষ্টেশন। ভাড়া ২৩।০ টাকা আম্বালা হইতে ৩০ ক্রোশ দূরে নেহাননগর; তথা হইতে রেণুকা হ্রদ প্রায় ৮ ক্রোশ। আম্বালা হইতে পাল্কি, গাড়ি বা ঘোড়ায় যাওয়া যায়।

এই স্থানে পরশুরাম পিতৃ-আজ্ঞায় মাতা রেণুকাকে কুঠারাঘাতে বধ করেন। এখানে কার্ত্তিক মাসে একটী মেলা হয়।

শ্রীপক্ষী তীর্থ।

কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ; তথা হইতে সাদার্ণ ইণ্ডিয়ান রেলে চিঙ্গলিপুত হইয়া ঝটকাযোগে ছয় মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণ। ইহার অপর নাম বৈদ্যলিঙ্গেশ্বর মহাতীর্থ। কাকাতুয়ার ন্যায় শুক্লবর্ণের দুইটী পক্ষী মধ্যাহ্ন কালে এই স্থানে আগমন করিয়া, একটী পাত্রস্থ তৈলে মস্তক ডুবাইয়া, প্রথমে ইটের জলে পরে শুদ্ধ জলে স্নান করে; স্নানান্তে প্রধান পূজারীর হস্তস্থিত পাত্র হইতে তিন গ্রাস ভোগান্ন খাইয়া, জল পান করে। তৎপরে ইহারা তিন বার দেবালয় প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়া যায়। প্রধান অর্চ্চক বলেন, উহারা তথা হইতে রামেশ্বর গমন করে; সন্ধ্যার সময় কাশীতে গমন করিয়া রাত্রিবাস করে। অনেকে এই তীর্থে ঐ পক্ষী দুইটীকে দর্শন করিয়াছেন। ভক্তগণ উহাদিগকে পক্ষিরূপী পার্ব্বতী-পরমেশ্বর বিবেচনা করিয়া, ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া থাকেন।

শ্রীরঙ্গপত্তন।

মহীশূর রাজ্যের একটী প্রধান তীর্থ। কলিকাতা-হাবড়া হইতে মেদিনীপুর হইয়া ইষ্টকোষ্ট রেলে বেজওয়াদা জংসন; তথা হইতে সাদার্ণ মারহাটা রেলে গুণ্টাকুল; তথা হইতে বঙ্গালোর হইয়া শ্রীরঙ্গপত্তন ষ্টেশন।

শ্রীরঙ্গপত্তন কাবেরী নদীর চর-দ্বীপ। এইখানে শ্রীরঙ্গ জীবের বিখ্যাত মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের সম্মুখের দরজার নিকট বৃহৎ গোপুর। গোপুরের উপর ৫টী পিত্তলের কলসীর নিকট নৃসিংহ মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। মন্দিরাভ্যন্তরে অনন্ত-শয়নে বিষ্ণু বিরাজিত। কার্ত্তিক মাসে এই স্থানে বৃন্দাবনোৎসব হয়; সেই সময় নানাদেশ হইতে যাত্রিগণ এখানে আসিয়া থাকে। এই শেষশায়ী বিষ্ণুর নাম আদি-রঙ্গ।

শ্রীরঙ্গম।

ইহা অন্যতম মহাতীর্থ। কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ; তথা হইতে ভিল্লপুরম জংসন; তথা হইতে ত্রিচিনপল্লী ফোর্ট ষ্টেশনে নামিয়া, আড়াই ক্রোশ। বাঁধা রাস্তা। এই স্থানটীও কাবেরীর একটী চর-দ্বীপ। শ্রীরঙ্গজীর মন্দির অতি প্রকাণ্ড। এই মন্দিরে ৭টী প্রাকার আছে। ইহার মধ্যে অতিথিশালা, ধর্ম্মশালা, দোকান ও বসতিবাটী অবস্থিত। ছয়টী দ্বার পার হইয়া শ্রীরঙ্গনাথ স্বামীর মন্দিরে যাইতে হয়। হিন্দু ভিন্ন অপর কোন জাতি চতুর্থ দ্বার অতিক্রম করিয়া, যাইতে পারে না। সপ্তম দ্বারের পর স্বুবর্ণ-কলস-শোভিত শ্রীরঙ্গনাথের মূল মন্দির। মন্দিরাভ্যন্তরে নানালঙ্কার-ভূষিত শ্রীরঙ্গজীর সুন্দর বিগ্রহ বিরাজ করিতেছে। ইহার নিকট অনেকগুলি তীর্থ আছে; যথা, পাপনাশিনী, চন্দ্র-পুষ্করিণী, বিল্ব-তীর্থ, শ্রীনিবাস-তীর্থ, ইত্যাদি। শ্রীরঙ্গ মন্দিরের চারি দিকে দুই যোজন পর্য্যন্ত শ্রীরঙ্গ-ক্ষেত্র

সর্পবরম।

সর্পবরম,—মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত। গোদাবরী জেলার অধীন কোকনদ নামক পূর্ব্ব উপকূলস্থ বন্দরের তিন ক্রোশ দূরে সর্পবরম বা সর্পপুরী অবস্থিত। এই স্থানে ভাবনারায়ণ স্বামীর মন্দির ও দেবালয়ের উত্তর দিকে মুক্তিকাসরঃ নামে একটী সরোবর আছে। গ্রামের বহির্ভাগে নারদকুণ্ড নামে একটী সরোবর অবস্থিত। প্রবাদ, দেবর্ষি নারদ এই স্থানে স্নান করিয়া স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; পরে ব্রাহ্মণরূপী বিষ্ণুর আদেশে মুক্তিকাসরোবরে স্নান করিয়া, নিজরূপ প্রাপ্ত হন। সেই জন্য ইহা মহাতীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

কলিকাতা হইতে মেদিনীপুর হইয়া ইষ্ট কোষ্ট রেলে সামলকোট; তথা হইতে শাখা রেলে কোকনদ।

সাক্ষীগোপাল বা সত্যবাদী গোপাল।

পুরী হইতে ৫ ক্রোশ উত্তরে ও কটক হইতে ২১ ক্রোশ দক্ষিণে সত্যবাদী নামে একটী গ্রাম আছে। ঐ গ্রামে সাক্ষীগোপাল বিদ্যমান।

কলিকাতা হইতে বেঙ্গল নাগপুর রেলে খুরদা রোড জংসন। এই জংসন হইতে পুরী শাখা রেলওয়ে সাক্ষীগোপাল ষ্টেশন। ষ্টেশন হইতে মন্দির বেশী দূর নহে। বৃহৎ উদ্যান মধ্যে সাক্ষীগোপালের মন্দির। মন্দিরের সম্মুখে বৃহৎ সরোবর। মন্দিরাভ্যন্তরস্থ শ্রীগোপালের মূর্ত্তি প্রায় চারি হাত এবং শ্রীরাধার মূর্ত্তি প্রায় তিন হাত উচ্চ। জনৈক ব্রাহ্মণ-যুবকের বিবাহ-বিষয়ে ইনি সাক্ষ্য দিয়াছিলেন; তাই ইহাঁর নাম সাক্ষীগোপাল।

সিংহাচল।

ইষ্ট কোষ্ট রেলের বিশাখপত্তন ষ্টেশন হইতে পাঁচ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে সিংহাচল অবস্থিত। কলিকাতা হইতে বেঙ্গল নাগপুর রেলে যাইতে হয়।

এই স্থানে ভক্তবর প্রহ্লাদ-প্রতিষ্ঠিত ভগবানের বরাহ-নৃসিংহ মূর্ত্তি অবস্থিত। সিংহাচলের পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে মাধবধারা নামক পুণ্যতীর্থ। তথা হইতে বরাহ-নৃসিংহ স্বামীকে দেখিতে যাইবার জন্য বাঁধান সিঁড়ি আছে। পাহাড়ের নিম্নদেশ হইতে শিখরদেশ পর্য্যন্ত ১৮০০ ধাপ। এখানে বেত্রবতীধারা, বেগবতীধারা, গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী-সঙ্গম ধারা প্রভৃতিতে স্নান করিলে, মহাপুণ্য লাভ হইয়া

সীতাকুণ্ড।

কলিকাতা হইতে ই, আই রেলের লুপ লাইনে জামালপুর; জামালপুর হইতে শাখা রেলে মুঙ্গের। ভাড়া হাবড়া হইতে লুপলাইনে ৩৸৵০ টাকা। সীতাকুণ্ড,—মুঙ্গের ষ্টেশন হইতে পাঁচ মাইল দক্ষিণপূর্ব্ব। এই কুণ্ডের চারি দিক প্রস্তর বাঁধান; লৌহ-রেলে আবৃত। কুণ্ড হইতে অনবরত উষ্ণ বারি নিঃসৃত হইতেছে। টগ্‌বগ্ করিয়া জল ফুটিতেছে; স্বচ্ছ সুনির্ম্মল জল; কিন্তু এত উষ্ণ যে, হাত দেওয়া কঠিন; অথচ চাউল বা ফুল জলে ফেলিয়া দাও, বিকৃত হইবে না। একটী প্রণালী দিয়া অনবরত কুণ্ডের জল বাহির হইয়া যাইতেছে, তথাপি কুণ্ডের জল,—কমেও না; বাড়েও না; যেমন তেমনি। এই সীতাকুণ্ডের নিকট, রামকুণ্ড, লক্ষ্মণকুণ্ড প্রভৃতি আরও কয়েকটী কুণ্ড আছে; এই সকল কুণ্ডের জল কিন্তু উষ্ণ নহে। কিছু দূরে ঋষিকুণ্ড নামে আর একটা উষ্ণপ্রস্রবণ আছে। সীতাকুণ্ডে লোকে পিতৃলোকের পিণ্ড দান করিয়া থাকে।

সূর্য্যকুণ্ড।

কলিকাতা হইতে ই, বি, রেলে গোয়ালন্দ; পরে ষ্টীমার-যোগে চাঁদপুর; তথা হইতে আসাম বেঙ্গল রেলের সীতাকুণ্ড ষ্টেশন; তথা হইতে কিয়দ্দূরে সূর্য্যকুণ্ড।

সূর্য্যদেবের জন্মস্থান।

কাশ্মীর প্রদেশে। শ্রীনগর হইতে খানাবল দুই ক্রোশ; তথা হইতে দুই ক্রোশ দূরে মটন নামক স্থানে সূর্য্যদেবের জন্ম হয় বলিয়া, প্রবাদ আছে।

সেতুবন্ধ রামেশ্বর।

কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ ১২৯৯ মাইল। জাহাজ ভাড়া ডেকে ১৪, টাকা; রেলভাড়া তৃতীয় শ্রেণী ১৫৸৴০। মাদ্রাজ হইতে এস আই-রেলে মদুরা যাইতে হয়। ভাড়া ৩৸৶০ টাকা। মদুরা হইতে স্থলপথে ৭২ মাইল দূরে রামনাদ নামক স্থানে যাইতে হয়। মদুরা হইতে ঘোড়ার ঝটকাতেও রামনাদে যাওয়া যায়। রামনাদ হইতে ৫ ক্রোশ পূর্ব্ব দিকে "দেপুর" বা "দেবীপত্তন।" এই স্থানে দেবী মহিষাসুরকে বধ করেন, এরূপ প্রবাদ আছে। এই স্থানে সেতু-মূল। রামচন্দ্র এই স্থানে নব পাষাণ প্রতিষ্ঠা করেন।

ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র—সীতাদেবীর উদ্ধার ও রাবণ-বধের জন্য এই সেতু বন্ধন করেন। ভারতবর্ষ হইতে লঙ্কাদ্বীপ পর্য্যন্ত ত্রিশ ক্রোশ বিস্তৃত সেতু; ইহার মধ্যে ২৪টী তীর্থ আছে। যথা,—(১) চক্রতীর্থ; (২) বেতাল: বরদ তীর্থ; (৩) পাপনাশন তীর্থ; (৪) সীতাসর তীর্থ; (৫) মঙ্গলতীর্থ; (৬) অমৃতবাপিকা তীর্থ; (৭) ব্রহ্মকুণ্ড; (৮) হনুমৎ কুণ্ড তীর্থ; (৯) অগস্ত্য তীর্থ; (১০) শ্রীরাম তীর্থ; (১১) শ্রীলক্ষ্মণতীর্থ; (১২) জটা-তীর্থ; (১৩) শ্রীলক্ষ্মীতীর্থ; (১৪) অগ্নি-তীর্থ; (১৫) চক্রতীর্থ (দ্বিতীয়); (১৬) শ্রীশিবতীর্থ; (১৭) শঙ্খতীর্থ; (১৮) যমুনা তীর্থ; (১৯) গঙ্গাতীর্থ; (২০) গয়াতীর্থ; (২১) কোটিতীর্থ; (২২) সাধ্যামৃততীর্থ; (২৩) মানসাখ্য তীর্থ; (২৪) ধনুষ্কোটি তীর্থ।

রামেশ্বরের মন্দির অতি সুন্দর। মন্দিরের বহির্দ্দিক প্রাকারবেষ্টিত। পশ্চিম দিকের প্রবেশ-দ্বার ১০০ ফিট উচ্চ। মন্দির মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গমূর্ত্তি বিরাজমান। লিঙ্গের নিম্নভাগ সুবর্ণ-মণ্ডিত। ইঁহার মস্তকে গঙ্গাজল ও বিল্বদল দিয়া, ভক্তগণ পূজা করিয়া থাকেন।

সোমনাথ।

কলিকাতা বেঙ্গল নাগপুর রেলে নাগপুর। তথা হইতে গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলের ভসাওয়াল জংসন; তথা হইতে জালগাঁও; জালগাঁও হইতে আমলনার তাপ্তি ভ্যালী রেলপথ দিয়া সুরাট। অথবা কলিকাতা হইতে বোম্বাই হইয়া বোম্বাই-বরদা ও সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়ান রেলের সুরাট। ভাড়া ১৮৶০ টাকা। ইহাকে সোমনাথ বা প্রভাসতীর্থ বলে। পৌরাণিকগণের মতে চন্দ্র এই তীর্থে স্নান করিয়া যক্ষ্মারোগ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন।

স্বয়ম্ভুনাথ গয়া।

শিয়ালদহ হইতে ই বি এস রেলে গোয়ালন্দ; তথা হইতে ষ্টীমারে চাঁদপুর; তথা হইতে আসাম বেঙ্গল রেলের সীতাকুণ্ড ষ্টেশনে নামিতে হয়।

হরিহরছত্র।

ই আই রেলে পাটনায় নামিয়া হাজিপুর যাইতে হয়। ভাড়া কলিকাতা হইতে পাটনা ৪৸৫ টাকা। হাজিপুরের সন্নিকটে হরিহর-ছত্রের বিখ্যাত মেলা হয়।

হরিনাথ।

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের সম্বলপুর ষ্টেশন হইতে ৬৮ মাইল। গো-শকটে যাইতে হয়। কলিকাতা হইতে সম্বলপুরের ভাড়া ৬৸৶০ টাকা।

এই স্থানে ভগবান বরাহদেবের সুন্দর মূর্ত্তি বিরাজিত। পাহাড় কাটিয়া, মন্দির প্রস্তুত করা হইয়াছে। স্থানটী বড়ই মনোরম।

হরিদ্বার।

কলিকাতা হইতে ৯৭১ মাইল। কলিকাতা হইতে মোগলসরাই হইয়া অযোধ্যা এণ্ড

রোহিল-খণ্ড রেলে লাক্সর জংসন; তথা হইতে হরিদ্বার ষ্টেশনে নামিতে হয়। ভাড়া, কলিকাতা হইতে ১২॥৵০ টাকা।

এই স্থানে পুণ্যতোয়া গঙ্গা পার্ব্বত্যপ্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া ভারতের সমতলক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছেন। এই স্থানে গঙ্গার দুইটী ধারা। পশ্চিম ধারার তীরে তীর্থ সকল রহিয়াছে। এখানে ব্রহ্মকুণ্ডে ও কুশাবর্ত্ত ঘাটে স্নান করিয়া, পিতৃলোকের শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিতে হয়। প্রথমে শ্রীশ্রীসর্ব্বনাথদেবের মন্দির; তৎপরে তাহার কিছু দক্ষিণে ভৈরবের মন্দির; তাহার কিছু দূরে মায়াদেবীর মন্দির। মায়াদেবীর মন্দিরাভ্যন্তরে দেবীর ত্রিমস্তক চতুর্ভুজা অসুরনাশিনী দুর্গামূর্ত্তি। ইহাঁর হস্তে ত্রিশূল ও নৃমুণ্ড রহিয়াছে। ইহার নিকটে অষ্টভুজ শিবমূর্ত্তি ও খণ্ডমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। হরিদ্বারের কিছু দূরে সুধাকুণ্ড; প্রায় চারি মাইল উত্তরে সপ্তধারা।

একান্ন পীঠ।

দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করেন, মহাদেব-শোক-বিহ্বল হইয়া সেই সতীদেহ স্কন্ধে লইয়া নৃত্য করিতে থাকেন। বিষ্ণু,—সুদর্শন চক্র-দ্বারা ঐ সতী-দেহ বিচ্ছিন্ন করিয়া, নানাস্থানে নিক্ষেপ করেন। যে যে স্থানে সতীদেহের অংশ পতিত হয়, সেই সেই স্থানই পীঠস্থানরূপে পরিণত হইয়াছে। এইরূপে পীঠ একান্নটী। তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ;—

১ হিঙ্গুলা। সতীর ব্রহ্মরন্ধ্র পতিত হয়। এখানে দেবী কোটরী; ভৈরব ভীমলোচন। কলিকাতা হইতে বোম্বাই; বোম্বাই হইতে করাচী; করাচী হইতে প্রায় ৪৫ ক্রোশ। ভাড়া ২১৸৶০ আনা।

২। শর্করা। ভগবতীর তিন চক্ষু পতিত হয়। দেবী মহিষমর্দ্দিনী; ভৈরব ক্রোধীশ।

৩। জ্বালামুখী। জিহ্বা। ভগবতী অম্বিকা; ভৈরব উন্মত্ত। নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের জলন্ধর ষ্টেশনের সন্নিকট। কলিকাতা হইতে জলন্ধরের তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ১৪৸০ টাকা।

৪। ভৈরব পর্ব্বত। ঊর্দ্ধ ওষ্ঠ। দেবী অবন্তী; ভৈরব লম্বকর্ণ। মধ্যভারতে গোয়ালিয়রের অন্তর্গত অবন্তী প্রদেশে উজ্জয়িনীর সন্নিকট। এচ এস রেলে উজ্জয়িনী ষ্টেশন ৩য় শ্রেণীর ভাড়া ১৪।৵০ টাকা।

৫। প্রভাস। উদর। দেবী চন্দ্রভাগা; ভৈরব বক্রতুণ্ড। প্রভাস মথুরার সন্নিকট। কলিকাতা হইতে মথুরার ভাড়া ১১৶০ টাকা।

৬। গণ্ডকী। দক্ষিণ-গণ্ড। দেবী গণ্ডকী-চণ্ডী; ভৈরব চক্রপাণি।

৭। গোদাবরী তীরে। বামগণ্ড। দেবী বিশ্বমাত্রিকা; ভৈরব বিশ্বেশ।

৮। অনল। ঊর্দ্ধ দন্তপংক্তি। দেবী নারায়ণী; ভৈরব সংক্রুর।

৯। জনস্থান। চিবুক। ভ্রামরী দেবী; বিকৃতাক্ষ ভৈরব।

১০। সুগন্ধ। নাসা। সুনন্দা দেবী; ভৈরব ত্র্যম্বক।

১১। পঞ্চসাগর। অধোদন্তপংক্তি। দেবী বরাহী; ভৈরব মহারুদ্র।

১২। করতোয়া-তট। বামকর্ণ। দেবী অপর্ণা; ভৈরব বামন। যে স্থানে সতীর বামকর্ণ পতিত হয়, সে স্থান হইতে করতোয়া এখন অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে। এই মহাপীঠস্থান সেরপুর হইতে প্রায় ৮মাইল দূরে ভবানীপুর নামক স্থানে অবস্থিত। নর্দার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের সুলতানপুর ষ্টেসন হইতে পদব্রজে বা গো-শকটে যাইতে হয়। শিয়ালদহ হইতে সুলতানপুরের ভাড়া ২৷৵৫ টাকা।

১৩। মলয় পর্ব্বত। দক্ষিণ কর্ণ। দেবী সুন্দরী; ভৈরব সুন্দরানন্দ।

১৪। বৃন্দাবন,—কেশজাল স্থান। কেশজাল। দেবী উমা; ভূতেশ ভৈরব। মথুরা হইতে ৮ মাইল।

১৫। কিরীট। কিরীট। দেবী বিমলা; ভৈরব সম্বর্ত্ত। ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলের আজিম-

গঞ্জ ব্রাঞ্চ লাইনের আজিমগঞ্জে নামিয়া যাইতে হয়। আজিমগঞ্জের ভাড়া ২৶১৫ টাকা।

১৬। শ্রীহট্ট। গ্রীবা। দেবী মহালক্ষ্মী; ঈশ্বরানন্দ ভৈরব।

১৭। কাশ্মীর। কণ্ঠ। দেবী মহামায়া; ভৈরব ত্রিসন্ধ্যেশ্বর। রাউলপিণ্ডি হইতে টোঙ্গায় যাইতে হয়।

১৮। রত্নাবলী। দক্ষিণস্কন্ধ। দেবী-কুমারী; ভৈরব অভিরাম কুমার।

১৯। মিথিলা। বামস্কন্ধ। দেবী মহাদেব। ভৈরব মহোদর।

২০। চট্টগ্রাম। দক্ষিণহস্তার্দ্ধ। দেবী ভবানী; ভৈরব চন্দ্রশেখর। শিয়ালদহ হইতে গোয়ালন্দ; ষ্টীমারে চাঁদপুর; তৎপরে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে দিয়া যাইতে হয়। ভাড়া ৭৷৶০ আনা।

২১। মানস-সরোবর। দক্ষিণহস্তার্দ্ধ; দেবী দাক্ষায়ণী; অমর ভৈরব।

২২। উজানি। কনুই। দেবী মঙ্গচণ্ডী; ভৈরব কপিলাম্বর। লুপলাইনের গুস্করা ষ্টেশন হইতে ৭৷০ ক্রোশ। হাবড়া হইতে গুস্করার ভাড়া ১৵৫ আনা।

২৩। মণিবন্ধ। মণিবন্ধ। দেবী গায়িত্রী; ভৈরব সর্ব্বানন্দ।

২৪। প্রয়াগ। দুই হস্তের দশ অঙ্গুলি। দেবী ললিতা; ভব ভৈরব।

২৫। বহুলা। বাম বাহু। দেবী বহুলা চণ্ডীকা; ভৈরব ভীরুক। বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত। কলিকাতা হইতে ষ্টীমারে কাটোয়া যাওয়া যায়।

২৬। জলন্ধর। প্রথম স্তন। দেবী ত্রিপুরমালিনী; ভৈরব ভীষণ। পঞ্জাব-লাহোর হইয়া জলন্ধর যাইতে হয়।

২৭। রামগিরি। ২য় স্তন। দেবী শিবানী; চণ্ড ভৈরব। বি, এন রেলওয়ের বিলাসপুর ষ্টেশন হইতে ছয় মাইল। হাবড়া হইতে বিলাসপুরের তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ৭৷৶০ টাকা।

২৮। বৈদ্যনাথ। হৃদয়। দেবী জয়দুর্গা, ভৈরব বৈদ্যনাথ। হাবড়া হইতে বৈদ্যনাথের ভাড়া ২৷৶০ টাকা।

২৯। উৎকল। নাভি। দেবী বিমলা; ভৈরব জগন্নাথ। ৺পুরীধামে। ষ্টীমারে ও রেলে যাওয়া যায়।

৩০। কাঞ্চিদেশ। কাকালি। দেবী দেবগর্ভা; ভৈরব রুরু। ই, আই, রেলের বোলপুর ষ্টেশন হইতে দুই ক্রোশ। বোলপুরের ৩য় শ্রেণীর ভাড়া ১৷১৫ টাকা।

৩১। কালমাধব। অন্ধ নিতম্ব। দেবী কালী; অসিতাঙ্গ ভৈরব।

৩২। নর্ম্মদা তীর্থ। দেবী শোণাক্ষী; ভদ্রসেন ভৈরব।

৩৩। কামরূপ। মহামুদ্রা। দেবী কামাখ্যা; উমানন্দ ভৈরব। আসামের গৌহাটী হইতে প্রায় ৩ মাইল পথ। অম্বুবাচীতে অনেক যাত্রী কামাখ্যা দেবীকে দর্শন করিতে যান। এই সময় এই স্থানে মহাসমারোহ হইয়া থাকে।

৩৪। নেপাল। জানুদ্বয়। দেবী মহামায়া; ভৈরব কপালী।

৩৫। মগধ। দক্ষিণ জঙ্ঘা। দেবী সর্ব্বানন্দকারী; ভৈরব ব্যোমকেশ।

৩৬। জয়ন্তী। বামজঙ্ঘা। দেবী জয়ন্তী; ভৈরব ক্রমদীশ্বর। হাবড়া-আমতা লাইনের আমতায় এই দেবী "মেলাইচণ্ডী" নামে অভিহিত।

৩৭। ত্রিপুরা। দক্ষিণ চরণ। দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী; ভৈরব ত্রিপুরেশ।

৩৮। ক্ষীরগ্রাম। দক্ষিণচরণের অঙ্গুষ্ঠ। দেবী যুগাদ্যা, ভৈরব ক্ষীরখণ্ডক। বর্দ্ধমান হইতে দশ ক্রোশ। ইহা বর্দ্ধমানের সুপ্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমীদারীর অন্তর্গত।

৩৯। কালীঘাট। দক্ষিণচরণের চারিটী অঙ্গুলী। দেবী কালিকা; ভৈরব নকুলেশ।

৪০। কুরুক্ষেত্র। দক্ষিণ পায়ের গুল্‌ফ। দেবী বিমলা; ভৈরব সম্বর্ত্ত। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান

রেলওয়ের থানেশ্বর ষ্টেশনে নামিতে হয়। ভাড়া ৩য় শ্রেণীর ১৩৷৵৹ টাকা।

৪১। বক্রেশ্বর। ভ্রূমধ্য। দেবী মহিষমর্দ্দিনী; ভৈরব বক্রনাথ। ই আই রেলের আমাদপুর ষ্টেশন হইতে ১৬ মাইল পশ্চিম। শিবরাত্রির সময়ে এখানে মেলা হইয়া থাকে। হাবড়া হইতে আমাদপুরের ৩য় শ্রেণীর ভাড়া ১৶৫ টাকা।

৪২। যশোহর। পাণিপদ্ম। দেবী যশোরেশ্বরী; ভৈরব চণ্ড। এই স্থানকে ধূমঘাট যশোর বলে। বেঙ্গল সেণ্ট্রেল রেল-ষ্টেশনে বারাসত, পরে বসিরহাট, তথা হইতে নৌকায় যাইতে হয়।

৪৩। নন্দীপুর। হার। দেবী নন্দিনী; ভৈরব নন্দিকেশ্বর। ই আই রেলের ষ্টেশন সাঁইথে হইতে যাইতে হয়। সাঁইথের ভাড়া ১৷১৫ টাকা।

৪৪। বারাণসী। কুণ্ডল। দেবী বিশালাক্ষী; ভৈরব কাল।

৪৫। কন্যাশ্রম। পৃষ্ঠ। দেবী সর্ব্বাণী; নিমিষ ভৈরব।

৪৬। লঙ্কা। নূপুর। দেবী ইন্দ্রাক্ষী; ভৈরব রাক্ষসেশ্বর।

৪৭ বিভাস। বাম গুল্‌ফ। দেবী ভীমরূপা; সর্ব্বানন্দ ভৈরব।

৪৮। বিরাট। পদাঙ্গুলি। দেবী অম্বিকা; ভৈরব অমৃত।

৪৯। ত্রিস্রোতা। বাম গুল্‌ফ; ভ্রামরী দেবী; ঈশ্বর ভৈরব।

৫০। অট্টহাস। অধঃওষ্ঠ। দেবী ফুল্লরা; বিশ্বেশ ভৈরব। ই, আই রেলে লুপ লাইনে আমাদপুর ষ্টেশন হইতে ৪ ক্রোশ। হাবড়া হইতে আমাদপুরের তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ১৶৫ টাকা।

৫১। শ্রীপর্ব্বত। তল্প। দেবী সুনন্দা; ভৈরব নন্দ।

তীর্থযাত্রা-পদ্ধতি।

যিনি কুপ্রতিগ্রহ করেন না, কুদেশে যান না, তিনিই তীর্থ-যাত্রার ফলাধিকারী; যাঁহার দেহ ক্লেশসহিষ্ণু, মন পবিত্র, যাঁহার অহঙ্কার দম্ভ নাই, তিনিই তীর্থ-যাত্রার ফলাধিকারী। যিনি পরিমিত-ভোগী, জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বসঙ্গ-বিরহিত, তিনিই তীর্থের ফলাধিকারী। শ্রদ্ধাহীন, নাস্তিক, পাপী, সন্দিগ্ধমনা এবং কারণানুসন্ধায়ী ব্যক্তিগণ তীর্থ-ফলের অধিকারী নহে। তীর্থে অধিকারী ব্যক্তিগণের শাস্ত্রোক্ত ফল লাভ এবং অনধিকারীর পাপক্ষয় মাত্র হয়। সুতরাং তীর্থযাত্রার পূর্ব্বে জ্ঞাতাজ্ঞাত পাপক্ষয়ের জন্য চান্দ্রায়ণ করিবে। গঙ্গাস্নান-রূপ-প্রায়শ্চিত্তও বিহিত আছে। যেদিন তীর্থযাত্রা করিতে হইবে, তাহার পূর্ব্বদিনের পূর্ব্ব দিন হবিষ্য করিবে; তীর্থযাত্রার ঠিক পূর্ব্বদিন মুণ্ডন এবং উপবাস করিবে। তৎপর দিন গণেশাদি দেবতা, পিতৃ ও গ্রহসমুদায়, ব্রাহ্মণ এবং ইষ্ট-দেবতার পূজা করিবে; পরে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিবে; ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে, পরে গ্রাম বা বাসস্থান প্রদক্ষিণ করিয়া, ক্রোশ মধ্যবর্ত্তী অন্য গ্রামে যাইবে; সেই স্থানে শ্রাদ্ধ শেষাদি ভোজন করিবে; সেই দিন সেই স্থানেই থাকিবে। গমন কালে কার্পটী বেশ ধারণ করিবে; কিন্তু ভোজন বা শয়নকালে, এবং তীর্থে ব্রাশ্রাদ্ধাদির সময় এরূপ বেশ ধারণ করিবে না। দ্বিতীয় দিন নিত্যক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া, সেই গ্রাম বা বাসস্থানটী মাত্র প্রদক্ষিণ করিবে; অনন্তর, মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত গমন করিতে থাকিবে; পরে নদ্যাদিতে স্নান ও মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা করিয়া, নিরামিষ ভোজন করিবে; একবার মাত্র ভোজন করিবে; সেই দিন সেই স্থানেই থাকিবে। প্রতিদিন এইরূপভাবে যাত্রা করিবে। অন্য কোন ব্যক্তির গৃহ হইতে তীর্থে যাইতে হইলেও, বিধিপূর্ব্বক যাত্রা করিবে।

যানারোহণ, ছত্র এবং পাদুকা ব্যবহার করিয়া তীর্থে গমন করিলে, কিম্বা অন্য কোন কার্য্যের জন্য তীর্থে যাইলে, অর্দ্ধেক ফল আর বেতন ও পরান্ন গ্রহণ করিয়া, তীর্থে গমন করিলে, ষোড়শাংশের এক অংশ মাত্র ফল লাভ হয়। ধনগর্ব্বিত হইয়া যানারোহণে তীর্থে গমন করিলে, কোন ফলই হয় না। তীর্থকালে প্রতিগ্রহ, পরপীড়ন, আমিষ-ভোজন, ঘৃত-ভোজন, পরপাক-ভোজন, হিংসা, পরনিন্দা, কুকথালাপ, কুচিন্তা, মৈথুন, মিথ্যা-বাক্য, সুরুতা, খলতা, ক্রূরতা, নাস্তিকতা, চপলতা—ইত্যাদি পরিত্যাগ করিবে।

তীর্থে শৌচ করিবে না; মুখ ও পা ধুইবে না; নির্ম্মাল্য ত্যাগ করিবে না; মল ধৌত করিবে না; তৈল মর্দ্দন করিবে না; সাঁতার দিবে না; উলঙ্গ হইবে না; বস্ত্র নিষ্পীড়ন করিবে না; ক্রীড়া করিবে না; ইতস্ততঃ বৃথাদৃষ্টি করিবে না; স্পর্শদোষ বিচার করিবে না; অভক্তি করিবে না; এক তীর্থে অবস্থান করিয়া অন্য তীর্থের অভিলাষ করিবে না; অন্য তীর্থের প্রশংসা করিবে না; পুরোহিতের পরীক্ষা বা নিন্দা করিবে না; অন্যকে আশীর্ব্বাদ করিবে না। তীর্থ-শ্রাদ্ধে ভূস্বামীর অর্চ্চনা এবং তাঁহাকে দান করিবে না; এই শ্রাদ্ধে আবাহন, অর্ঘ্যদান, বিসর্জ্জন, কাক-কুক্কুরাদির দৃষ্টিদোষ বিচার করিবে না।

তীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিয়া, দেবতা, পিতৃ ও ব্রাহ্মণের পূজা করিবে; বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিবে।

তীর্থযাত্রায় কর্ত্তব্য।

রেলওয়ে ষ্টেশনে টিকিট লইবার সময় সতর্ক হওয়া উচিত এবং বিশেষ পরিচিত লোক ভিন্ন, অপর কাহাকেও টিকিট আনিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। অনেক স্থানে প্রতারকগণ ভদ্র-বেশে দলে দলে বিচরণ করে। যে স্থানে যাইতে হইবে, সেই স্থানে গাড়ী কখন পঁহুছিবে, তাহা জানিয়া রাখা আবশ্যক; রাত্রিকাল হইলে, সেই সময়ে গাড়ীতে নিদ্রা যাওয়া উচিত নহে; কেননা, স্থান অতিক্রম করিয়া যাইলে, বিশেষ কষ্টে পড়িতে হয়। বড় বড় ষ্টেশনে তীর্থ ক্ষেত্রের পাণ্ডা অব-স্থিতি করে। যাঁহার যে পাণ্ডা, তাঁহার সেই পাণ্ডার নিকট যাওয়াই উচিত। জিনিষ-পত্র কিনিবার সময়ে বিশেষ সাবধান হইতে হয়; কারণ, অনেক স্থানের অনেক দোকানদারগণ সাধারণতঃ প্রায় দ্বিগুণের উপর মূল্য বলে। পরিষ্কার গৃহে বাস এবং নির্ম্মল জল পান করা উচিত; নহিলে অনেক স্থানেই নানারূপ ব্যাধির সম্ভাবনা থাকে। অনেক স্থানে চাউল, ডাইল প্রভৃতিতে অত্যন্ত কাঁকর থাকে; ঘৃতে মৌয়ার তৈল মিশ্রিত থাকে, দুগ্ধে বাসিদুগ্ধ মিশ্রিত থাকে এবং মিষ্টদ্রব্যসমূহের সহিত বাসি মিষ্ট দ্রব্য থাকে,—এই গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। পীড়া হইলে, অবিলম্বে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। সর্ব্বদাই সর্ব্ববিষয়ে সাবধান থাকা কর্ত্তব্য।

অন্যান্য দেবদেবী।

কলিকাতার বাগবাজারে মদনমোহন, ঠনঠনের সিদ্ধেশ্বরী, বহুবাজারের কালী প্রসিদ্ধ দেবতা। দক্ষিণেশ্বরে কালীমাতা প্রতিষ্ঠিতা আছেন।

২৪ পরগণায় মহেশতলা। এখানে হরি-নোট নামক স্থানে হরির বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রতি সোমবারে বহুযাত্রীর সমাগম হয়। মহেশতলার হাটে ওলাইচণ্ডী ও শীতলা দেবী প্রতিষ্ঠিত আছে। খড়দহ। খড়দহের শ্যামসুন্দর প্রসিদ্ধ; দামোদরজীও বিখ্যাত। গঙ্গাতীরে দ্বাদশ টঙ্কেশ্বর শিব আছেন। ১৪টী বাণলিঙ্গ শিবমন্দিরও বিরাজিত আছে। এই বাণলিঙ্গ শিবমন্দির,—মহাত্মা ৺ প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস মহাশয় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। পুরুষোত্তম ধামেরন্যায় রত্নবেদী প্রস্তুত করাইতে অভিলাষী হইয়া, তিনি আশী হাজার শালগ্রাম ও বিশ-

হাজার বাণলিঙ্গ সংগ্রহ করেন। এক লক্ষ শালগ্রাম সংগৃহীত হইলেই, রত্নবেদী প্রস্তুত হইত; কিন্তু বিশ্বাস মহাশয়ের মৃত্যু ঘটায়, এ কার্য্য অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল।

হাবড়া জেলার অধীন অমরাগড়ী গ্রামে শ্রীশ্রী৺ দধিমাধব দেব প্রতিষ্ঠিত। ইঁহার মন্দির বিবিধ কারুকার্য্যে সুচিত্রিত। জয়পুরগ্রামে ৺ মতিলাল ধর্ম্মদেবতা বিরাজিত। ইঁহার ঔষধ ধারণ করিয়া, অনেক বন্ধ্যানারী পুত্রবতী হইয়াছে,—ইহাই প্রসিদ্ধি। এই জয়পুর গ্রামের ৺ জলেশ্বর মহাদেবের পুষ্করিণীতে স্নান করিলে দোষযুক্ত জ্বর নিবারিত হয়,—ইহাই এ অঞ্চলের লোকের দৃঢ় বিশ্বাস। খাল্না গ্রামে ৺ খুদীরায় ধর্ম্মদেবতা প্রসিদ্ধ। রসপুর গ্রামে ৺ মনসাদেবী জাগ্রতা দেবতা। ইঁহার নিকট প্লীহা রোগীর প্লীহার উপর দাগ দেওয়া হয়; তাহাতে অনেক প্লীহারোগ সারিয়া যায়। কুশবেড়িয়ার ৺ বাণেশ্বর মহাদেবের নাম সুপ্রসিদ্ধ। ইঁহার অম্ল-রোগের ঔষধ ধারণ করিয়া, অনেক অম্লরোগী সুস্থ হইয়াছে। ঔষধ ধারণ করিলে, একাদশী করিতে হয়। বাণেশ্বরের একাদশীর কথা অনেকেরই পরিচিত। খড়িয়প গ্রামের ৺ শ্মশানকালী বিখ্যাত। অগ্রহায়ণ মাসের অমাবস্যায় এখানে আনন্দ-মেলা নামক এক মেলা বসে। মেলা এক মাসকাল থাকে।

মেদিনীপুর জেলায় তমলুক। এখানকার বর্গভীমা প্রসিদ্ধ বিগ্রহ,—মন্দিরের দৃশ্য অতীব মনোহর।

হুগলী জেলায় বাঁশবেড়িয়া গ্রাম। বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী অতীব প্রসিদ্ধ। ভদ্রেশ্বরে ভদ্রেশ্বরশিব বিরাজিত আছেন। চুঁচুড়ার ৺ ষণ্ডেশ্বর বিখ্যাত। দ্বারবাসিনী গ্রামে বিষহরি এবং মহানাদে জটেশ্বর নাথ [illegible] আছেন। শিবরাত্রে জটেশ্বরে জাত্‌হইয়া থাকে। [illegible]নেটে বিশালাক্ষী জাগ্রত দেবতা। পূর্ব্বে এখানে বহু সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হইত; এখনও বহু দূর দেশ হইতে লোকে পূজা দিতে আসে। মহানবমীর দিন মহোৎসব হইয়া থাকে। দশঘরার পঞ্চানন,—প্রসিদ্ধ। বারুলের "আঁচ-লতা",—পিঁড়েতলীর সিদ্ধেশ্বরী,—বহু ভক্তের মনস্কামনা পূর্ণ করেন।

বর্দ্ধমান জেলার কালনায় বর্দ্ধমানাধিপতির প্রতিষ্ঠিত লালাজী, কৃষ্ণচন্দ্র, গোপালজী প্রভৃতি বহুতর বিগ্রহ বিরাজমান। কালনায় গৌরিদাস পণ্ডিত ঠাকুরের পাটে,—শ্রীমন্দিরে গৌর-নিতাই মূর্ত্তি বিরাজিত। বর্দ্ধমানের সর্ব্বমঙ্গলা দেবী বহুজন-বিশ্রুত। বেড়্গ্রামে শুভচণ্ডী জাগ্রতা দেবী। এখানে প্রতি বৎসর মহামহোৎসবে মাঘ মাসের প্রথমে মেলা হইয়া থাকে। মৌলা গ্রামের রঙ্কিণীদেবীর ও বোড়ো গ্রামের বলরামদেবের এবং কুলীনগ্রামের মদনগোপালের প্রতিবৎসর মাঘ মাসে মেলা হইয়া থাকে। সাদীপুরের মদনমোহন প্রসিদ্ধ। সৌঁয়াই গ্রামের বসন্তচণ্ডী জাগ্রতদেবী।

নদীয়া জেলায় নবদ্বীপ,—শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাক্ষেত্র। বহুমূর্ত্তি বিরাজিত। পোড়া মা, ভবতারণ ও ভবতারিণী প্রসিদ্ধ।

ময়মনসিংহ জেলায়,—আসাম ষ্টিমার লাইনে বিনাসুই নামক ষ্টেশনের দক্ষিণভাগে ব্রহ্মপুত্রতটে সলিমাবাজ,—মহাপীঠ। চৈত্র সংক্রান্তিতে এখানে সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হয়। দুই দিনে শত শত পাঁঠা বলি হইয়া থাকে। তিন দিন মেলা বসে।

ঢাকা-বিক্রমপুর লৌহজঙ্গের শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ দেব প্রসিদ্ধ। ঝুলন-যাত্রায় মেলা বসিয়া থাকে।

পাবনা জেলায় চাটমোহর থানা; এই থানায় হরিপুর গ্রাম। হরিপুরে,—শিবমণ্ডল-চণ্ডী, শ্যামরায় ও কালীবিগ্রহ প্রসিদ্ধ। এখানে মহাসমারোহে বার-ইয়ারী কালীপূজা হইয়া থাকে।

যশোর-বৈরামপুরের লক্ষ্মীজনার্দ্দন প্রসিদ্ধ।

সম্পূর্ণ।